



ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সেবাখাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০২৫

২৫ জুন ২০২৬

সেবাখাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০২৫

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান

নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের

উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

বিশেষজ্ঞ দল

ড. সেকান্দার হায়াত খান, প্রাক্তন অধ্যাপক, পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইন্সটিটিউট (আইএসআরটি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পিকে. মো. মতিউর রহমান, প্রাক্তন অধ্যাপক, পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইন্সটিটিউট (আইএসআরটি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মোহাম্মদ শোয়ায়েব, প্রাক্তন অধ্যাপক, পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইন্সটিটিউট (আইএসআরটি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন, অধ্যাপক, পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইন্সটিটিউট (আইএসআরটি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এ.কে. এনামুল হক, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)

গবেষণা দল

মুহাম্মদ বদিউজ্জামান, পরিচালক, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
শাহজাদা এম আকরাম, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মোহাম্মদ নুরে আলম, রিসার্চ ফেলো, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান সাখিদার, গবেষণা সহযোগী-কোয়ান্টিটেটিভ, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
কাওসার আহমেদ, গবেষণা সহযোগী-কোয়ান্টিটেটিভ, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মুহা. নূরুজ্জামান ফরহাদ, গবেষণা সহযোগী-কোয়ান্টিটেটিভ, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা সহকারী

মো: জহুরুল ইসলাম
সালমা সিদ্দিকা
মাহমুদা আক্তার পলি
তনিমা আক্তার জীম
মো ইয়াছিন আরাফাত
সাখীহা আলম
সাদিয়া তাবাসসুম

বিশেষ সহযোগিতা

মাহবুব আলম, সহকারী কো-অর্ডিনেটর, আইটি ইউনিট, টিআইবি
রিফাত রহমান, সহকারী কো-অর্ডিনেটর, ডাটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন, টিআইবি
কে. এম. রফিকুল আলম, সহকারী কো-অর্ডিনেটর, ডাটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন, টিআইবি
সামছুদ্দোহা সাফায়েত, সহকারী কো-অর্ডিনেটর, টিআইবি
এবং টিআইবির অন্যান্য বিভাগ ও ইউনিটের সহকর্মীবৃন্দ

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (৪র্থ ও ৫ম তলা)

বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯

ফোন: ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩, ৪৮১১৩০৩৬

ফ্যাক্স: ৪৮১১৩১০১

ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: ভূমিকা.....	১২
১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা	১২
১.২ জরিপের উদ্দেশ্য	১৩
১.৩ জরিপের আওতা	১৩
১.৪ জরিপ পদ্ধতি ও নমুনায়ন	১৪
১.৪.১ নমুনার আকার	১৪
১.৪.২ নমুনার বণ্টন	১৪
১.৪.৩ জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার বণ্টন	১৫
১.৫ জরিপের সময়কাল	১৬
১.৬ জরিপ ব্যবস্থাপনা ও তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ	১৬
১.৭ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ	১৭
১.৮ জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ নির্ণয় পদ্ধতি	১৭
অধ্যায় ২: খানা ও তথ্যদাতার আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য	১৮
২.১ খানার বৈশিষ্ট্য	১৮
২.২ খানাপ্রধানের ধর্ম ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়	১৯
২.৩ খানাপ্রধানের বয়স, লিঙ্গ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা	২০
২.৪ খানাপ্রধানের পেশা	২১
২.৫ তথ্যদাতার বৈশিষ্ট্য	২১
২.৬ তথ্যদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা	২২
২.৭ খানার গড় মাসিক আয় ও ব্যয়	২২
২.৮ সেবাপ্রাপ্ত পদ্ধতি	২৩
২.৯ খাতভেদে সেবাপ্রাপ্ত খানার হার	২৪
অধ্যায় ৩: সেবাখাতে দুর্নীতি ও অনিয়ম	২৬
৩.১ সেবাখাতে দুর্নীতির সার্বিক চিত্র	২৬
৩.২ দুর্নীতির ধরন	২৬
৩.৩ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়	২৭
৩.৪ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ	২৮
৩.৫ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	২৮
৩.৬ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়কারী ব্যক্তি	২৯
৩.৭ বিভাগভেদে দুর্নীতি এবং ঘুষের শিকার	৩০
৩.৮ জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ	৩০
৩.৯ দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: ২০২৩ বনাম ২০২৫	৩১
৩.১০ অবস্থান, খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা এবং আয়ের শ্রেণি ও লিঙ্গভেদে পার্থক্য	৩৪

৩.১১	খানার পক্ষে সেবা গ্রহণকারীর লিঙ্গ ও বয়সভেদে দুর্নীতি ও ঘুষ	৩৭
৩.১২	প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার	৩৯
৩.১৩	দুর্নীতির অভিযোগ প্রতিকার	৩৯
৩.১৪	দুর্নীতির কারণ এবং প্রতিরোধে খানার মতামত	৪২
অধ্যায় ৪: খাতওয়ারী দুর্নীতির চিত্র		৪৪
১.	পাসপোর্ট	৪৪
২.	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)	৪৪
৩.	বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা	৪৫
৪.	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৪৫
৫.	ভূমি	৪৬
৬.	স্বাস্থ্য	৪৭
৭.	কৃষি	৪৭
৮.	শিক্ষা	৪৮
৯.	জাতীয় পরিচয়পত্র সেবা (এনআইডি)	৪৯
১০.	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৪৯
১১.	জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	৫০
১২.	বিদ্যুৎ	৫০
১৩.	বীমা	৫১
১৪.	গ্যাস	৫২
১৫.	ব্যাংকিং (সরকারি ও বেসরকারি)	৫২
১৬.	এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	৫৩
১৭.	কর ও শুল্ক	৫৩
১৮.	অন্যান্য সেবাখাত/প্রতিষ্ঠান	৫৩
অধ্যায় ৫: উপসংহার ও সুপারিশ		৫৫
৫.১	জরিপে প্রাপ্ত তথ্য: সার্বিক পর্যবেক্ষণ	৫৫
৫.২	জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে টিআইবি'র সুপারিশ	৫৫

সারণির তালিকা

সারণি ১.১: জরিপের অন্তর্ভুক্ত খানার বিভাগভিত্তিক বণ্টন	১৬
সারণি ২.১: খানাপ্রধানের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় (%)	১৯
সারণি ২.২: খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা (%)	২০
সারণি ২.৩: খানাপ্রধানের পেশা (%)	২১
সারণি ২.৪: অঞ্চলভেদে তথ্যদাতার ধরন (%)	২১
সারণি ২.৫: লৈঙ্গিক ও অঞ্চলভেদে তথ্যদাতাদের বয়স (%)	২২
সারণি ২.৬: লিঙ্গ ও অঞ্চলভেদে তথ্যদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা (%)	২২
সারণি ২.৭: বিভাগ ও অঞ্চলভেদে খানাপ্রতি গড় মাসিক আয় (টাকা)	২৩
সারণি ২.৮: বিভাগ ও অঞ্চলভেদে খানাপ্রতি মাসিক গড় ব্যয় (টাকা)	২৩
সারণি ২.৯: খাতভেদে সেবাপ্রাপ্তি পদ্ধতি (%)	২৪
সারণি ২.১০: অঞ্চলভেদে বিভিন্ন খাত হতে সেবাপ্রাপ্তকারী খানা (%)	২৫
সারণি ৩.১: অঞ্চলভেদে বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%)	২৬
সারণি ৩.২: অঞ্চল ও খাতভেদে খানার ঘুষের শিকার (%)	২৭
সারণি ৩.৩: খাত এবং অঞ্চলভেদে গড় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)	২৮
সারণি ৩.৪: ২০২৫ সালে জাতীয় প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ (কোটি টাকা)	৩১
সারণি ৩.৫: বিভিন্ন সেবাখাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা* (%) : ২০২৩ ও ২০২৫-এর জরিপের তুলনা	৩১
সারণি ৩.৬: বিভিন্ন সেবাখাতে ঘুষের শিকার হওয়া খানা* (%) : ২০২৩ ও ২০২৫ এর জরিপের তুলনা	৩২
সারণি ৩.৭: বিভিন্ন সেবাখাতে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা) : ২০২৩ ও ২০২৫ এর জরিপের তুলনা	৩৩
সারণি ৩.৮: খাতভেদে সেবাপ্রাপ্তি নারী-পুরুষের দুর্নীতির শিকার হওয়া (%)	৩৭
সারণি ৩.৯: দুর্নীতি প্রতিরোধে খানার মতামত (%)	৪৩

চিত্রের তালিকা

চিত্র ১.১: একনজরে নমুনায়ন পদ্ধতি.....	১৫
চিত্র ২.১: খানার সদস্যদের লিঙ্গ (%)	১৯
চিত্র ২.২: খানা প্রধানের ধর্ম (%)	১৯
চিত্র ২.৩: খানাপ্রধানের লিঙ্গ (%)	২০
চিত্র ২.৪: খানার সেবাপ্রাপ্তি পদ্ধতি (%)	২৪
চিত্র ৩.১: বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%).....	২৭
চিত্র ৩.২: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (%)	২৯
চিত্র ৩.৩: ঘুষ আদায়কারী ব্যক্তি (%).....	৩০
চিত্র ৩.৪: বিভাগভেদে দুর্নীতি এবং ঘুষের শিকার খানা (%)	৩০
চিত্র ৩.৫: অঞ্চলভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানা (%).....	৩৪
চিত্র ৩.৬: খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতাভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানা (%).....	৩৪
চিত্র ৩.৭: খানাপ্রধানের পেশাভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%)	৩৫
চিত্র ৩.৮: খানাপ্রধানের পেশাভেদে ঘুষের শিকার হওয়া খানা (%).....	৩৬
চিত্র ৩.৯: খানার আয়ের তুলনায় ঘুষের বোঝা	৩৭
চিত্র ৩.১০: খানার পক্ষে সেবাপ্রাপ্তি হওয়ার লিঙ্গভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া (%).....	৩৮
চিত্র ৩.১১: সেবা গ্রহণকারীর বয়সভেদে দুর্নীতির শিকার (%)	৩৯
চিত্র ৩.১২: আদিবাসী, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি ও লিঙ্গভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার সেবাপ্রাপ্তি (%)	৩৯
চিত্র ৩.১৩: দুর্নীতির অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা (%)	৪০
চিত্র ৩.১৪: দুর্নীতির শিকার হয়ে অভিযোগ দায়েরের মাধ্যম (%).....	৪০
চিত্র ৩.১৫: খাতভিত্তিক দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার অভিযোগ দায়ের (%)	৪১
চিত্র ৩.১৬: দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার অভিযোগ দায়েরের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহীত পদক্ষেপ (%).....	৪২
চিত্র ৩.১৭: দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার অভিযোগ দায়ের না করার কারণ (%).....	৪২
চিত্র ৩.১৮: উত্তরদাতার মতে দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার সম্ভাব্য কারণ (%).....	৪৩

শব্দসংক্ষেপ

আইসিইউ	: ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (Intensive Care Unit)
আইএমপিএস	: ইন্টিগ্রেটেড মাল্টিপারপাস স্যাম্পলিং ফ্রেম (Integrated Multipurpose Sampling Frame)
ইউএইচএফডব্লিউসি	: ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (Union Health and Family Welfare Center)
ইউএসসি	: ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র (Union Sub Center)
ই-কমার্স	: ইলেকট্রনিক কমার্স (Electronic Commerce)
ই-টিআইএন	: ইলেকট্রনিক ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার (Electronic Tax Identification Number)
ই-পাসপোর্ট	: ইলেকট্রনিক পাসপোর্ট (Electronic Passport)
এনজিও	: বেসরকারি সংস্থা (Non Government Organisation)
এমপিও	: মাসুলি পে-অর্ডার (Monthly Pay Order)
এফআইআর	: ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট (First Information Report)
এমআরপি	: মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (Machine Readable Passport)
এলএ	: ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন (Land Acquisition)
এলসি	: লেটার অব ক্রেডিট (Letter of credit)
এসএ	: স্টেট অ্যাকুইজিশন (State Acquisition)
এসডিজি	: টেকসই উন্নয়ন অগ্রাধিকার (Sustainable Development Goal)
ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	: ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (West Zone Power Distribution Company)
কাবিখা	: কাজের বিনিময়ে খাদ্য (Food for Work)
কাবিটা	: কাজের বিনিময়ে টাকা (Taka for Work)
এনআইডি	: জাতীয় পরিচয় পত্র (National Identity Document)
জিআর	: গ্রাচুইটিস রিলিফ (Gratuitous Relief)
জিআরএস	: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System)
জিডি	: জেনারেল ডায়েরি (General Diary)
জিডিপি	: গ্রেস ডমেস্টিক প্রোডাক্ট (Gross Domestic Product)
টিআইবি	: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (Transparency International Bangladesh)
টিটি	: টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার (Telegraphic Transfer)
টিসি	: ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (Transfer certificate)
ডিপিএস	: ডিপোজিট পেনশন স্কিম (Deposit Pension Scheme)
ডিপিডিসি	: ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (Dhaka Power Distribution Company Ltd.)
ডিবি	: ডিটেক্টিভ ব্রাঞ্চ (Detective Branch)
ডেসকো	: ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (Dhaka Electric Supply Company Ltd.)
দুদক	: দুর্নীতি দমন কমিশন (Anti-corruption Commission)
নেসকো	: নর্দার্ন ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (Northern Electricity Supply Company Ltd.)
পিএসইউ	: প্রাইমারি স্যাম্পলিং ইউনিট (Primary Sampling Unit)
পেট্রোবাংলা	: বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation)
বাপবিবো	: বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (Bangladesh Rural Electrification Board)
বিআরটিএ	: বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (Bangladesh Road Transport Authority)
বিউবো	: বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (Electricity Development Board)
বিএডিসি	: বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (Bangladesh Agricultural Development Corporation)
বিজিবি	: বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (Border Guard Bangladesh)
বিবিএস	: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (Bangladesh Bureau of Statistics)
ভিজিএফ	: ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (Vulnerable Group Feeding)
ভিজিডি	: ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (Vulnerable Group Development)
ভিপি	: ভেস্টেড প্রোপার্টি (Vested Property)
মুসক	: মূল্য সংযোজন কর (Value Added Tax)
সিআইডি	: ক্রাইম অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (Crime and Investigation Department)
সিএইচসিপি	: কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (Community Health Care Provider)
বিআইএন	: বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (Business Identification Number)
আইএমপিএস	: ইন্টিগ্রেটেড মাল্টিপারপাস স্যাম্পলিং ফ্রেম (Integrated Multipurpose Sampling Frame)
পিএসইউ	: প্রাইমারি স্যাম্পলিং ইউনিট (Primary Sampling Unit)
এসই	: স্ট্যান্ডার্ড এরর (Standard Error)
এসপিএসএস	: স্ট্যাটিস্টিক্যাল প্যাকেজ ফর সোশাল সায়েন্স (Statistical Package for Social Science)
স্টাটা	: স্ট্যাটিস্টিক্যাল সফটওয়্যার ফর ডাটা সায়েন্স (Statistical Software for Data Science)
টিআইএন	: ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (Tax Identification Number)

মুখবন্ধ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫) এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় (২০২১-২০৪১) সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) লক্ষ্য ১৬.৫-এ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল পর্যায়ে দুর্নীতি ও ঘুষ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমিয়ে আনার জন্য বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। ২০২৪ সালে কর্তৃত্ববাদী শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত জুলাই আন্দোলনেও দুর্নীতিকে রাষ্ট্রের অন্যতম সংকট হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক শাসনের দাবি জোরালো হয়। রাষ্ট্র সংস্কারের অংশ হিসেবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে অন্যতম প্রত্যাশা ছিল দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধ করা। পরবর্তীতে ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও বিরোধীদলীয় জোটের নির্বাচনী ইশতেহারেও সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের ওপর অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। বিশেষ করে, এই অঙ্গীকারের প্রতিফলন লক্ষ করা যায় বিএনপির ৩১-দফা রাষ্ট্র মেরামতের রূপরেখা, নির্বাচনী ইশতেহার, দলের চেয়ারপার্সনের নির্বাচনী বক্তৃতা, শপথ গ্রহণের পর জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া প্রথম ভাষণে এবং জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ঘোষণায়।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ও দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে গবেষণা, নাগরিক সম্পৃক্ততা এবং অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সেবাখাতে দুর্নীতি ও ঘুষ লেনদেন সাধারণ জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন ও সেবাখাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায়। টিআইবির পূর্ববর্তী জরিপ ও গণমাধ্যমসহ অন্যান্য নির্ভরযোগ্য সূত্রের তথ্য মতে বাংলাদেশে সেবাখাতে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় দুর্নীতি বিরাজমান। ফলে নির্দিষ্ট সময় অন্তর সেবাখাতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা জানা এবং তদনুযায়ী দুর্নীতি প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান।

এই উদ্দেশ্যে টিআইবি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবাখাতে দুর্নীতির প্রকৃতি, বিস্তার ও মাত্রা নিরূপণের উদ্দেশ্যে সাধারণত দুই-তিন বছর পরপর নিয়মিতভাবে ‘সেবাখাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ’ পরিচালনা করছে। এ জরিপের মাধ্যমে সেবাহীনতা জনগণ বিভিন্ন সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কী ধরনের দুর্নীতি, অনিয়ম ও হয়রানির শিকার হচ্ছে তার ধরন, ব্যাপকতা ও প্রবণতা বিশ্লেষণ করা হয়। একইসঙ্গে জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে সরকার, নীতিনির্ধারক, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন নিশ্চিতকরণে কার্যকর নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহিত করাই এ জরিপের অন্যতম লক্ষ্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, টিআইবির খানা জরিপের সাথে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক প্রতিবছর প্রকাশিত দুর্নীতির ধারণাসূচকের কোনো সম্পর্ক নেই। উক্ত সূচকে এই জরিপসহ টিআইবি পরিচালিত অন্য কোনো গবেষণালব্ধ তথ্য বিবেচিত হয় না। এখানে আরও দুটি মৌলিক পার্থক্য উল্লেখযোগ্য – প্রথমত, দুর্নীতির ধারণাসূচকটি মূলত প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্নীতির ব্যাপকতার ধারণার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে। অন্যদিকে টিআইবি পরিচালিত এই খানা জরিপ কোনো প্রকার ধারণা বা মতামতনির্ভর জরিপ নয়, বরং এতে জরিপকৃত খানার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত সেবাখাতে দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরা হয়। দ্বিতীয়ত, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর দুর্নীতির ধারণাসূচকে মূলত জাতীয় পর্যায়ে বড় ধরনের দুর্নীতির প্রকোপ বা ব্যাপকতার ধারণানির্ভর তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়। অন্যদিকে এ জরিপে নির্ধারিত সেবাখাতে সেবাহীনতার সেবা গ্রহণের সময় সেবা প্রদানকারীর কাছে ঘুষসহ যে ধরনের দুর্নীতি বা অনিয়মের শিকার হন তার চিত্র তুলে ধরা হয়।

টিআইবি ১৯৯৭ সাল থেকে ২০২৫ পর্যন্ত ১১টি দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ পরিচালনা করেছে। এবারের জরিপে সেবাখাতে দুর্নীতি বিষয়ক তথ্যের বিবেচ্য সময় ছিল নভেম্বর ২০২৪ থেকে অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত, যা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে সেবাখাতে দুর্নীতির একটি অবস্থা তুলে ধরে। এবারের জরিপের বিশেষ তাৎপর্য এই যে এর মাধ্যমে রক্তক্ষয়ী জুলাই গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী দীর্ঘ প্রতীক্ষিত গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার অগ্রযাত্রার শুরুতে সেবাখাতে দুর্নীতির ভবিষ্যতে তুলনায়োগ্য পরিমাপের ভিত্তিতে তৈরি হবে। এবারের জরিপে (২০২৫) দেখা যায়, বাংলাদেশের ৮১ দশমিক ৬ শতাংশ খানা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি খাত বা প্রতিষ্ঠানের সেবা নিতে গিয়ে কোনো না কোনো খাতে দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যা এর আগে সর্বশেষ ২০২৩-এর জরিপে ছিল ৭০ দশমিক ৯ শতাংশ। অর্থাৎ ২০২৩-এর তুলনায় ২০২৫-এ সেবাখাতে দুর্নীতির ব্যাপকতা ১৫ দশমিক ১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সবচেয়ে বেশি খানা (৮৪.৪ শতাংশ) দুর্নীতির শিকার হয়েছে পাসপোর্ট সেবা নিতে গিয়ে; এর পরেই রয়েছে বিআরটিএ (৭৯.৩ শতাংশ), বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা (৭১.৩ শতাংশ), আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৬৯.৪ শতাংশ), ভূমি (৬৬.৩ শতাংশ), সরকারি স্বাস্থ্যসেবা (৬৪.৪ শতাংশ) এবং কৃষি (৬৪.৪ শতাংশ) সেবা। সার্বিকভাবে ৬৩ দশমিক ৬ শতাংশ খানা সেবা নিতে গিয়ে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, যেখানে পাসপোর্ট (৭৬.৬ শতাংশ), বিআরটিএ (৬৩.৫ শতাংশ), আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৪৯.৩ শতাংশ), কৃষি (৪৯.৩ শতাংশ), ভূমি (৪৭.৬ শতাংশ) এবং বিচারসংশ্লিষ্ট সেবায় (৩৯.৬ শতাংশ) সেবা গ্রহণকারী খানাগুলো সবচেয়ে বেশি হারে ঘুষের শিকার হয়েছে।

জরিপে অন্তর্ভুক্ত খাত/প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে এক বছরে (২০২৪ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত) সেবা নিতে গিয়ে খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ ৫ হাজার ১২৪ টাকা। সর্বোচ্চ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়কারী খাত/প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা (খানাপ্রতি গড়ে ২৪,৬৯১ টাকা), ব্যাংকিং (খানাপ্রতি গড়ে ১৯,৩২২ টাকা), ভূমি (খানাপ্রতি গড়ে ১১,৩১১

টাকা), আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (খানাপ্রতি গড়ে ৭,৪০৭ টাকা) এবং বিআরটিএ (খানাপ্রতি গড়ে ৬,৯২৩ টাকা) অন্যতম। জরিপে বিবেচ্য সময়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সকল খাত/প্রতিষ্ঠানে দেওয়া ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের প্রাক্কলিত মোট পরিমাণ ১২ হাজার ৬৩৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত জাতীয় বাজেটের ১ দশমিক ৫৮ শতাংশ এবং জিডিপি শূন্য দশমিক ২৩ শতাংশ। জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩-এর প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণের তুলনায় ২০২৫-এ প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ প্রায় ১৫ দশমিক ৯ শতাংশ বেশি।

জরিপে প্রাপ্ত তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয়, দুর্নীতি দরিদ্র, নিম্ন আয়ের ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য একটি অন্যায় বোঝা। নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর ওপর ঘুষ ও নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেনের প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি। যেসব খানার মাসিক আয় ১৬ হাজার ৭০৬ টাকার কম তাদের বার্ষিক আয়ের ১ দশমিক ৯ শতাংশ ঘুষ হিসেবে খরচ করতে হয়। পঞ্চান্তরে মাসিক আয় ৮৫ হাজার টাকার বেশি এমন খানার ক্ষেত্রে এ হার শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ, অর্থাৎ নিম্ন আয়ের খানার ওপর দুর্নীতির আর্থিক বোঝা ২ দশমিক ৭ গুণ বেশি। জরিপে আরও দেখা যায়, নারী, আদিবাসী এবং প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবা গ্রহণের জন্য দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হতে হচ্ছে, যা তাদের সীমিত আর্থ-সামাজিক সক্ষমতার ওপর অতিরিক্ত বোঝা তৈরি করেছে এবং তাদের প্রান্তিকতাকে আরও বৃদ্ধি করেছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা, শিক্ষা ইত্যাদি খাতে নারী সেবাগ্রহীতাদের উল্লেখযোগ্য হারে দুর্নীতির শিকার হওয়া এসব খাতে নারীদের অংশগ্রহণকে নিরুৎসাহিত করেছে, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীদের প্রত্যাশিত অগ্রগতিকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছে।

জরিপে অনলাইনে ও মিশ্র পদ্ধতির (আংশিক অনলাইনে ও আংশিক সরাসরি উপস্থিত হয়ে) তুলনায় সরাসরি উপস্থিত হয়ে সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার বেশি। তবে বিভিন্ন খাতে ডিজিটাল সেবার আংশিক প্রচলন করা হলেও এসব খাতে দুর্নীতি ও ঘুষের হার থেকে বোঝা যায়, একদিকে ডিজিটাল সেবা অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ, অন্যদিকে ডিজিটালাইজেশন এমনভাবে করা হয়েছে যেন সেবাগ্রহীতাকে মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় ও ক্ষেত্রবিশেষে দালালের ওপর নির্ভর করতে হয়, এবং সেবাগ্রহীতা ঘুষ দিতে বাধ্য হয়। একদিকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ও বিচারসংশ্লিষ্ট সেবায় দুর্নীতি ও ঘুষের উচ্চ হার অব্যাহত রয়েছে, যা সাধারণ জনগণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বড় বাধা, অন্যদিকে কৃষি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ভূমি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পাসপোর্ট এবং বিআরটিএ'র মতো জনগুরুত্বপূর্ণ খাতে উচ্চ দুর্নীতি ও ঘুষ বৃদ্ধি পেয়েছে বা একইরকম রয়েছে, যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে স্বাভাবিক সেবাপ্রাপ্তির অধিকারকে বাধাগ্রস্ত করেছে।

ঘুষ আদায়ের শিকার খানার ৯৮ দশমিক ১ শতাংশ বাধ্য হয়ে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে, অন্যদিকে সেবাদাতার সাথে যোগসাজশে ২৩ দশমিক ১ শতাংশ খানা ঘুষ দিয়েছে বলে জরিপে দেখা যায়। দুর্নীতির কারণ হিসেবে বেশিরভাগ উত্তরদাতা বিচারহীনতা, সচেতনতার অভাব, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব প্রকাশ না করা এবং দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করাকে চিহ্নিত করেছেন। প্রক্রিয়াগত জটিলতা, হয়রানি এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির আশঙ্কায় দুর্নীতির শিকার হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ খানা অভিযোগ জানাতে অনগ্রহ প্রকাশ করেছে। অধিকাংশ খানা (৬১.৩ শতাংশ) মনে করে “সেবা নেওয়ার ব্যবস্থা এরকম, তাই প্রয়োজন মনে করিনি”, যা দুর্নীতির প্রতিষ্ঠানিকীকরণ ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারের ব্যর্থতা প্রমাণ করে। অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি ও ব্যবস্থা সম্পর্কে অর্ধেকের বেশি (৫৩.৩ শতাংশ) খানার কোনো ধারণা নেই। দুদক সম্পর্কে ২৯ দশমিক ৫ শতাংশ এবং অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা (জিআরএস) সম্পর্কে ১ দশমিক ৪ শতাংশ খানার জানা থাকলেও এসব মাধ্যমে অভিযোগ দায়েরের হার খুব কম – দুদকের ক্ষেত্রে এ হার শূন্য দশমিক ৩ শতাংশ ও জিআরএস-এর ক্ষেত্রে শূন্য দশমিক ২ শতাংশ, যা এসব ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থাহীনতার প্রতিফলন। অন্যদিকে, যারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে তাদের ২১ দশমিক ৬ শতাংশ ক্ষেত্রে অভিযোগ গ্রহণ করাই হয়নি, এবং ৫১ শতাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি, যা দুর্নীতি প্রতিকারে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্তদের প্রবল অনীহা ও অব্যবস্থাপনাকে নির্দেশ করে।

জরিপে অংশগ্রহণকারী তথ্যদাতারা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা, তদারকি ও নজরদারি জোরদার করা, দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা এবং অভিযোগ ব্যবস্থাকে আরও সহজলভ্য, কার্যকর ও জনবান্ধব করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাই দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের স্বার্থে আইনের কঠোর, নিরপেক্ষ ও প্রভাবমুক্ত প্রয়োগ, তথ্যের অভিগম্যতা বৃদ্ধি এবং সকল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক জবাবদিহি নিশ্চিত করতে ধারাবাহিক কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যে পর্যায়েরই হোক না কেন, তাদের বিরুদ্ধে ভয় বা পক্ষপাতহীনভাবে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর অগ্রগতি অর্জন এবং তা দীর্ঘমেয়াদে ধরে রাখা সম্ভব হবে না।

এই জরিপের বৈজ্ঞানিক মান ও পদ্ধতিগত উৎকর্ষ নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সাথে কাজ করেছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ প্যানেল। এই প্যানেলের সম্মানিত সদস্য অধ্যাপক সেকান্দার হায়াত খান, অধ্যাপক পিকে. মো. মতিউর রহমান, অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়েব, অধ্যাপক সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন এবং অধ্যাপক এ. কে. এনামুল হকের সুচিন্তিত নির্দেশনা, পরামর্শ ও মতামত জরিপ পদ্ধতি ও তথ্য বিশ্লেষণে সর্বোচ্চ নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করেছে। আমরা তাঁদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

গবেষণা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজটি টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামানের নেতৃত্বে সম্পন্ন করেছেন টিআইবির গবেষক শাহজাদা এম আকরাম, মোহাম্মদ নুরে আলম, মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান সাখিদার, কাওসার আহমেদ ও মুহা. নূরুজ্জামান ফরহাদ। গবেষণা ও জরিপ পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে ও তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের কাজে সহায়তা করেছেন গবেষণা সহকারী মো: জহুরুল ইসলাম, সালমা সিদ্দিকা, মাহমুদা আক্তার পলি, তনিমা আক্তার জীম, মো ইয়াছিন আরাফাত, সাখীহা আলম ও সাদিয়া তাবাসসুম। তাছাড়া, এই খানা জরিপের জন্য সাময়িকভাবে নিযুক্ত ১০৮ জন মাঠ তথ্য সংগ্রহকারী এবং ২৭ জন মাঠ তত্ত্বাবধায়ককে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই বহুমুখি প্রতিকূলতা (বিশেষ করে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অনেক ক্ষেত্রে নিরাপত্তার ঝুঁকি) সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ে সুচারুভাবে জরিপের তথ্য সংগ্রহের কাজটি সফলভাবে শেষ করা সম্ভব হয়েছে। মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত এলাকায় কর্মরত টিআইবির এরিয়া কো-অর্ডিনেটর এবং সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) ও ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস)-এর সদস্যগণ।

গবেষণার মান উন্নত করার জন্য বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান মতামত ও সহযোগিতা প্রদান করার জন্য টিআইবির উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়েরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। গবেষণার প্রতিটি পর্যায়ে পরামর্শ ও প্রতিবেদন উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য গবেষণা ও পলিসি বিভাগের উর্ধ্বতন গবেষণা ফেলোসহ অন্যান্য সদস্য ও অন্যান্য বিভাগের সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। ডেটাবেস তৈরি, ফলাফল ড্যাশবোর্ডে উপস্থাপন ও ইনফোগ্রাফিক্স তৈরি করে সহযোগিতা করার জন্য টিআইবি'র সহকর্মী মাহাবুব আলম, রিফাত রহমান, কে. এম. রফিকুল ইসলাম এবং সামছুদ্দোহা সাফায়েতকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

দুর্নীতিমুক্ত, জবাবদিহিমূলক ও সুশাসিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সরকার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজন জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল ও উপস্থাপিত সুপারিশমালা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন বলে আমরা আশা করছি। টিআইবি সংশ্লিষ্ট সকলের যে কোনো ধরনের সুচিন্তিত ও গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শকে স্বাগত জানাবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা

খানা	একই বাসস্থানে বসবাস করে, একই রান্নায় খাওয়া-দাওয়া করে এবং তাদের মধ্যে একজন খানাপ্রধান হিসেবে স্বীকৃত এমন পরিবারকে এই জরিপে ‘খানা’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
খানাপ্রধান	পরিবারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা পালনকারী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্য কর্তৃক স্বীকৃত ব্যক্তিকে খানাপ্রধান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।
খানার সদস্য	জরিপ করার সময়ের আগে কমপক্ষে ছয়মাস ধরে খানায় অবস্থান করছে এমন ব্যক্তিকে (রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন/গৃহস্থালীর বিশেষ কাজে জড়িত) ঐ খানার সদস্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। স্থায়ীভাবে খানার বাইরে অবস্থান করার পরও নিয়মিত পরিবারের সাথে একত্রিত হয় এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে, সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যের দ্বারা স্বীকৃত, এমন ব্যক্তিকেও খানার সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।
খানার সক্রিয় সদস্য	খানার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখে, খানা বা এর সদস্যদের সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সেবা গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে, এমন সদস্যকে খানার সক্রিয় সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।
সেবা	সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জনগণের আবশ্যিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইন বা বিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট ফি কিংবা ফি ছাড়া সহায়তা বা সহযোগিতা প্রদানের কাজকে সেবা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
সেবাখাত	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণের চাহিদা ও কল্যাণের লক্ষ্যে সরাসরি নাগরিক সুবিধা প্রদান করে, এমন সরকারি ও বেসরকারি খাতকে এ জরিপে সেবাখাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।
দুর্নীতি	এ জরিপে ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে ‘সেবাখাতে ব্যক্তিগত স্বার্থে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার’। এক্ষেত্রে ঘুষ নেওয়া বা ঘুষ দিতে বাধ্য করা ছাড়াও অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ, প্রতারণা, দায়িত্ব পালনে অবহেলা, স্বজনপ্রীতি ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানিকে দুর্নীতির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ বলতে জনগণের অর্থ বা সম্পদ অন্যায়ভাবে কিংবা আইন-বহির্ভূত উপায়ে নিজের আয়ত্তে আনা বা হস্তগত করাকে বোঝানো হয়েছে।
ঘুষ	এ জরিপে ব্যবহৃত ঘুষের সংজ্ঞা হচ্ছে ‘বাধ্য করে অথবা যোগসাজশে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়’। নির্ধারিত ফি’র অতিরিক্ত স্বেচ্ছায় বা বাধ্যতামূলকভাবে প্রদত্ত অর্থ, প্রতারণার মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ এবং আত্মসাৎকৃত অর্থ ইত্যাদি নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেনকে এ জরিপে ঘুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।
দুর্নীতির শিকার	কোনো খানার যে কোনো সদস্য সারা বছরে যে কোনো খাত থেকে সেবা নিতে গিয়ে কমপক্ষে একবার দুর্নীতির শিকার হলে সেই খানাটি দুর্নীতির শিকার হয়েছে বলে এই জরিপে বিবেচনা করা হয়েছে। সেবাহ্রহীতার ক্ষেত্রেও দুর্নীতির শিকার হওয়ার ঘটনা নির্ণয়ে একই পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে।
ঘুষের শিকার	ওপরে বর্ণিত বিভিন্ন নিয়মবহির্ভূত অর্থ যারা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দেয় তাদের ঘুষের শিকার বলে বিবেচনা করা হয়েছে। কোনো খানার যে কোনো সদস্য সারা বছরে যে কোনো খাত থেকে সেবা নিতে গিয়ে কমপক্ষে একবার ঘুষ দিতে বাধ্য হলে, স্বেচ্ছায় ঘুষ দিলে বা যোগসাজশে ঘুষ দিলে সেই খানাটি ঘুষের শিকার হয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়েছে। সেবাহ্রহীতার ক্ষেত্রেও ঘুষের শিকার হওয়ার ঘটনা নির্ণয়ে একই পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে।
প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি	খানার যে কোনো সদস্যের যে কোনো ধরনের শারীরিক/মানসিক প্রতিবন্ধকতা থাকলে তাকে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি হিসেবে এই জরিপে বিবেচনা করা হয়েছে।

বিভিন্ন খাত সংক্রান্ত সেবা

স্বাস্থ্য	কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা সদর হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল, সরকারি মাতৃসদন কেন্দ্র ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের (যেমন: বেসরকারি ক্লিনিক, বেসরকারি হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টার ইত্যাদি) দিমাধ্যমে প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবা এই খাতে অন্তর্ভুক্ত। তবে দুর্নীতির তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কেবল সরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
শিক্ষা	বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি, এমপিওভুক্ত বেসরকারি রেজিস্টার্ড, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) হতে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে ভর্তি, বেতন, পরীক্ষার ফি, পরীক্ষার নিবন্ধন, বই বিতরণ, উপবৃত্তি ও বিবিধ অনুষ্ঠান সংক্রান্ত সেবাগুলোকে বোঝানো হয়েছে। তবে দুর্নীতির তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শুধু সরকারি ও এমপিওভুক্ত বেসরকারি রেজিস্টার্ড শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেবাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা পর্যায় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের সেবা এই জরিপের অন্তর্ভুক্ত।
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদের সকল জনসংশ্লিষ্ট সেবা, যেমন জন্ম নিবন্ধন সনদ, মৃত্যু নিবন্ধন সনদ, নাগরিকত্ব সনদ, চারিত্রিক সনদ, ওয়ারিশ সনদ, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি, জলবায়ু ও দুর্যোগ সহায়তা, বিচার ও সালিশ, হোল্ডিং কর নির্ধারণ ও প্রদান, ট্রেড লাইসেন্স সংক্রান্ত সেবা এবং অন্যান্য সেবাকে বোঝানো হয়েছে।

ভূমি	ভূমিসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, যেমন ভূমি মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও এর রেকর্ড অফিস, এলএ ও এসএ শাখা, জেলা রেজিস্ট্রার অফিস, উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস, সেটেলমেন্ট অফিস এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিস থেকে প্রদত্ত সব ধরনের সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
কৃষি	সার ও বীজ সরবরাহ, সরকারি ভর্তুকি, কৃষি বিষয়ক পরামর্শ ও কৃষি খামার প্রদর্শনীসহ অন্যান্য উপকরণের জন্য সরকারপ্রদত্ত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত হিসেবে থানা পুলিশ, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ট্রাফিক পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ, র‍্যাব, ডিটেক্টিভ ব্রাঞ্চ এবং সিআইডি'র কাছ থেকে প্রাপ্ত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা	একজন বিচারপ্রার্থীর বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলা পরিচালনার জন্য, মামলা ও বিচারকার্য পরিচালনা ও এ সংক্রান্ত সহায়তার সাথে জড়িত সরকারি-বেসরকারি ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে গৃহীত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
বিদ্যুৎ	বিদ্যুৎ বিতরণ প্রতিষ্ঠান, যেমন পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বিপিডিবি, ডেসকো, ডিপিডিসি, ওয়েস্টজোন পাওয়ার কোম্পানিপ্রদত্ত গ্রাহক সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
ব্যাংকিং	সরকারি তফসিলি, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক ও অন্যান্য বিশেষায়িত ব্যাংক এবং বহুজাতিক ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবরক্ষণ, ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণ, ব্যবসায়িক ঋণ গ্রহণ, বাড়ি নির্মাণের জন্য ঋণ গ্রহণ, হিসাব/এলসি খোলা, রেমিট্যান্স উত্তোলন, পে/ম্যানি অর্ডার, কৃষি ঋণ, বয়স্কভাতা/ পেনশনের টাকা উত্তোলন, বিভিন্ন বিল প্রদান এবং অন্যান্য সেবাকে বিবেচনা করা হয়েছে।
কর ও শুল্ক	ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক পর্যায়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর আওতায় আয়কর, ভ্যাট ও শুল্ক প্রদানের ক্ষেত্রে থানা কর্তৃক টিআইএন, ভ্যাট ও বিআইএন নিবন্ধন, আয়কর ও ভ্যাট নির্ধারণ, স্থলবন্দর ও বিমানবন্দরে পণ্যের শুল্ক নির্ধারণ, আমদানিকৃত পণ্যের শুল্ক, ডাক শুল্ক ও ভ্রমণ কর সংক্রান্ত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
এনজিও	উন্নয়ন বা সেবামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত বেসরকারি স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের এনজিও'র গ্রাহক সেবাকে (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মঝারি ঋণ) বোঝানো হয়েছে।
বীমা	সরকারি এবং বেসরকারি সব ধরনের বীমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত জীবন বীমা, স্বাস্থ্য বীমা, আগুন এবং দুর্ঘটনা বীমা, অবসর বীমা প্রভৃতি সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ)	বিআরটিএ হতে রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস সনদ, রুট পারমিট, ট্যাক্স টোকেন, ইন্সুরেন্স নথি জমা, মালিকানা বা ঠিকানা বদল, কোম্পানিতে অন্তর্ভুক্তি, হারানো নথি বা সনদ সংগ্রহ, গাড়ির কাগজপত্র জমা দেওয়া, ড্রাইভিং লাইসেন্স (ড্রাইভিং পরীক্ষায় অংশগ্রহণ, লাইসেন্স সংগ্রহ বা নবায়ন, হারানো লাইসেন্স সংগ্রহ) প্রভৃতি সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
পাসপোর্ট	নতুন পাসপোর্ট করা, নবায়ন করা, পাসপোর্টে তথ্য সংযোজন বা বিয়োজন বা পরিবর্তন সম্পর্কিত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
গ্যাস	গ্যাস সংযোগ বা পুনঃসংযোগ, মেরামত ও বিল সংক্রান্ত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	উপজেলা প্রশাসন, জেলা প্রশাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, উপজেলা/জেলা কৃষি অফিস, উপজেলা/জেলা মৎস্য অফিস, উপজেলা/জেলা পশুসম্পদ অফিস, উপজেলা/জেলা খাদ্য অফিস, সামরিক বাহিনী (সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী), আধা-সামরিক বাহিনী (বিজিবি, কোস্টগার্ড), মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল কার্যালয় কর্তৃক বিতরণকৃত দুর্যোগ সহায়তাকে বোঝানো হয়েছে। এখানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিতরণকৃত দুর্যোগ সহায়তাকে বিবেচনা করা হয়নি।
জাতীয় পরিচয়পত্র	জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) একটি বাধ্যতামূলক নথি যা ১৮ বছর বয়সে পরিণত হলে প্রত্যেক বাংলাদেশী নাগরিককে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে নিবন্ধিত হয়ে সংগ্রহ করতে হয়। নতুন এনআইডি সংগ্রহ, এনআইডি'র তথ্য সংশোধন ইত্যাদি সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
অন্যান্য সেবাখাত/প্রতিষ্ঠান	সুনির্দিষ্ট ১৭টি খাতের বাইরের খাতগুলোকে অন্যান্য নামক একটি আলাদা খাতে যুক্ত করা হয়েছে। মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস), অনলাইন শপিং, ওয়াসা, নির্বাচন কমিশন, ডাক বিভাগ, সমাজসেবা অধিদপ্তর, বিটিসিএল, ডিসি অফিস, ইউএনও অফিসের সেবা প্রভৃতি অন্যান্য খাতের অন্তর্ভুক্ত।

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের পথে দুর্নীতি একটি গুরুতর বাধা। বাংলাদেশে এটি এখন গণমাধ্যম ও সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের আলোচনা ও উদ্বেগের অন্যতম প্রধান বিষয়। রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও কৌশলগত পরিকল্পনায় দুর্নীতি দমনে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, আইনের সঠিক প্রয়োগ এবং শাসনব্যবস্থাকে সবার জন্য-বিশেষত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য-সহজপ্রাপ্য ও কার্যকর করার ওপর জোর দেওয়া হলেও বাস্তব প্রয়োগে সুশাসন নিশ্চিত করতে এখনও নানা চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে।

২০২৪ সালের কর্তৃত্ববাদী সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে (যা জুলাই আন্দোলন নামে অধিক পরিচিত) দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে প্রতিফলিত হয়। যদিও আন্দোলনের তাৎক্ষণিক কারণ ও দাবিগুলো ভিন্ন প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত, তবুও সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রকাঠামোতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দাবি জোরালোভাবে উঠে আসে। এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী ও সাধারণ জনগণ দুর্নীতিকে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম প্রধান সংকট হিসেবে চিহ্নিত করে। তাদের বক্তব্যে উঠে আসে যে, প্রশাসন, শিক্ষা ব্যবস্থা, নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং সেবাখাতে দুর্নীতির বিস্তার মেধা, ন্যায়বিচার ও সমান সুযোগের পথকে বাধাগ্রস্ত করছে। ফলে একটি দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবি আন্দোলনের একটি অন্তর্নিহিত শক্তিতে পরিণত হয়।

রাষ্ট্রীয় ও আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমের নানা স্তরে দুর্নীতি সংঘটিত হয়ে থাকে। রাজনীতি, প্রশাসন ও বেসরকারি খাতের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পারস্পরিক যোগসাজশে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে ক্ষমতার অপব্যবহার, অনৈতিক সুবিধা অর্জন এবং বিপুল অঙ্কের অর্থের অবৈধ লেনদেন ঘটে, যা সামষ্টিক ও ব্যাষ্টিক উভয় পর্যায়েই গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ ধরনের দুর্নীতি সাধারণত বৃহৎ দুর্নীতি হিসেবে পরিচিত। অন্যদিকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণের সময় সেবাগ্রহীতার নানাবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতির সম্মুখীন হয়। এসব সেবার নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত অর্থ আদায়সহ হয়রানি, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদিকে ক্ষুদ্র দুর্নীতি হিসেবে ধরা হয়, যা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে এবং দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের গতিকে ব্যাহত করে।

দুর্নীতি মানব উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক সমতার পথে একটি গুরুতর প্রতিবন্ধক। এটি কেবল সম্পদের সুষম বন্টনকে ব্যাহত করে না, বরং রাষ্ট্রীয় সেবার ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্তিকেও সীমিত করে। বিশেষ করে সেবাখাতে দুর্নীতির প্রভাব আরও গভীর ও প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়, কারণ এখানেই সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আইন-শৃঙ্খলা, ভূমি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবার মতো মৌলিক প্রয়োজনীয়তার জন্য নির্ভরশীল। সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনিয়ম, ঘুষ, অতিরিক্ত অর্থ দাবি কিংবা প্রভাবশালী গোষ্ঠীর হস্তক্ষেপ দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে, যা সামাজিক বৈষম্যকে আরও তীব্র করে তোলে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫^১, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২০২৫^২, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২^৩, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)^৪ এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ৩১ দফাভিত্তিক ‘রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের রূপরেখা’^৫ সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে অঙ্গীকার করা হয়েছে। এছাড়া জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক সনদে অনুস্বাক্ষরের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ।^৬ এছাড়া দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে কৌশলগত পরিকল্পনা ও আইনি কাঠামো বিদ্যমান, যার মূল লক্ষ্য দুর্নীতি হ্রাসের সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা। তবে এসব উদ্যোগের কার্যকর বাস্তবায়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব এখনো প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। এছাড়া ২০১৫ সালে জাতিসংঘ-ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ১৬ শান্তি, ন্যায়বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ এবং এর লক্ষ্য ১৬.৫-এ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল পর্যায়ে দুর্নীতি ও ঘুষ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনার সুস্পষ্ট অঙ্গীকার করা হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জন কেবল প্রশাসনিক সংস্কারের বিষয় নয়; বরং এটি মানব উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

^১ বিস্তারিত দেখুন: <https://www.scribd.com/document/957526183>

^২ বিস্তারিত দেখুন: <https://plandiv.gov.bd/pages/files/694031e1a31054345f0d263e>

^৩ বিস্তারিত দেখুন:

https://plandiv.gov.bd/sites/default/files/files/plandiv.portal.gov.bd/files/2ea72201_007b_4604_a195_581522889b67/শুদ্ধাচার%20কৌশল.pdf

^৪ বিস্তারিত দেখুন: <https://plandiv.gov.bd/pages/files/694031e1a31054345f0d266a>

^৫ বিস্তারিত দেখুন: <https://www.bnepd.org/31-points?language=bn>

^৬ বিস্তারিত দেখুন: https://uncaccoalition.org/the-uncac/about-the-uncac/?utm_source=chatgpt.com

বাংলাদেশ এই বৈশ্বিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইতোমধ্যে বিভিন্ন নীতি, কৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও কার্যকর অগ্রগতি নিশ্চিত করতে নির্ভরযোগ্য তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ অপরিহার্য। এ প্রেক্ষাপটে খানাভিত্তিক জরিপ দুর্নীতির বাস্তব চিত্র তুলে ধরার একটি কার্যকর উপায়। এ ধরনের জরিপের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে দুর্নীতির প্রকৃতি, ধরন, বিস্তৃতি ও তীব্রতা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। এ ধরনের অভিজ্ঞতাভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি দুর্নীতির অদৃশ্য বা অনানুষ্ঠানিক দিকগুলো উদ্ঘাটনে বিশেষভাবে কার্যকর, কারণ অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতির ঘটনা আনুষ্ঠানিকভাবে নথিভুক্ত হয় না বা অভিযোগ হিসেবে উঠে আসে না। এতে দুর্নীতির প্রকৃতি, বিস্তৃতি এবং সেবাখাতভেদে এর পার্থক্য নির্ণয় করা সহজ হয়। ফলে খানার সদস্যদের সরাসরি অভিজ্ঞতা থেকে সংগৃহীত তথ্য বাস্তব পরিস্থিতির একটি ধারণা দেয়, যা নীতি-নির্ধারণ, সেবা ব্যবস্থার সংস্কার এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এ ক্ষেত্রে দেশে দুর্নীতি বিষয়ক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও নিয়মিত তথ্যসূত্র হিসেবে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর দুর্নীতি বিষয়ক খানা জরিপ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এই জরিপের মাধ্যমে সেবাখাতে সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দুর্নীতির প্রবণতা, ধরন ও মাত্রা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। বিভিন্ন সময়ের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোন খাতে দুর্নীতি কমছে বা বাড়ছে, কোথায় ঝুঁকি বেশি এবং কোন জনগোষ্ঠী বেশি ক্ষতিগ্রস্ত-এসব গুরুত্বপূর্ণ দিক চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। তাছাড়া, এই জরিপের তথ্য মানব উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের পথে বিদ্যমান বাধাগুলো শনাক্ত করতে সহায়তা করে। ফলে এটি নীতি-নির্ধারণকদের জন্য প্রমাণনির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে। এর মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধে লক্ষ্যভিত্তিক কৌশল প্রণয়ন, সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সেবা সহজপ্রাপ্য করার উদ্যোগ নেওয়া সহজ হয়। ফলে খানাভিত্তিক এই জরিপ কেবল দুর্নীতির চিত্রই তুলে ধরে না, বরং তা মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ভিত্তিও তৈরি করে। একইসঙ্গে সেবাপ্রদান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর কৌশল গ্রহণ এবং নাগরিকবান্ধব সেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ফলে খানা জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য কেবল বর্তমান পরিস্থিতির প্রতিফলন নয়, বরং টেকসই উন্নয়ন অর্জনের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি সহায়ক হিসেবে বিবেচিত। এই প্রেক্ষাপটে ‘সেবাখাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০২৫’ রাষ্ট্রের দুর্নীতিবিরোধী অঙ্গীকার ও কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সহায়ক হবে এবং সেবাখাতে দুর্নীতির ধরন অনুযায়ী যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি এটি জনগণের মধ্যে দুর্নীতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এ বিষয়ে সোচ্চার ও উদ্বুদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

টিআইবি সেবাখাতে দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা নির্ণয়ে ১৯৯৭ সাল থেকে দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ পরিচালনা করেছে। এ পর্যন্ত দুই থেকে তিন বছর অন্তর মোট দশটি খানা জরিপ পরিচালিত হয়েছে - ১৯৯৭, ২০০২, ২০০৫, ২০০৭, ২০১০, ২০১২, ২০১৫, ২০১৭, ২০২১ এবং ২০২৩ সালে। বর্তমান খানা জরিপটি সেবাখাতে দুর্নীতির ওপর একাদশ জরিপ। এই জরিপের মাধ্যমে ২০২৪ সালের নভেম্বর থেকে শুরু করে ২০২৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশের খানাগুলো বিভিন্ন খাত থেকে সেবা নিতে গিয়ে যে দুর্নীতির শিকার হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে।

১.২ জরিপের উদ্দেশ্য

জরিপের মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের খানাগুলোর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন সেবাখাতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো -

১. সেবাখাত বা প্রতিষ্ঠান হতে বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণে খানাগুলো কোনো দুর্নীতির শিকার হয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করা;
২. বিভিন্ন খাত, উপখাত ও প্রতিষ্ঠানে সেবা নিতে গিয়ে খানাগুলো যে দুর্নীতি বা হয়রানির শিকার হয় তার প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা;
৩. খানাগুলোর আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে দুর্নীতির শিকার হওয়ার মাত্রা বিশ্লেষণ করা; এবং
৪. দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দিক-নির্দেশনামূলক সুপারিশ প্রদান করা।

১.৩ জরিপের আওতা

জরিপে ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে ‘সেবাখাতে ব্যক্তিগত স্বার্থে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার’। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যখন নাগরিকদের কল্যাণে ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত ক্ষমতা বা দায়িত্বকে ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে, তখন সেটি দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে এই জরিপে দুর্নীতির ধারণা কেবল ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি, বরং একে একটি বিস্তৃত সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যারূপে বিবেচনা করা হয়েছে। জরিপে সেবা নিতে গিয়ে সাধারণ জনগণ যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয় সেসব এই জরিপে দুর্নীতির আওতাভুক্ত। এর মধ্যে রয়েছে ঘুষ, জোরপূর্বক অর্থ আদায়, আত্মসাৎ, প্রতারণা, দায়িত্বে অবহেলা, স্বজনপ্রীতি ও প্রভাব বিস্তার। জরিপে ‘বাধ্য করে অথবা যোগসাজশে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়’কে ঘুষের সংজ্ঞা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

জরিপে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী খানাগুলোর সদস্যরা যে ধরনের অনিয়ম, হয়রানি বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদানের সম্মুখীন হয়েছে, সেই বাস্তব অভিজ্ঞতার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। জরিপে সুনির্দিষ্ট ১৭টি সেবাখাত/প্রতিষ্ঠানের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নির্বাচিত খাতগুলো হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ভূমি, কৃষি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা, বিদ্যুৎ, ব্যাংকিং, বিআরটিএ, কর ও শুল্ক, এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ), পাসপোর্ট, বীমা, গ্যাস, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা এবং জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সেবা। উপরোক্ত সুনির্দিষ্ট খাতগুলোর বাইরে অন্যান্য খাত বা প্রতিষ্ঠানে খানার অভিজ্ঞতা চিহ্নিত করার জন্য জরিপের প্রশ্নপত্রে ‘অন্যান্য সেবাখাত’ নামে একটি অংশ সংযোজন করা হয়। অন্যান্য সেবার অওতায় মোবাইল আর্থিক সেবা, ওয়াসা, ডাক বিভাগ, সমাজসেবা অধিদপ্তর, বিটিসিএল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানপ্রদত্ত সেবা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জরিপে খাত নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও আর্থিক নিরাপত্তা বিধানে বিশেষ অবদানের বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে।

১.৪ জরিপ পদ্ধতি ও নমুনায়ন

এই জরিপে সারা দেশের প্রতিনিধিত্বশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রণীত আইএমপিএস (Integrated Multipurpose Sampling Frame–IMPS) ব্যবহার করা হয়েছে। নমুনা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বৈজ্ঞানিক ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি অনুসরণ করে দুই পর্যায়বিশিষ্ট স্তরায়িত গুচ্ছ নমুনায়ন (Two-stage Stratified Cluster Sampling) প্রয়োগ করা হয়, যাতে দেশের ভৌগোলিক ও জনসংখ্যাগত বৈচিত্র্য যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়।

প্রথম পর্যায়ে দেশের আটটি প্রশাসনিক বিভাগকে গ্রাম ও শহরাঞ্চলভিত্তিক মোট ১৬টি স্তরে (strata) বিভক্ত করা হয়েছে। এভাবে স্তরায়নের মাধ্যমে প্রতিটি অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নমুনা নির্বাচন করা হয়, যা জরিপের ফলাফলকে অধিকতর নির্ভুল ও প্রতিনিধিত্বশীল করে তোলে। পরবর্তীতে বিবিএস কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আইএমপিএস ফ্রেমে অন্তর্ভুক্ত মোট ২ হাজার ৭৬৬টি পিএসইউ (Primary Sampling Unit - PSU) থেকে প্রতিটি স্তরের জন্য নির্ধারিত সংখ্যক পিএসইউ দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয়েছে এভাবে সর্বমোট ১ হাজার ১৪৯টি পিএসইউ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, যার মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ৬৬৪টি এবং শহরাঞ্চলে ছিল ৪৮৫টি পিএসইউ।

দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিটি পিএসইউ-তে সমসংখ্যক খানা তালিকাভুক্ত (listing) করা হয়। এই তালিকা তৈরির প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার সকল সম্ভাব্য খানা শনাক্ত করা হয়, যাতে নমুনা নির্বাচন আরও সুস্জ্জল ও পক্ষপাতমুক্ত থাকে। পরবর্তীতে এই তালিকা থেকে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রতিটি স্তর থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক খানা চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয় এবং সেগুলোর ওপর জরিপ পরিচালনা করা হয়।

১.৪.১ নমুনার আকার

নিম্নের সূত্রের মাধ্যমে ৫ শতাংশ ত্রুটির সীমা (Margin of Error) বিবেচনায় প্রতিটি স্তরে নমুনার আকার নির্ধারণ করা হয়েছে।

$$n = \frac{p(1-p)z^2 * \text{design effect}}{e^2}$$

এখানে,

n = নমুনার আকার

p = ০.৭০৯ (২০২১ সালে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হারের অনুপাত)

z = ১.৯৬ (৯৫% confidence interval এ Sample Variate-এর মান)

e = ৫% (স্তর ভিত্তিক Margin of Error)

design effect = ৩

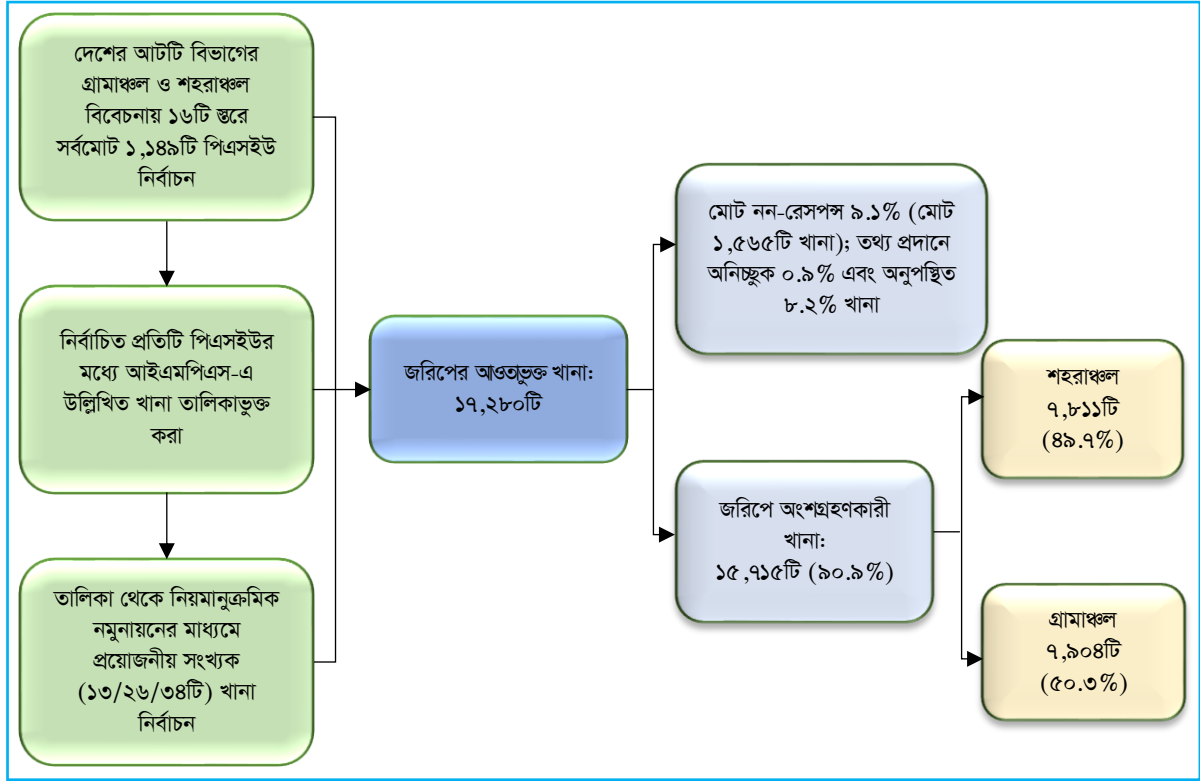
এভাবে নির্ধারিত স্তরপ্রতি নমুনার আকার দাঁড়ায় ৯৫১টি খানা। তবে ১২ শতাংশ তথ্যের অপ্রাপ্ততা (non-response) বিবেচনায় (যেহেতু পূর্ববর্তী খানাতালিকা ব্যবহার করা হবে, তাই এই হার ৪ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১২ শতাংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে) স্তরপ্রতি সর্বনিম্ন নমুনার আকার দাঁড়ায় ৯৯০টি খানা। অর্থাৎ প্রতিটি স্তর হতে সমানসংখ্যক (৯৫১টি) খানা পাওয়ার লক্ষ্যে ১ হাজার ৮০টি খানা জরিপের জন্য নির্বাচনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

১.৪.২ নমুনার বন্টন

প্রতিটি স্তর হতে প্রাথমিকভাবে ১৩টি খানা চূড়ান্তভাবে জরিপের জন্য নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন স্তরে আইএমপিএস ফ্রেম অনুযায়ী পর্যাপ্ত সংখ্যক পিএসইউ না থাকায় উক্ত স্তরগুলোতে নির্ধারিত খানার সংখ্যায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে কোনো কোনো

পিএসইউ হতে ২৬ থেকে ৩৪টি খানা নির্বাচন করা হয়েছে। ফলে রংপুর, ময়মনসিংহ এবং বরিশালের শহরাঞ্চল এলাকাগুলোর পিএসইউ হতে ২৬টি এবং সিলেটের শহরাঞ্চল এলাকাগুলোর পিএসইউ থেকে ৩৪টি করে খানা নির্বাচন করা হয়। এইভাবে প্রতিটি স্তর থেকে ১ হাজার ৮০টি খানা এবং প্রতিটি বিভাগ থেকে ২ হাজার ১৬০টি খানা তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচন করা হয়।

চিত্র ১.১: একনজরে নমুনায়ন পদ্ধতি



১.৪.৩ জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার বন্টন

জাতীয় খানা জরিপ ২০২৫-এ নমুনা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সর্বমোট ১৭ হাজার ২৮০টি খানার তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়, যা জাতীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বশীলতা নিশ্চিত করেছে। তবে মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের সময় মোট ১ হাজার ৫৬৫টি খানা (৯.১%) থেকে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি; এর মধ্যে ১৫০টি খানা (০.৯ শতাংশ) তথ্য প্রদানে অনিচ্ছুক এবং ১ হাজার ৪১৫টি (৮.২ শতাংশ) খানা পরিদর্শনের সময় অনুপস্থিত ছিল। ফলে চূড়ান্তভাবে ১৫ হাজার ৭১৫টি খানায় সফলভাবে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়, যা নির্ধারিত মোট নমুনার ৯০ দশমিক ৯ শতাংশ। এর মধ্যে গ্রাম ও শহরাঞ্চলের খানার সংখ্যা প্রায় সমান, যেখানে গ্রামাঞ্চলে ৭ হাজার ৯০৪টি খানা (৫০.৩ শতাংশ) এবং শহরাঞ্চলে ৭ হাজার ৮১১টি খানা (৪৯.৭ শতাংশ) থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। আটটি প্রশাসনিক বিভাগের গ্রাম ও শহরাঞ্চলভিত্তিক এই স্তরায়িত বিন্যাসের মাধ্যমে জরিপের নমুনা জাতীয় প্রতিনিধিত্বশীলতা নিশ্চিত করেছে এবং পরিসংখ্যানগত মানদণ্ড অনুসারে উচ্চমান বজায় রেখেছে। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই নমুনা কাঠামো থেকে প্রাপ্ত প্রধান সূচক – বিশেষত গত এক বছরে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার – বিশ্বাসযোগ্যতার দিক থেকে সন্তোষজনক। উভয় সূচকের ক্ষেত্রে ত্রুটির সীমা ছিল প্রায় ± 1.6 শতাংশ, যা জরিপের ফলাফলকে নির্ভরযোগ্য ও নীতিনির্ধারণে ব্যবহারযোগ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

সারণি ১.১: জরিপের অন্তর্ভুক্ত খানার বিভাগভিত্তিক বন্টন

বিভাগ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	মোট খানা
ঢাকা	৯৫২	৯৬৮*	১,৯২০
চট্টগ্রাম	৯৮৪	৯৭৭*	১,৯৬১
রাজশাহী	১,০০৪	৯৫১	১,৯৫৫
খুলনা	৯৯২	৯৫৪	১,৯৪৬
বরিশাল	১,০০৫	১,০২১	২,০২৬
রংপুর	৯৮৯	৯৮০	১,৯৬৯
সিলেট	৯৬৯	৯৭৩	১,৯৪২
ময়মনসিংহ	১,০০৯	৯৮৭	১,৯৯৬
মোট খানা	৭,৯০৪	৭,৮১১	১৫,৭১৫

*ঢাকার পিঙ্ক সিটি আবাসন কর্তৃপক্ষ, এবং রাসামাটির কাউন্সিলিতে নিরাপত্তার অজুহাতে স্থানীয় নেতৃত্বের বাধার কারণে মোট দুটি পিএসইউতে জরিপ করা সম্ভব হয়নি

পূর্ববর্তী জরিপগুলোর তুলনায় অধিক নির্ভুল, তুলনায়োগ্য এবং প্রতিনিধিত্বশীল তথ্য নিশ্চিত করতে নমুনা বন্টনের কৌশল পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। এই জরিপে প্রতিটি স্তর (প্রতিটি প্রশাসনিক বিভাগের গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল) থেকে সমানসংখ্যক (equal allocation) খানা নির্বাচন করা হয়েছে। এর ফলে প্রতিটি স্তরের জন্য সমান গুরুত্ব নিশ্চিত হয়েছে এবং বিভিন্ন স্তরের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ আরও কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য হয়েছে। এছাড়া নমুনা কাঠামোর মানোন্নয়নের জন্য বিবিএস প্রণীত সর্বশেষ আইএমপিএস ফ্রেম ব্যবহার করা হয়েছে, যা ২০২২ সালের জনশুমারির ও গৃহগণনার ওপর ভিত্তি করে প্রণীত। এই নতুন ও উন্নত ফ্রেম দেশের বর্তমান জনসংখ্যাগত বাস্তবতা ও ভৌগোলিক বিন্যাসকে আরও সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে। জাতীয় খানা জরিপ ২০২৫ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পিএসইউ এবং সংশ্লিষ্ট খানার সংখ্যা বিবিএস থেকে সরাসরি সংগ্রহ করা হয়েছে, যা নমুনা নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে আরও মানসম্মত এবং বিজ্ঞানসম্মত করেছে।

১.৫ জরিপের সময়কাল

এই খানা জরিপের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম ২০২৫ সালের ১২ নভেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে পরিচালিত হয়। নির্ধারিত এই সময়ের মধ্যে ৬৪টি জেলায় মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ সম্পন্ন করা হয়। জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর কাছ থেকে বিগত এক বছরের (নভেম্বর ২০২৪ থেকে অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত) বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণের অভিজ্ঞতার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

১.৬ জরিপ ব্যবস্থাপনা ও তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ

মাঠপর্যায়ে দক্ষ ও নির্ভরযোগ্যভাবে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিযোগিতামূলক বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জরিপকাজে অভিজ্ঞ ২৭ জন মাঠ তত্ত্বাবধায়ক (ফিল্ড সুপারভাইজার) এবং ১০৮ জন তথ্য সংগ্রহকারী (ফিল্ড এনুমারেটর) নিয়োগ দেওয়া হয়। নির্বাচিত ব্যক্তিদের জন্য ১১ দিনব্যাপী আবাসিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়, যেখানে জরিপের উদ্দেশ্য, প্রশ্নপত্রের কাঠামো, সাক্ষাৎকার গ্রহণের কৌশল এবং নৈতিক দিকসহ টিআইবি'র প্রয়োজনীয় নীতিমালা (মানবসম্পদ নীতিমালা, জেডার নীতিমালা, সুরক্ষা নীতিমালা ইত্যাদি) বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়। প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে দিনব্যাপী ফিল্ড টেস্ট পরিচালিত হয় এবং এর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রশ্নপত্র প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিমার্জন করা হয়। একইসঙ্গে জরিপ পরিচালনার খুঁটিনাটি বিষয়, যেমন উত্তরদাতার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, নিরপেক্ষভাবে প্রশ্ন করা এবং তথ্য যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করার বিষয়ে বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ফিল্ড টেস্ট এবং গবেষক ও পরামর্শক দলের পর্যালোচনার পর খসড়া প্রশ্নমালা জরিপের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।

তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়াকে আধুনিক ও কার্যকর করতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম কোবোটুলবক্স (KoBoToolbox) ব্যবহার করে স্মার্টফোনের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র পূরণ করা হয় এবং সংগৃহীত উপাত্ত টিআইবি'র প্যাক্টিয়প (PACTApp) সার্ভারে সংরক্ষণ করা হয়। এই ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করার ফলে তথ্যের তাৎক্ষণিক যাচাই, ত্রুটি কমানো এবং উপাত্তের মান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। মাঠপর্যায়ে প্রতিটি দলের তত্ত্বাবধায়ক নিজ নিজ দলের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের পাশাপাশি গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করে। জরিপ চলাকালীন পূরণকৃত প্রতিটি প্রশ্নপত্র টিআইবি'র গবেষক দল ও ফিল্ড সুপারভাইজারদের তত্ত্বাবধানে পুনঃযাচাই করা হয়, যাতে তথ্যের নির্ভুলতা ও সামঞ্জস্যতা বজায় থাকে। এক্ষেত্রে গবেষক দল ও ফিল্ড সুপারভাইজার কর্তৃক শতভাগ প্রশ্নপত্রের 'রেকর্ড চেক', ২ দশমিক ৫ শতাংশ প্রশ্নপত্রের 'ব্যাচ চেক', ৪ দশমিক ৫ শতাংশ 'স্পট ও অ্যাকোস্পানি চেক' এবং ৩ শতাংশ প্রশ্নপত্রের টেলিফোন চেক করা হয়।

জরিপ থেকে সংগৃহীত উপাত্তের বিশ্লেষণ টিআইবি'র নিজস্ব গবেষণা দল সম্পন্ন করেছে। গবেষণার বৈজ্ঞানিক মান নিশ্চিত করতে ধারণাপত্র প্রণয়ন থেকে শুরু করে ফলাফল উপস্থাপন পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ছয়জন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সেকান্দর হায়াত খান, পিকে. মো. মতিউর রহমান, মোহাম্মদ শোয়ায়েব ও সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন, যারা সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইন্সটিটিউট (আইএসআরটি)-এর প্রাক্তন বা

বর্তমান অধ্যাপক, এবং এ. কে. এনামুল হক, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)। তাঁদের সক্রিয় দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শের মাধ্যমে জরিপের নকশা, বাস্তবায়ন ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া আরও সমৃদ্ধ ও মানসম্পন্ন হয়েছে।

১.৭ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ

তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য মাঠপর্যায়ে সংগৃহীত প্রশ্নমালার তথ্যসমূহে বিদ্যমান অসামঞ্জস্য, ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা দূর করা এবং বিশ্লেষণের জন্য উপযোগী একটি পরিশুদ্ধ ডেটাসেট তৈরি করা। এ জন্য তথ্য পুনঃযাচাই, সম্পাদনা (editing), রিকোডিং (recoding) এবং ক্লিনিং (cleaning)-এর বিভিন্ন ধাপ অনুসরণ করা হয়, যাতে উপাত্তের গুণগত মান নিশ্চিত করা যায়। জরিপের উপাত্ত বিশ্লেষণে বিভিন্ন পরিসংখ্যানিক সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন স্টাটা (STATA), এসপিএসএস (SPSS), এমএস এক্সেল (MS Excel) ইত্যাদি। এসব সফটওয়্যারের সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে উপাত্ত ব্যবস্থাপনা (data management), পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ এবং ফলাফল উপস্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হয়। বিশ্লেষণের প্রতিটি ধাপে নমুনাভুক্ত খানাগুলোর নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা বিবেচনায় নিয়ে ‘ডিজাইন-ভিত্তিক’ (design-based) প্রাক্কলন (estimation) নিরূপণের জন্য উপযুক্ত পরিসংখ্যানিক ভর^৭ (weight) প্রয়োগ করা হয়েছে। এর ফলে প্রাপ্ত ফলাফলগুলো জাতীয় পর্যায়ে সাধারণীকরণযোগ্য (generalizable) এবং প্রতিনিধিত্বশীল (representative) হয়েছে।

বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় প্রধানত বিভিন্ন সূচক ও চলকের শতকরা হার (percentage) এবং গড় (mean) নির্ণয় করা হয়েছে, যা সেবাখাতে দুর্নীতির বিস্তৃতি ও প্রকৃতি বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক। পাশাপাশি জরিপে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সেবা গ্রহণের সময় বাংলাদেশের মোট খানার ওপর ভিত্তি করে সামগ্রিক ও খাতভিত্তিক ঘুষের পরিমাণের প্রাক্কলন করা হয়েছে।^৮ প্রাক্কলনসমূহের নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য খাতভিত্তিক Standard Error (SE)^৯ নির্ণয় করা হয়েছে। তাছাড়া দুর্নীতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একটি খানার যে কোনো সদস্য যে কোনো খাত থেকে সেবা গ্রহণকালে যদি একবার ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেয় বা অন্যান্য ধরনের দুর্নীতির শিকার হয় তাহলে সেই খানাকে দুর্নীতির শিকার হয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়েছে। তদুপরি, পরিসংখ্যানিক ভর নির্ধারণ ও গড় হিসাবের ক্ষেত্রে তুলনামূলক আধুনিক ও উন্নত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, যা বিশ্লেষণের নির্ভুলতা বৃদ্ধি করেছে।

১.৮ জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ নির্ণয় পদ্ধতি

জাতীয়ভাবে মোট ঘুষের প্রাক্কলন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পর্যায়গুলো অনুসরণ করা হয় -

১. প্রথমত, সার্বিকসহ প্রতিটি খাতে খানাপ্রতি গড় ঘুষ নির্ণয় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে যতগুলো খানা সারা বছরে কোনো না কোনো খাত থেকে একবারও সেবা গ্রহণ করে থাকলে সেই খানার সংখ্যাকে ‘হর’ ধরা হয়েছে।
২. দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জনশুমারি ও গৃহগণনা, ২০২২ অনুযায়ী খানার সংখ্যা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের ওপর ভিত্তি করে জরিপের বিবেচ্য সময়ে খানার সংখ্যা প্রাক্কলন করা হয়েছে যা ৪ কোটি ৭৫ লাখ।
৩. সর্বশেষে, প্রাক্কলিত খানার সংখ্যাকে গড় ঘুষ দ্বারা গুণ করে প্রাথমিক প্রাক্কলন করা হয়েছে, এবং পরবর্তীতে জরিপের সেবাহীনতা খানার হার দিয়ে গুণ করে চূড়ান্ত প্রাক্কলন করা হয়েছে।
 - সার্বিক বা খাতভিত্তিক গড় = মোট ঘুষ/মোট সেবাহীনতা খানা
 - প্রাথমিক প্রাক্কলন = গড় ঘুষ x প্রাক্কলিত খানার সংখ্যা
 - চূড়ান্ত প্রাক্কলন = প্রাথমিক প্রাক্কলন x সেবাহীনতা খানার হার (service interaction)

^৭ $P1 = \text{Number of HH surveyed (13-34)} / \text{Number of HH listed (50-205)}$, $P2 = \text{Sample PSU per strata (31-83)/Number of IMPS PSU given by BBS (31-392)}$, $P3 = \text{number of IMPS PSU given by BBS (31-392)/Population PSU-estimated (4368-54930)}$, $P = P1 * P2 * P3$, $W1 = 1/P$, $W2 = \text{Weight based on non-response rate}$, $W = W1 * W2$; পরবর্তীতে বিশ্লেষণের সময় খানাগুলোকে ভর দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়।

^৮ প্রথমে ভর দিয়ে খানাপ্রতি গড় ঘুষ প্রাক্কলন করা হয় এবং গড় ঘুষকে মোট খানা দিয়ে গুণ করা হয়। সর্বশেষ পর্যায়ে সেবা গ্রহণের অনুপাত দিয়ে গুণ করে মোট ঘুষ প্রাক্কলন করা হয়।

^৯ সমগ্র population থেকে তথ্য নিয়ে proportion বের করা হলে তা প্রকৃত মান প্রকাশ করে। কিন্তু population থেকে প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনায়ন করায় প্রাপ্ত proportion-এর একটি আনুমানিক মান পাওয়া যায় যা প্রকৃত মান থেকে কম-বেশি হতে পারে। নমুনা থেকে প্রাপ্ত এই আনুমানিক পার্থক্য পরিসংখ্যানের পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিমাপ করা হয় যা SE নামে পরিচিত।

অধ্যায় ২: খানা ও তথ্যদাতার আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য

২.১ খানার বৈশিষ্ট্য

এই জরিপে একই বাসস্থানে বসবাস করে, একই রান্নায় খাওয়া-দাওয়া ও পরিবারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে এবং তাদের মধ্যে একজনকে খানাপ্রধান হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এমন পরিবারকে এই জরিপে ‘খানা’ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। একই পরিবারে অবস্থান করছে এবং ছয়মাস ধরে একই রান্নায়/হাঁড়িতে আহার গ্রহণ করেছে এরূপ ব্যক্তির (আত্মীয়-স্বজন এবং গৃহস্থালীর কাজে জড়িত) খানার সদস্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য -

- ১) ওপরে বর্ণিত শর্ত অনুযায়ী গৃহপরিচারিকা, বাড়ির লজিং মাস্টার, দোকানের কর্মচারী ইত্যাদি ব্যক্তির আওতা খানার সদস্য হিসেবে বিবেচিত।
- ২) পরিবারের কোনো সদস্য যদি স্থায়ী/অস্থায়ীভাবে খানার বাইরে অবস্থান করে, কিন্তু খানার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও আর্থিক কারণে খানার ওপর নির্ভরশীল হয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখে (যেমন কোনো সেবা গ্রহণকালে খানা অর্থ ব্যয় করবে কিনা) এবং সেইসাথে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা খানার সদস্য হিসেবে স্বীকৃত হয়, এমন ব্যক্তিকেও বর্তমান জরিপে খানার সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।
- ৩) পরিবারের কোনো সদস্য যদি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে কিন্তু সে তার পরিবারসহ দেশের ভিন্ন কোনো স্থানে অথবা দেশের বাইরে অবস্থান করে তাহলে সেই সদস্য খানার সদস্য বলে বিবেচিত হয়নি। যেমন, খানার কোনো সদস্য তার পরিবারসহ ঢাকায় অবস্থান করছে এবং গ্রামে তার মা-বাবাকে টাকা পাঠায়, এক্ষেত্রে গ্রামের মা-বাবার কাছে যদি তথ্য সংগ্রহ করতে যাওয়া হয় তাহলে ঢাকায় অবস্থানরত ব্যক্তিটি ও তার পরিবারের সদস্যরা উক্ত খানার সদস্য বলে বিবেচিত হয়নি।
- ৪) খানার কোনো সদস্য যদি কোনো হোস্টেলে বা কোনো প্রতিষ্ঠানে আবাসিক থেকে পড়ালেখা করে অথবা চাকরি বা ভর্তি পরীক্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে খানার বাইরে অবস্থান কওে, তাহলে তিনি খানার সদস্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে গত ছয় মাসে এক হাঁড়িতে খেয়েছেন কিনা এ ব্যাপারটি বিবেচিত হয়নি।
- ৫) কোনো পরিবারের বাবা-মা যদি সন্তানদের পরিবারের সাথে পালাক্রমে থাকে, এক্ষেত্রে গত এক বছরের মধ্যে যদি ছয়মাস কোনো পরিবারের সাথে থাকে তাহলে ওই পরিবারের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। যদি এর কম সময় অবস্থান করে অর্থাৎ দুইমাস অথবা তিনমাস করে পালাক্রমে অবস্থান করে তাহলে সে পরিবার সদস্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি, বরং অতিথি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

এই জরিপে খানায় অবস্থান করে খানার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখে, খানা বা এর সদস্যদের সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সেবা গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে - এ ধরনের সদস্যকে খানার সবচেয়ে সক্রিয় সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

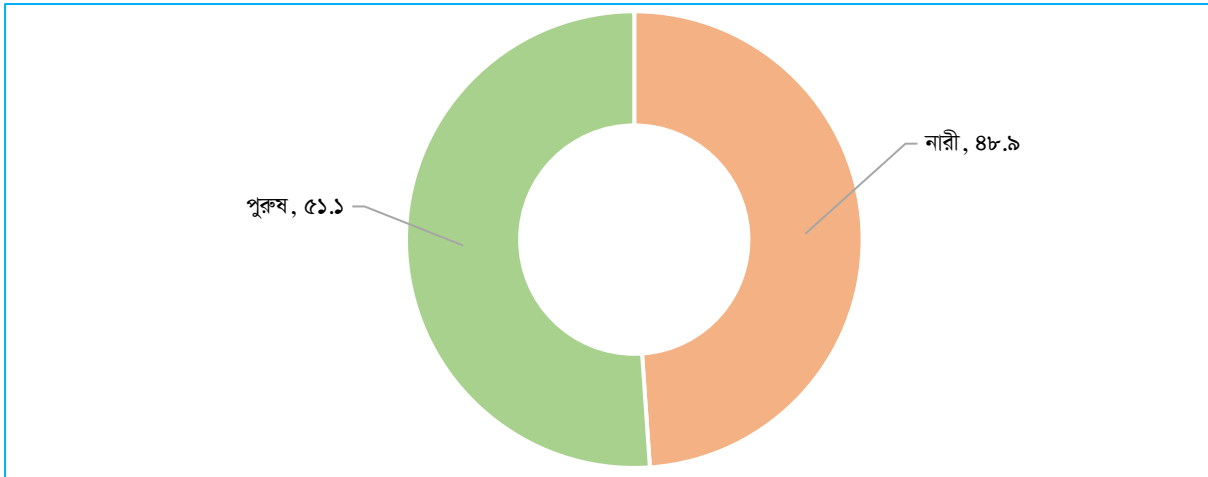
২.১.১. খানার আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য

জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, খানাগুলোর নারী-পুরুষের শতকরা হার যথাক্রমে ৪৮ দশমিক ৯ শতাংশ এবং ৫১ দশমিক ১ শতাংশ (চিত্র ২.১), যা জাতীয়ভাবে নারী ও পুরুষের হারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।^{১০} জরিপকৃত খানার গড় সদস্য সংখ্যা ৪ দশমিক ৬ জন, গ্রামাঞ্চলে ৪ দশমিক ৬ জন এবং শহরাঞ্চলে ৪ দশমিক ৫ জন। খানার সদস্যদের গড় বয়স প্রায় ২৯ বছর, এর মধ্যে নারীদের গড় বয়স প্রায় ২৯ এবং পুরুষের গড় বয়স ৩০ বছর।^{১১} জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৭ দশমিক ৫ শতাংশ খানায় কমপক্ষে একজন প্রতিবন্ধিতাসহ সদস্য রয়েছে।

^{১০} এছাড়া তৃতীয় লিঙ্গ শূন্য দশমিক ০১ শতাংশ।

^{১১} জাতীয়ভাবে নারী, পুরুষ এবং তৃতীয় লিঙ্গের শতকরা হার যথাক্রমে ৫০ দশমিক ৪৫ শতাংশ, ৪৯ দশমিক ৫৮ শতাংশ ও শূন্য দশমিক ০১ শতাংশ (বিবিএস, জনগণনা ও গৃহগণনা ২০২২, নভেম্বর ২০২৩, <https://objectstorage.ap-dcc-gazipur-1.oraclecloud15.com/n/axvjbnpqprylg/b/V2Ministry/o/office-bbs/2024/12/ad6c94d02722448f92690a27c4313ec9.pdf>); এবং গড় সদস্য সংখ্যা ৪ দশমিক ২৬ জন (বিবিএস, খানার আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২, ডিসেম্বর ২০২৩, <https://objectstorage.ap-dcc-gazipur-1.oraclecloud15.com/n/axvjbnpqprylg/b/V2Ministry/o/office-bbs/2024/12/22b6e770f6a84cd9a48ff636ae506818.pdf>)।

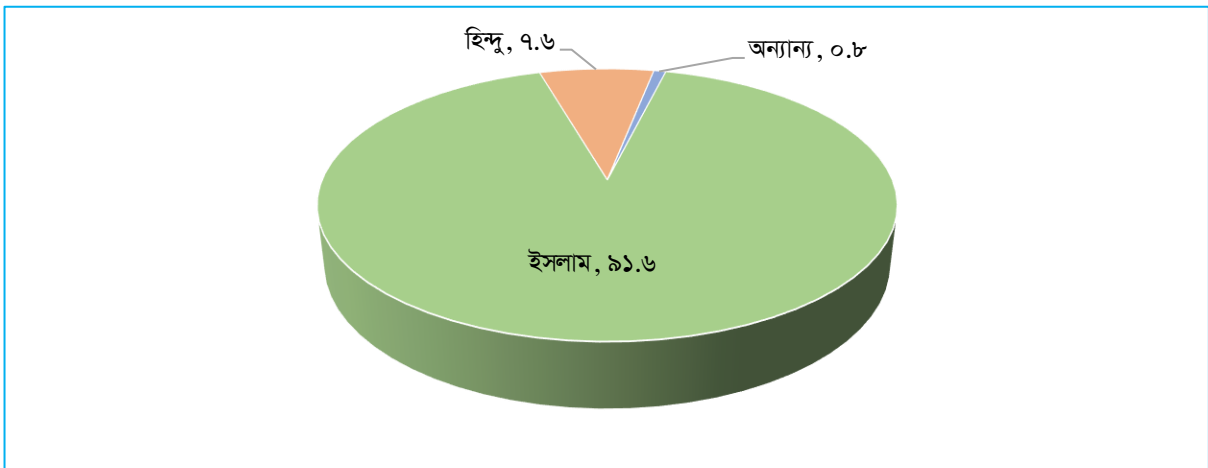
চিত্র ২.১: খানার সদস্যদের লিঙ্গ (%)



২.২ খানাপ্রধানের ধর্ম ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

জরিপে অংশগ্রহণকারী ৯১ দশমিক ৬ শতাংশ খানাপ্রধান ইসলাম ধর্মাবলম্বী, ৭ দশমিক ৬ শতাংশ হিন্দু/সনাতন ধর্মাবলম্বী এবং শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ অন্যান্য (বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান) (চিত্র ২.২)। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের বিবিএস-এর জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুযায়ী বাংলাদেশে ইসলাম, হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোক সংখ্যার হার যথাক্রমে ৯১ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ, ৭ দশমিক ৬ শতাংশ ও শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ।^{২২}

চিত্র ২.২: খানা প্রধানের ধর্ম (%)



জরিপে জাতীয়ভাবে ৯৮ দশমিক ৮ শতাংশ খানাপ্রধান বাঙালি, ১ শতাংশ খানাপ্রধান আদিবাসী এবং শূন্য দশমিক ২ শতাংশ অন্যান্য (বিশেষ করে, আটকে পড়া পাকিস্তানি/বিহারী) জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত (সারণি ২.১)।^{২৩}

সারণি ২.১: খানাপ্রধানের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় (%)

খানাপ্রধানের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়	জাতীয়	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
বাঙালি	৯৮.৮	৯৮.৭	৯৯.০
আদিবাসী	১.০	১.৩	০.৫
অন্যান্য (আটকে পড়া পাকিস্তানি/বিহারী)	০.২	০.০১	০.৫

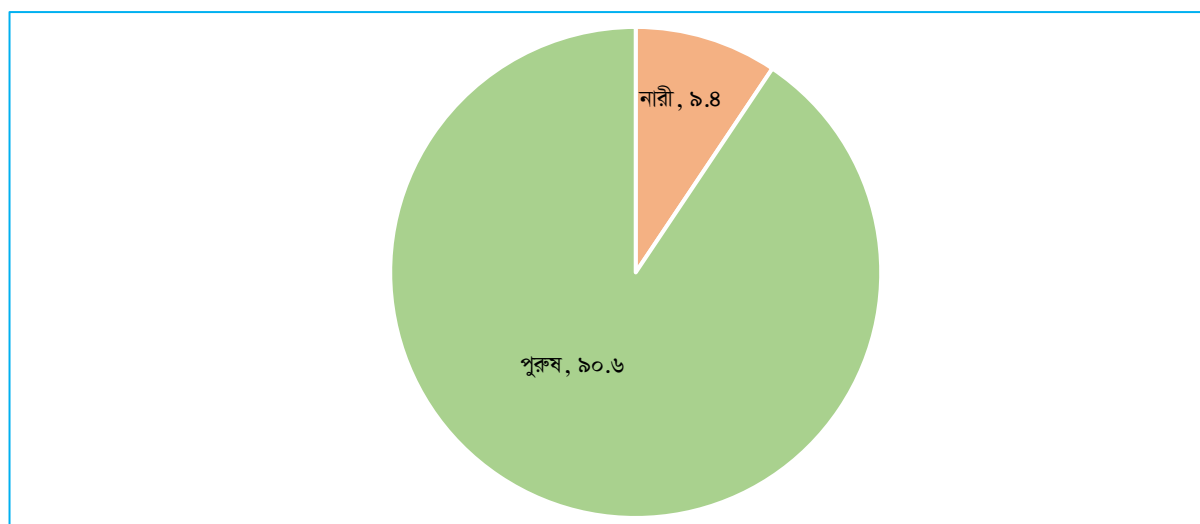
^{২২} বিবিএস, জনশুমারি ও গৃহগণনা প্রতিবেদন, ২০২২, সর্বশেষ ভিজিট: ১৫ নভেম্বর ২০২৩।

^{২৩} জাতীয়ভাবে খানার ৯৯ দশমিক শূন্য এক শতাংশ বাঙালি এবং শূন্য দশমিক ৯৯ শতাংশ অন্যান্য নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী (বিবিএস, জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২, পৃষ্ঠা ৬৭)।

২.৩ খানাপ্রধানের বয়স, লিঙ্গ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা

জরিপকৃত খানাগুলোর খানাপ্রধানের গড় বয়স ৪৮ বছর; এর মধ্যে নারীদের গড় বয়স ৫২ বছর এবং পুরুষদের গড় বয়স ৪৮ বছর। জরিপকৃত খানাগুলোর শূন্য দশমিক ১ শতাংশ খানাপ্রধানের বয়স ১৮ বছরের নিচে^{১৪}, ২০ দশমিক ৩ শতাংশ খানাপ্রধানের বয়স ১৮-৩৫ বছরের মধ্যে, ২৮ দশমিক ১ শতাংশ ৩৬-৪৫ বছরের মধ্যে, ২২ দশমিক ২ শতাংশ ৪৬-৫৫ বছরের মধ্যে, ১৮ দশমিক ৬ শতাংশ ৫৬-৬৫ বছরের মধ্যে, এবং ১০ দশমিক ৮ শতাংশ খানাপ্রধানের বয়স ৬৫ বছরের উর্ধ্বে। জরিপকৃত খানাগুলোর ৯০ দশমিক ৬ শতাংশ খানাপ্রধান পুরুষ এবং ৯ দশমিক ৪ শতাংশ নারী।

চিত্র ২.৩: খানাপ্রধানের লিঙ্গ (%)



শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে দেখা যায়, সর্বাধিক (৩৩.৬ শতাংশ) খানাপ্রধান প্রাথমিক/ইবতেদায়ী/সানী/তাইসির স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। মাধ্যমিক/দাখিল/কাফিয়া স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে ১০ দশমিক ৩ শতাংশ খানাপ্রধান। এছাড়া ২৩ দশমিক ৪ শতাংশ খানাপ্রধান স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন/স্বশিক্ষিত এবং ১২ দশমিক ২ শতাংশ খানাপ্রধান নিরক্ষর (সারণি ২.২)। নারী খানাপ্রধানদের ২৪ দশমিক ২ শতাংশ শিক্ষার প্রাথমিক স্তর সম্পন্ন করেছে, ৬ দশমিক ৩ শতাংশ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। এছাড়া নারী খানাপ্রধানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৩০ দশমিক ৮ শতাংশ স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন/স্বশিক্ষিত এবং ২৫ দশমিক ৪ শতাংশ নিরক্ষর। অপরদিকে পুরুষ খানাপ্রধানদের ৩৪ দশমিক ৬ শতাংশ প্রাথমিক স্তর, ১০ দশমিক ৭ শতাংশ মাধ্যমিক স্তর এবং ২ দশমিক ৪ শতাংশ স্নাতকোত্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। এছাড়া পুরুষ খানাপ্রধানদের ২২ দশমিক ৭ শতাংশ স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন/স্বশিক্ষিত এবং ১০ দশমিক ৮ শতাংশ নিরক্ষর।

সারণি ২.২: খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা (%)

শিক্ষাগত যোগ্যতা	জাতীয়	নারী	পুরুষ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
নিরক্ষর	১২.২	২৫.৪	১০.৮	১৩.৩	৯.৮
সাক্ষর/স্বশিক্ষিত	২৩.৪	৩০.৮	২২.৭	২৪.৭	২০.৭
প্রাক-প্রাথমিক/মক্তব	১০.২	৯.৯	১০.৩	১০.৮	৯.০
প্রাথমিক/ইবতেদায়ী/সানী/তাইসির	৩৩.৬	২৪.২	৩৪.৬	৩৩.০	৩৪.৯
মাধ্যমিক/দাখিল/কাফিয়া	১০.৩	৬.৩	১০.৭	৯.৭	১১.৬
উচ্চ মাধ্যমিক/আলিম	৪.৮	১.৮	৫.১	৪.৩	৬.০
ডিপ্লোমা	০.৩	০.০	০.৩	০.২	০.৪
স্নাতক (সম্মান)/ফাজিল/মেক্সাত	৩.০	১.২	৩.২	২.৪	৪.৪
স্নাতকোত্তর/কামিল/দাওরা ও তদুর্ধ্ব	২.২	০.৪	২.৪	১.৭	৩.২

গ্রামাঞ্চলের সবচেয়ে বেশি ৩৩ শতাংশ খানাপ্রধান প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে, যেখানে শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে এ হার ৩৪ দশমিক ৯ শতাংশ। স্নাতকোত্তর/কামিল/দাওরা ও তদুর্ধ্ব ডিগ্রি সম্পন্ন করেছে শহরাঞ্চলে ৩ দশমিক ২ শতাংশ এবং গ্রামাঞ্চলের ১

^{১৪} সাধারণত খানাপ্রধানের বয়স ১৮ বছর বা তদুর্ধ্ব হয়ে থাকে। তবে পিতা-মাতা বা অভিভাবকের মৃত্যু, বিচ্ছেদ বা দীর্ঘমেয়াদি অনুপস্থিতি, বিদেশে অবস্থান, পরিবারে অন্য কোনো প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যের অনুপস্থিতি অথবা অপ্রাপ্তবয়স্ক সদস্যের ওপর পরিবারের ভরণ-পোষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব বর্তানোর কারণে ১৮ বছরের নিচের কোনো সদস্য খানাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকারীকে জরিপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দশমিক ৭ শতাংশ খানাপ্রধান। এছাড়া শহরাঞ্চলের ২০ দশমিক ৭ শতাংশ খানাপ্রধান সাক্ষর/স্বশিক্ষিত এবং ৯ দশমিক ৮ শতাংশ নিরক্ষর, যা গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ২৪ দশমিক ৭ শতাংশ এবং ১৩ দশমিক ৩ শতাংশ।

২.৪ খানাপ্রধানের পেশা

জরিপে সবচেয়ে বেশি ১৯ দশমিক ২ শতাংশ খানাপ্রধানের পেশা কৃষি কর্ম, ১৭ দশমিক ৩ শতাংশ খানাপ্রধান ব্যবসায়ী (ক্ষুদ্র, মাঝারী ও বৃহৎ), ১৩ দশমিক ৩ শতাংশ দিনমজুর/ক্ষেতমজুর এবং ৯ দশমিক ১ শতাংশ বেসরকারি চাকরিজীবী (সারণি ২.৩)। এছাড়া ৬ দশমিক ৪ শতাংশ খানাপ্রধান প্রবাসী, ৪ দশমিক ৭ শতাংশ বেকার এবং ৪ দশমিক ৩ শতাংশ অবসরপ্রাপ্ত।

সারণি ২.৩: খানাপ্রধানের পেশা (%)

পেশা	জাতীয়	নারী	পুরুষ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
কৃষি	১৯.২	১.৫	২১.১	২৩.৭	৯.৫
ব্যবসা	১৭.৩	২.৭	১৮.৮	১৪.৮	২২.৬
দিনমজুর/ক্ষেতমজুর	১৩.৩	৪.৭	১৪.২	১৪.৫	১০.৭
বেসরকারি চাকরি	৯.১	৪.৩	৯.৬	৬.৬	১৪.৫
পরিবহন শ্রমিক	৭.১	০.১	৭.৮	৬.৫	৮.৩
গৃহকর্ম	৭.০	৭২.৪	০.২	৬.৬	৭.৯
প্রবাসী	৬.৪	০.৫	৭.০	৭.৩	৪.৫
রাজমিস্ত্রি/কাঠমিস্ত্রি	৬.০	০.৪	৬.৬	৫.৯	৬.৩
বেকার	৪.৭	৩.৭	৪.৮	৫.০	৪.৩
অবসরপ্রাপ্ত	৪.৩	৩.২	৪.৪	৪.১	৪.৮
সরকারি চাকরি	১.৩	০.১	১.৫	১.১	১.৯
জেলে/কামার/কুমার/তাঁতি/কুটির শিল্প/হস্তশিল্প ইত্যাদি	১.২	০.১	১.৩	১.৩	০.৮
শিক্ষকতা*	০.৯	০.৫	০.৯	০.৯	১.০
পেশাজীবী (আইনজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি)	০.৫	০.২	০.৫	০.৫	০.৬
অন্যান্য**	১.৭	৫.৫	১.৩	১.৩	২.৪

*শিক্ষকতা (সরকারি ও বেসরকারি) ও পেশাজীবী বাদে।

**ইমাম/পুরোহিত/ধর্মগুরু/দর্জি/শিক্ষার্থী/পরিচ্ছন্নতা কর্মী ইত্যাদি।

খানাপ্রধানের লিঙ্গভেদে দেখা যায়, নারী খানাপ্রধানদের অধিকাংশ (৭২.৪ শতাংশ) গৃহকর্মের সাথে জড়িত। এছাড়া ৪ দশমিক ৭ শতাংশ দিনমজুর/ক্ষেতমজুর, ৪ দশমিক ৩ শতাংশ বেসরকারি চাকরিজীবী এবং ২ দশমিক ৭ শতাংশ ব্যবসার (ক্ষুদ্র, মাঝারী ও বৃহৎ) সাথে জড়িত। অপরদিকে পুরুষ খানাপ্রধানদের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ২১ দশমিক ১ শতাংশ কৃষি, ১৮ দশমিক ৮ শতাংশ ব্যবসা (ক্ষুদ্র, মাঝারী ও বৃহৎ), ১৪ দশমিক ২ শতাংশ দিনমজুর/ক্ষেতমজুর এবং ৯ দশমিক ৬ শতাংশ বেসরকারি চাকরিজীবী। অঞ্চলভেদে খানাপ্রধানের পেশা বিশ্লেষণে দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলের খানাপ্রধানদের প্রায় এক চতুর্থাংশ (২৩.৭ শতাংশ) কৃষি কর্মে জড়িত - এ হার শহরাঞ্চলের খানাপ্রধানদের ক্ষেত্রে ৯ দশমিক ৫ শতাংশ। অপরদিকে শহরাঞ্চলের ২২ দশমিক ৬ শতাংশ খানাপ্রধানের পেশা ব্যবসা (ক্ষুদ্র, মাঝারী ও বৃহৎ); এ হার গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে ১৪ দশমিক ৮ শতাংশ। এছাড়া শহরাঞ্চলের খানাপ্রধানদের ১৪ দশমিক ৫ শতাংশ বেসরকারি চাকরিজীবী; এ হার গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে ৬ দশমিক ৬ শতাংশ।

২.৫ তথ্যদাতার বৈশিষ্ট্য

এই জরিপে মূলত খানাপ্রধানের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হলেও সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় খানাপ্রধান অনুপস্থিত থাকলে খানার সবচেয়ে সক্রিয় সদস্যের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। খানার সবচেয়ে সক্রিয় সদস্য বলতে বোঝানো হয়েছে সেই সদস্যকে যে খানার সকল কর্মকাণ্ড, বিশেষ করে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সেবা গ্রহণের বিষয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করে এবং সুস্পষ্ট ধারণা রাখে। তথ্যদাতাদের মধ্যে খানাপ্রধান ৪৫ দশমিক ৫ শতাংশ, সক্রিয় সদস্য ৫৪ দশমিক ৪ শতাংশ এবং গুণ্য দশমিক ১ শতাংশ অন্যান্য সদস্য। জরিপে প্রায় ৫৭ দশমিক ২ শতাংশ তথ্যদাতা নারী এবং ৪২ দশমিক ৮ শতাংশ খানার তথ্যদাতা পুরুষ সদস্য (সারণি ২.৪)।

সারণি ২.৪: অঞ্চলভেদে তথ্যদাতার ধরন (%)

তথ্যদাতার ধরন	জাতীয়	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
নারী	৫৭.২	৫৬.৪	৫৮.৯
পুরুষ	৪২.৮	৪৩.৬	৪১.১

জরিপে তথ্যদাতাদের বয়সের গড় ৪৩ বছর - এক্ষেত্রে নারী তথ্যদাতাদের বয়সের গড় ৩৯ বছর এবং পুরুষ তথ্যদাতাদের বয়সের গড় ৪৮ বছর। নারী তথ্যদাতাদের ক্ষেত্রে ৪২ দশমিক ৫ শতাংশের বয়স ২১-৩৫ বছর, ২৭ দশমিক ৫ শতাংশের বয়স ৩৬-৪৫

বছর এবং ১৫ দশমিক ২ শতাংশের বয়স ৪৬-৫৫ বছর। পুরুষ তথ্যদাতাদের ক্ষেত্রে ২২ দশমিক ৭ শতাংশের বয়স ২১-৩৫ বছর, ২৩ দশমিক ৭ শতাংশের বয়স ৩৬-৪৫ বছর এবং ২০ দশমিক ৭ শতাংশের বয়স ৪৬-৫৫ বছরের মধ্যে। অপরদিকে গ্রামাঞ্চলের তথ্যদাতাদের ৩৩ দশমিক ৩ শতাংশের বয়স ২১-৩৫ বছর, শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে এ হার ৩৫ দশমিক ৬ শতাংশ। এছাড়া গ্রামাঞ্চলের তথ্যদাতাদের ২৫ দশমিক ৭ শতাংশের বয়স ৩৬-৪৫ বছর, এ হার শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে ২৬ দশমিক ২ শতাংশ।

সারণি ২.৫: লৈঙ্গিক ও অঞ্চলভেদে তথ্যদাতাদের বয়স (%)

বয়স	জাতীয়	নারী	পুরুষ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
২০ বছর বা তার নিচে	২.৮	৩.৬	১.৭	২.৬	৩.৩
২১ - ৩৫ বছর	৩৪.০	৪২.৫	২২.৭	৩৩.৩	৩৫.৬
৩৬ - ৪৫ বছর	২৫.৯	২৭.৫	২৩.৭	২৫.৭	২৬.২
৪৬ - ৫৫ বছর	১৭.৬	১৫.২	২০.৭	১৭.৭	১৭.৩
৫৬ - ৬৫ বছর	১২.৯	৮.৪	১৯.০	১৩.৫	১১.৭
৬৬ বছর বা তদুর্ধ্ব	৬.৮	২.৮	১২.১	৭.২	৫.৯
গড় বয়স	৪৩ বছর	৩৯ বছর	৪৮ বছর	৪৩ বছর	৪২ বছর

২.৬ তথ্যদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা

জরিপে তথ্যদাতাদের ৩৮ দশমিক ৮ শতাংশ প্রাথমিক/সমমান এবং ১১ দশমিক ৫ শতাংশ মাধ্যমিক/সমমান শিক্ষা স্তর পর্যন্ত পড়ালেখা করেছে (সারণি ২.৬)। এছাড়া তথ্যদাতাদের ১৯ দশমিক ৯ শতাংশ সাক্ষর/স্বশিক্ষিত এবং ৯ দশমিক ৭ শতাংশ নিরক্ষর। তথ্যদাতাদের মাত্র ২ দশমিক ১ শতাংশ স্নাতক/সমমান এবং শূন্য দশমিক ২ শতাংশ স্নাতকোত্তর/সমমান স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। লিঙ্গভেদে তথ্যদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণে দেখা যায়, নারী তথ্যদাতাদের ৪৩ দশমিক ৮ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষার স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে এ হার পুরুষ তথ্যদাতাদের ক্ষেত্রে ৩২ দশমিক ২ শতাংশ। এছাড়া নারী তথ্যদাতাদের ১১ দশমিক ৬ শতাংশ মাধ্যমিক এবং মাত্র ১ দশমিক ১ শতাংশ স্নাতক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। তবে তথ্যদাতা নারীদের মধ্যে নিরক্ষরের হার ৮ দশমিক ৮ শতাংশ, যা পুরুষ তথ্যদাতাদের ক্ষেত্রে ১০ দশমিক ৮ শতাংশ।

সারণি ২.৬: লিঙ্গ ও অঞ্চলভেদে তথ্যদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা (%)

শিক্ষাগত যোগ্যতা	জাতীয়	নারী	পুরুষ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
নিরক্ষর	৯.৭	৮.৮	১০.৮	১০.৬	৭.৫
সাক্ষর/স্বশিক্ষিত	১৯.৯	১৯.০	২১.০	২০.৮	১৭.৭
প্রাক-প্রাথমিক/মত্তব	৯.৩	৮.৮	১০.০	৯.৯	৭.৯
প্রাথমিক/ইবতেদায়ী/সানী/তাইসির	৩৮.৮	৪৩.৮	৩২.২	৩৮.৮	৩৯.৫
মাধ্যমিক/দাখিল/কাফিয়া	১১.৫	১১.৬	১১.৪	১০.৮	১৩.০
উচ্চ মাধ্যমিক/আলিম	৫.৮	৫.৩	৬.৫	৫.০	৭.৪
ডিপ্লোমা	২.৭	১.৬	৪.১	২.১	৩.৯
স্নাতক (সম্মান)/ফাজিল/মেক্সাত	২.১	১.১	৩.৫	১.৮	২.৮
স্নাতকোত্তর/কামিল/দাওরা ও তদুর্ধ্ব	০.২	০.০	০.৫	০.২	০.৩

অঞ্চলভেদে বিশ্লেষণে দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলে তথ্যদাতাদের মধ্যে সর্বাধিক ৩৮ দশমিক ৮ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষা স্তর এবং ১০ দশমিক ৮ শতাংশ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর পর্যন্ত পড়ালেখা করেছে, শহরাঞ্চলের তথ্যদাতাদের ক্ষেত্রে এ হার যথাক্রমে ৩৯ দশমিক ৫ শতাংশ এবং ১৩ শতাংশ। স্নাতক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে শহরাঞ্চলের তথ্যদাতাদের ২ দশমিক ৮ শতাংশ; গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে এ হার ১ দশমিক ৮ শতাংশ।

২.৭ খানার গড় মাসিক আয় ও ব্যয়

জরিপকৃত খানার গড় মাসিক আয় ২৮ হাজার ৮১ টাকা; গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের গড় মাসিক আয় যথাক্রমে ২৭ হাজার ৭২ টাকা ও ৩০ হাজার ২৬৬ টাকা (সারণি ২.৭)। রাজশাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর মাসিক গড় আয় অন্যান্য বিভাগের তুলনায় কম (২১ হাজার ১৪২ টাকা) এবং চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর মাসিক গড় আয় অন্যান্য বিভাগের তুলনায় বেশি (৩৩ হাজার ১৩৫ টাকা)। খানার মাসিক গড় আয় বিবেচনায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্বোচ্চ যথাক্রমে ঢাকা (৩২ হাজার ৪৫৭ টাকা) ও সিলেট বিভাগ (৩০ হাজার ৬৯৫ টাকা)। দেখা যায়, অধিকাংশ বিভাগের শহরাঞ্চলের খানাগুলোর আয় বেশি তবে চট্টগ্রাম বিভাগের শহরাঞ্চলের (৩৩ হাজার ৫৫ টাকা) তুলনায় গ্রামাঞ্চলের (৩৩ হাজার ১৭৭ টাকা) খানাগুলোর গড় মাসিক আয় বেশি।

সারণি ২.৭: বিভাগ ও অঞ্চলভেদে খানাপ্রতি গড় মাসিক আয় (টাকা)

বিভাগ	জাতীয়	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
বরিশাল	২৫,৩৪৯	২৪,৪২৬	২৮,০৫৭
চট্টগ্রাম	৩৩,১৩৫	৩৩,১৭৭	৩৩,০৫৫
ঢাকা	৩২,৪৫৭	৩১,৩১৪	৩৩,৮১৪
খুলনা	২৪,৫১৩	২৪,৪৪৪	২৪,৭২৪
ময়মনসিংহ	২৫,৪৮৭	২৪,৪০৩	২৯,০৬১
রাজশাহী	২১,১৪২	২০,৬৯৭	২২,৪৬৫
রংপুর	২৩,৩৬৬	২৩,৫৯৩	২২,৫৯৯
সিলেট	৩০,৬৯৫	২৯,৫৩৯	৩৫,২৬২
জাতীয়	২৮,০৮১	২৭,০৭২	৩০,২৬৬

অপরদিকে জরিপের আওতাভুক্ত খানার গড় মাসিক ব্যয় ২০ হাজার ১৭৬ টাকা; গ্রামাঞ্চলে যা ১৯ হাজার ১২৮ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ২২ হাজার ৪৪০ টাকা (সারণি ২.৮)। ঢাকা (২২ হাজার ৮৩৮ টাকা), চট্টগ্রাম (২২ হাজার ৬১০ টাকা) ও সিলেট (২১ হাজার ৭৭৮ টাকা) বিভাগের খানার মাসিক গড় ব্যয় অন্যান্য বিভাগের তুলনায় বেশি। অপরদিকে রাজশাহী (১৫ হাজার ৬৪৪ টাকা) এবং খুলনা বিভাগের (১৬ হাজার ৪৪৪ টাকা) খানার মাসিক গড় ব্যয় অন্যান্য বিভাগের তুলনায় কম।

সারণি ২.৮: বিভাগ ও অঞ্চলভেদে খানাপ্রতি মাসিক গড় ব্যয় (টাকা)

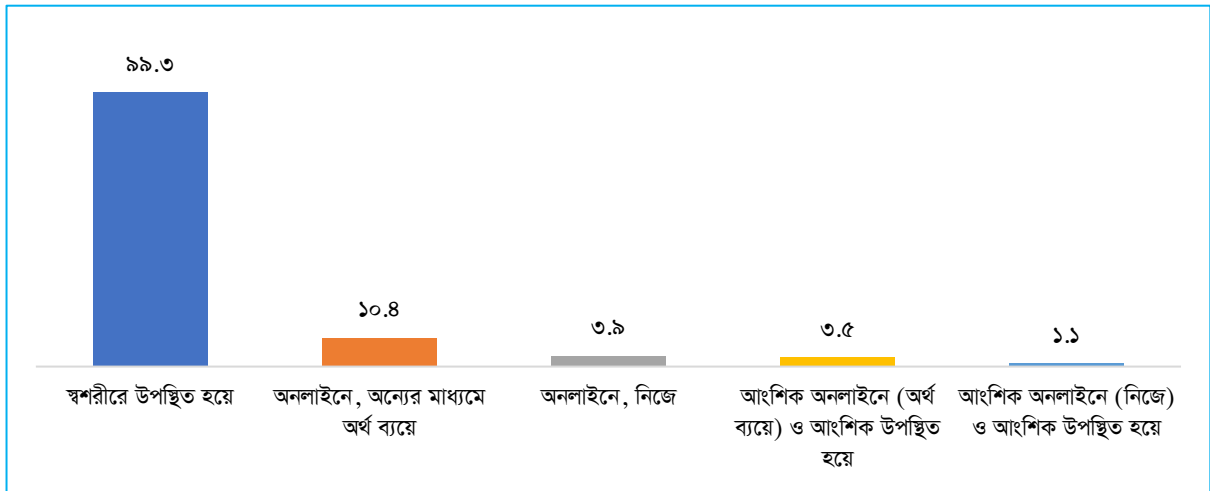
বিভাগ	জাতীয়	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
বরিশাল	১৯,১৫৮	১৮,৪৩৫	২১,২৭৫
চট্টগ্রাম	২২,৬১০	২১,৯৯৩	২৩,৭৬৬
ঢাকা	২২,৮৩৮	২১,৪৮২	২৪,৪৪৫
খুলনা	১৬,৪৪৪	১৫,৮৬৫	১৮,২২৭
ময়মনসিংহ	২০,৩৩৩	১৯,৬৫৭	২২,৫৬১
রাজশাহী	১৫,৬৪৪	১৪,৬৭৪	১৮,৫৩৪
রংপুর	১৮,৬৫৭	১৮,৬৫৬	১৮,৬৬২
সিলেট	২১,৭৭৮	২০,৯৭৩	২৪,৯৫০
জাতীয়	২০,১৭৬	১৯,১২৮	২২,৪৪০

অঞ্চলভিত্তিক বিশ্লেষণে খানাগুলোর মাসিক গড় ব্যয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সামগ্রিকভাবে দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলের খানাগুলোর ব্যয় সক্ষমতা শহরাঞ্চলের তুলনায় কম। গ্রামাঞ্চলের মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগের খানাগুলোর মাসিক গড় ব্যয় সর্বোচ্চ, যা ২১ হাজার ৯৯৩ টাকা। অন্যদিকে রাজশাহী বিভাগের গ্রামাঞ্চলের খানাগুলোর মাসিক গড় ব্যয় সবচেয়ে কম, যার পরিমাণ ১৪ হাজার ৬৭৪ টাকা। শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে সিলেট বিভাগের খানাগুলোর মাসিক গড় ব্যয় সর্বাধিক, যা ২৪ হাজার ৯৫০ টাকা। বিপরীতে, খুলনা বিভাগের শহরাঞ্চলের খানাগুলোর মাসিক গড় ব্যয় অন্যান্য বিভাগের তুলনায় কম, যার পরিমাণ ১৮ হাজার ২২৭ টাকা।

২.৮ সেবাপ্রাপ্তি পদ্ধতি

জরিপে প্রায় সকল খানাকে কোনো না কোনো সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে (৯৯.৩ শতাংশ) সরাসরি উপস্থিত হয়ে কাজক্ষিত সেবা গ্রহণ করতে হয়েছে, যা সেবা খাতে প্রকৃত ডিজিটাইজেশনের ঘাটতিকে নির্দেশ করে (চিত্র-২.৪)। তবে ৩ দশমিক ৯ শতাংশ খানা নিজ উদ্যোগে অনলাইনের মাধ্যমে কোনো না কোনো সেবা নিয়েছে। অর্থ ব্যয় করে নিজ বা অন্যের মাধ্যমে অনলাইনে সেবা গ্রহণ করেছে ১০ দশমিক ৪ শতাংশ খানা।

চিত্র ২.৪: খানার সেবাপ্রাপ্তি* (%)



*সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রায় সকল খাতেই অনলাইনে সেবা গ্রহণের হার তুলনামূলক কম। এনজিও প্রদত্ত সেবা খাতে স্বশরীরে উপস্থিত থেকে সেবা গ্রহণের হার সর্বাধিক, যা ৯৯ দশমিক ৯ শতাংশ খানা (সারণি ২.৯)। একইভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা সংক্রান্ত সেবা (৯৯.৭ শতাংশ), ব্যাংকিং (৯৯.৬ শতাংশ) এবং শিক্ষা (৯৮.৯ শতাংশ) খাতেও স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে সেবা গ্রহণের হার অন্যান্য খাতের তুলনায় বেশি। দেখা যাচ্ছে যেসব খাতে অনলাইনে সেবা গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যেমন পাসপোর্ট, ভূমি, বিআরটিএ, এনআইডি এবং কর ও শুল্ক-এসব খাতে অন্যের মাধ্যমে বা কিছুক্ষেত্রে নিজে উপস্থিত হয়ে অর্থ ব্যয় করে সেবা গ্রহণ করার হার উল্লেখযোগ্য। এটি নির্দেশ করে - প্রথমত, এসব খাতে সেবা পুরোপুরি ডিজিটাইজ করা হয়নি, যার ফলে সেবাপ্রার্থীরা স্বশরীরে যেতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয়ত, সেবাপ্রার্থীদের উল্লেখযোগ্য অংশের তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োজনীয় সক্ষমতা নেই। যে কারণে তারা অন্যের সহায়তা গ্রহণে বাধ্য হয়। তৃতীয়ত, কোনো কোনো খাতে এর জন্য দালালের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সারণি ২.৯: খাতভেদে সেবাপ্রাপ্তি* (%)

সেবাখাত	স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে	অনলাইনে, নিজে	অনলাইনে, অন্যের মাধ্যমে অর্থ ব্যয়ে	আংশিক অনলাইনে (নিজে) ও আংশিক উপস্থিত হয়ে	আংশিক অনলাইনে (অর্থ ব্যয়ে) ও আংশিক উপস্থিত হয়ে
এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারী ঋণ)	৯৯.৯	০.১	০.১	০.০	০.০
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	৯৯.৭	০.৩	০.০	০.৩	০.০
ব্যাংকিং	৯৯.৬	০.৮	০.২	০.২	০.১
শিক্ষা	৯৮.৯	১.১	১.৫	০.৪	০.৯
বীমা	৯৭.২	২.২	০.৪	০.৪	০.০
পাসপোর্ট	৯৫.৩	৬.৩	৪০.২	০.৯	৯.১
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৯৪.৭	১.৮	২.৫	০.৫	১.২
বিদ্যুৎ	৯৪.৫	২.৭	৫.৮	০.১	০.২
গ্যাস	৯৪.১	৩.৭	২.৩	০.৩	০.০
ভূমি	৮৯.২	১.৬	১০.১	০.৫	২.৫
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)	৮৭.২	০.০	০.৫	৩.২	১১.৬
বিআরটিএ	৮৪.২	৫.২	১৪.০	১.০	৪.২
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৭২.১	২৮.৬	০.০	০.০	০.০
কর ও শুল্ক	৬৪.৬	১৫.২	১৮.২	১.১	৪.৩

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।

২.৯ খাতভেদে সেবাপ্রাপ্তি খানার হার

২০২৫ সালের খানা জরিপে দেখা যায়, জাতীয় পর্যায়ে ৯৯ দশমিক ৮ শতাংশ খানা অন্তত একটি খাত থেকে সেবা গ্রহণ করেছে, যা গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল উভয় ক্ষেত্রেই একই (৯৯.৮ শতাংশ করে)। অন্যদিকে মাত্র শূন্য দশমিক ২ শতাংশ খানা কোনো ধরনের সেবা গ্রহণ করেনি (সারণি ২.১০)।

সারণি ২.১০: অঞ্চলেভেদে বিভিন্ন খাত হতে সেবাপ্রাপ্তকারী খানা (%)

সেবাখাত	জাতীয়		গ্রামাঞ্চল		শহরাঞ্চল	
	n	%	n	%	n	%
কমপক্ষে একটি খাত থেকে সেবা গ্রহণ	১৫,৬৯২	৯৯.৮	৭,৮৯৩	৯৯.৮	৭,৭৯৯	৯৯.৮
কোনো খাত থেকেই সেবা নেয়নি	২৩	০.২	১১	০.২	১২	০.২
N=	১৫,৭১৫	১০০.০	৭,৯০৪	১০০.০	৭,৮১১	১০০.০
স্বাস্থ্য	১৪,১৩৯	৮৯.০	৭,০৬৪	৮৮.৫	৭,০৭৫	৯০.০
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	১২,২৬৪	৭৬.৫	৬,৪৭৭	৮০.৭	৫,৭৮৭	৬৭.৫
শিক্ষা	১০,৪১৮	৬৫.৭	৫,১৭৯	৬৫.৭	৫,২৩৯	৬৫.৭
বিদ্যুৎ	৯,৮৬২	৫৮.৯	৫,৩৯৫	৬৩.৮	৪,৪৬৭	৪৮.৪
ব্যাংকিং	৯,২০২	৫৭.১	৪,৩৯২	৫৫.৬	৪,৮১০	৬০.১
এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	৭,৮০৩	৪৮.৪	৩,৯৭০	৪৯.৪	৩,৮৩৩	৪৬.৩
কৃষি	৫,৪৫০	৩৬.০	৩,৬৮৩	৪৪.০	১,৭৬৭	১৮.৬
ভূমি	২,৭২৪	১৭.০	১,৩৯১	১৭.৫	১,৩৩৩	১৫.৮
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)	২,৪৫২	১৫.৮	১,১৮৩	১৫.১	১,২৬৯	১৭.৫
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	১,৫৩৪	৯.৮	৭০০	৮.৯	৮৩৪	১০.৮
বীমা	১,৩৯৮	৮.৮	৬৪৫	৮.৭	৭৫৩	৯.২
পাসপোর্ট	১,২৯৯	৮.৫	৬৩২	৮.১	৬৬৭	৯.১
বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা	১,২৪৭	৭.৬	৬০৪	৭.৫	৬৪৩	৭.৬
বিআরটিএ	৬২২	৩.৫	২৩৫	২.৯	৩৮৭	৪.৬
কর ও শুল্ক	৬০৩	৩.২	১৮৫	২.৪	৪১৮	৪.৮
গ্যাস	৩৬৪	২.৪	৩৫	০.৭	৩২৯	৬.০
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	৩৫৫	২.০	২১০	২.৩	১৪৫	১.৩
অন্যান্য (এমএফএস, ওয়াসা, বিআরডিবি, রেল সেবা ইত্যাদি)	১২,২৭৪	৭৭.৭	৬,২৩৬	৭৭.৬	৬,০৩৮	৭৮.০

জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলো সবচেয়ে বেশি সেবা গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্যসেবা খাত থেকে - জাতীয়ভাবে এ হার ৮৯ শতাংশ; শহরাঞ্চলে (৯০ শতাংশ) এ হার গ্রামাঞ্চলের (৮৮.৫ শতাংশ) তুলনায় কিছুটা বেশি। দ্বিতীয় সর্বাধিক খানা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সেবা গ্রহণ করেছে, যেখানে জাতীয়ভাবে ৭৬ দশমিক ৫ শতাংশ খানা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করেছে (গ্রামাঞ্চলে ৮০.৭ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে ৬৭.৫ শতাংশ)। এর পরেই রয়েছে শিক্ষাসেবা (৬৫.৭ শতাংশ), বিদ্যুৎ সেবা (৫৮.৯ শতাংশ) এবং ব্যাংকিং সেবা (৫৭.১ শতাংশ)। অন্যদিকে সবচেয়ে কম সংখ্যক খানা (২ শতাংশ) সেবা নিয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা খাত থেকে (গ্রামাঞ্চলে ২.৩ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ১.৩ শতাংশ)।

কৃষিসেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের (৪৪ শতাংশ) অংশগ্রহণ শহরাঞ্চলের (১৮.৬ শতাংশ) তুলনায় অনেক বেশি, যা গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষিনির্ভরতার প্রতিফলন। অপরদিকে ব্যাংকিং (গ্রামাঞ্চলে ৫৫.৬ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে ৬০.১ শতাংশ), জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) (গ্রামাঞ্চলে ১৫.১ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে ১৭.৫ শতাংশ), আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (গ্রামাঞ্চলে ৮.৯ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে ১০.৮ শতাংশ), বীমা (গ্রামাঞ্চলে ৮.৭ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে ৯.২ শতাংশ) ও পাসপোর্ট (গ্রামাঞ্চলে ৮.১ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে ৯.১ শতাংশ) সেবার ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলের অংশগ্রহণ তুলনামূলক বেশি। সার্বিকভাবে বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয়, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা, বিদ্যুৎ ও ব্যাংকিং সেবা দেশের অধিকাংশ খানা গ্রহণ করলেও বিশেষায়িত ও প্রশাসনিক সেবাগুলোর ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ তুলনামূলক কম। একইসঙ্গে গ্রাম ও শহরাঞ্চলের সেবা গ্রহণের ধরনে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান, যা অঞ্চলভিত্তিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন।

অধ্যায় ৩: সেবাখাতে দুর্নীতি ও অনিয়ম

পূর্ববর্তী খানা জরিপ ও বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হয়, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক খানা বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের সম্মুখীন হয়। সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া, দায়িত্ব পালনে অবহেলা, অযৌক্তিক বিলম্ব, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং হয়রানিমূলক আচরণ দুর্নীতির প্রধান রূপ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। নিচে বিভিন্ন সেবাখাতে সেবা নিতে গিয়ে খানাগুলোয় দুর্নীতির শিকার হওয়ার ধরণ ও মাত্রা বিশ্লেষণ করে এই অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হলো।

৩.১ সেবাখাতে দুর্নীতির সার্বিক চিত্র

খানা জরিপ ২০২৫-এ সেবাগ্রহণকারী খানার ৮১ দশমিক ৬ শতাংশ সেবা নিতে গিয়ে কমপক্ষে একটি খাতে দুর্নীতির শিকার হয়েছে; এ হার গ্রামাঞ্চলে ৮৩ দশমিক ৩ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৭৮ শতাংশ। খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার সর্বাধিক। যেসব খানা এ খাত থেকে সেবা নিয়েছে তাদের ৮৪ দশমিক ৪ শতাংশ কোনো না কোনো ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে। দুর্নীতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে বিআরটিএ (৭৯.৩ শতাংশ) ও বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা (৭১.৩ শতাংশ)। এরপরেই রয়েছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৬৯.৪ শতাংশ), ভূমি (৬৬.৩ শতাংশ), সরকারি স্বাস্থ্য সেবা (৬৪.৪ শতাংশ) এবং কৃষির (৬৪.৪ শতাংশ) মত গুরুত্বপূর্ণ খাত, যেখানে সেবাগ্রহীতা খানার অধিকাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৩.১)।

সারণি ৩.১: অঞ্চলভেদে বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%)

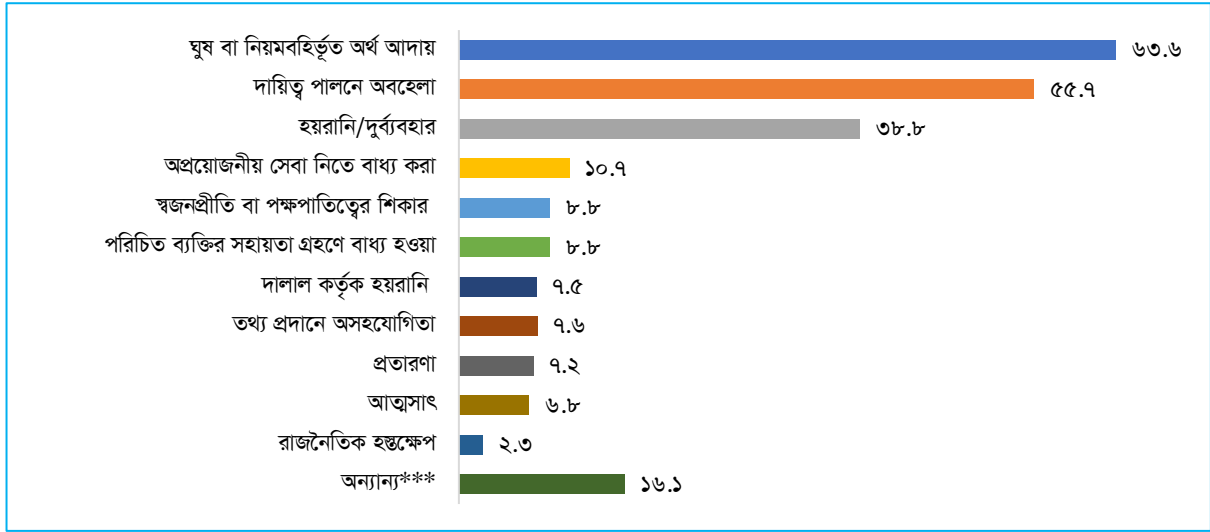
সেবাখাত	জাতীয়	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
কমপক্ষে একটি খাতে দুর্নীতির শিকার	৮১.৬	৮৩.৩	৭৮.০
পাসপোর্ট	৮৪.৪	৮৭.০	৭৯.৪
বিআরটিএ	৭৯.৩	৮০.৪	৭৭.৭
বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা	৭১.৩	৭১.৩	৭১.৩
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৬৯.৪	৬৯.৭	৬৮.৮
ভূমি	৬৬.৩	৬৭.২	৬৪.১
স্বাস্থ্য (সরকারি)	৬৪.৪	৬৪.৬	৬৪.০
কৃষি	৬৪.৪	৬৪.৪	৬৪.৬
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৫২.৫	৫৩.২	৫০.৮
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)	৪৭.৪	৪৫.৯	৫০.১
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৪৬.০	৪৫.৭	৪৬.৭
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	৪১.৩	৩৯.৭	৪৭.৯
বিদ্যুৎ	৩৬.১	৩৬.১	৩৬.২
বীমা	২৫.৬	২৬.৪	২৪.০
গ্যাস	২৫.৪	২৬.৫	২৫.১
ব্যাংকিং	১৬.৩	১৭.২	১৪.৪
এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	১৩.১	১২.৪	১৪.৬
কর ও শুল্ক	১১.২	১২.৪	১১.২
অন্যান্য (এমএফএস, ওয়াসা, বিআরডিবি, রেলওয়ে সেবা ইত্যাদি)	৮.২	৯.২	৮.৫

বিশ্লেষণে দেখা যায়, অধিকাংশ খাতে গ্রামাঞ্চলের খানা শহরাঞ্চলের তুলনায় অধিক হারে দুর্নীতির শিকার হয়েছে; এক্ষেত্রে পাসপোর্ট (গ্রামাঞ্চল ৮৭ শতাংশ ও শহরাঞ্চল ৭৯.৪ শতাংশ), বিআরটিএ (গ্রামাঞ্চল ৮০.৪ শতাংশ ও শহরাঞ্চল ৭৭.৭ শতাংশ) এবং ভূমি (গ্রামাঞ্চল ৬৭.২ শতাংশ ও শহরাঞ্চল ৬৪.১ শতাংশ) খাত উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে শহরাঞ্চলের খানাগুলো গ্রামাঞ্চলের তুলনায় যেসব খাতে অধিক হারে দুর্নীতির শিকার হয়েছে তার মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা (গ্রামাঞ্চল ৩৯.৭ শতাংশ ও শহরাঞ্চল ৪৭.৯ শতাংশ), জাতীয় পরিচয়পত্র (গ্রামাঞ্চল ৪৫.৯ শতাংশ ও শহরাঞ্চল ৫০.১ শতাংশ) এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সেবা (গ্রামাঞ্চল ৪৫.৭ শতাংশ ও শহরাঞ্চল ৪৬.৭ শতাংশ) অন্যতম।

৩.২ দুর্নীতির ধরন

জরিপে অন্তর্ভুক্ত সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর মধ্যে ৬৩ দশমিক ৬ শতাংশ খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। এর পরেই রয়েছে দায়িত্ব পালনে অবহেলার শিকার (৫৫.৭ শতাংশ), হয়রানি বা দুর্ব্যবহারের শিকার (৩৮.৮ শতাংশ), এবং অপ্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণে বাধ্য হওয়া (১০.৭ শতাংশ) (চিত্র ৩.১)।

চিত্র ৩.১: বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার* হওয়া খানা** (%)



* সেবাপ্রাপ্তকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

** একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।

*** নির্দিষ্ট স্থান থেকে উপকরণ ক্রয় করতে বাধ্য করা, প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের কাছে কোচিং/প্রাইভেট পড়তে বাধ্য করা, যৌন হয়রানি, সেবা প্রদানে অস্বীকৃতি ইত্যাদি

৩.৩ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়

বাংলাদেশে সেবাখাতে সংঘটিত দুর্নীতির মধ্যে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেন একটি প্রধান ধরন। জরিপে অংশগ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে সর্বাধিক ৭৬ দশমিক ৬ শতাংশ খানা পাসপোর্ট সেবা গ্রহণে ঘুষ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে (সারণি ৩.২)। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে বিআরটিএ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, যেখানে সেবাপ্রাপ্তকারী খানার যথাক্রমে ৬৩ দশমিক ৫ শতাংশ এবং ৪৯ দশমিক ৩ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। অন্যদিকে এনজিও (১.৪ শতাংশ), ব্যাংকিং (১.৪ শতাংশ) এবং বীমা (২.৭ শতাংশ) সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার তুলনামূলকভাবে কম।

সারণি ৩.২: অঞ্চল ও খাতভেদে* খানার ঘুষের শিকার** (%)

সেবাখাত	জাতীয়	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
কমপক্ষে একটি খাতে ঘুষের শিকার	৬৩.৬	৬৬.০	৫৮.৫
পাসপোর্ট	৭৬.৬	৭৯.১	৭১.৮
বিআরটিএ	৬৩.৫	৬১.৫	৬৬.৩
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৪৯.৩	৫১.৩	৪৫.৪
কৃষি	৪৯.৩	৪৮.৯	৫১.০
ভূমি	৪৭.৬	৪৮.৭	৪৫.২
বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা	৩৯.৬	৪০.৩	৩৭.৯
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৩৪.৮	৩৫.২	৩৩.৫
স্বাস্থ্য (সরকারি)	২৯.৭	২৯.৯	২৯.৪
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	২৭.৭	২৭.৪	২৮.৬
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)	২১.৯	২০.৩	২৫.০
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	১২.৫	১২.১	১৪.২
বিদ্যুৎ	৬.৮	৬.২	৮.৬
গ্যাস	৬.০	১০.৯	৪.৮
কর ও শুল্ক	২.৮	১.৮	৩.৯
বীমা	২.৭	২.৮	২.৩
ব্যাংকিং	১.৪	১.৭	০.৮
এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	১.৪	১.১	১.৮
অন্যান্য (এমএফএস, ওয়াসা, বিআরডিবি, রেলওয়ে সেবা ইত্যাদি)	১.৩	১.২	১.৭

* সেবাপ্রাপ্তকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

** একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।

কিছু খাতে গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলের খানা অধিক হারে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। এক্ষেত্রে পাসপোর্ট (গ্রামাঞ্চল ৭৯.১ শতাংশ ও শহরাঞ্চল ৭১.৮ শতাংশ), আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (গ্রামাঞ্চল ৫১.৩ শতাংশ ও শহরাঞ্চল ৪৫.৪ শতাংশ) এবং ভূমি (গ্রামাঞ্চল ৪৮.৭ শতাংশ ও শহরাঞ্চল ৪৫.২ শতাংশ) খাত উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে শহরাঞ্চলের খানাগুলো যেসব খাতে গ্রামাঞ্চলের খানার তুলনায় অধিক হারে ঘুষের শিকার হয়েছে তার মধ্যে বিআরটিএ (গ্রামাঞ্চল ৬১.৫ শতাংশ ও শহরাঞ্চল ৬৬.৩ শতাংশ), কৃষি (গ্রামাঞ্চল ৪৮.৯ শতাংশ ও শহরাঞ্চল ৫১ শতাংশ), এবং এনআইডি (গ্রামাঞ্চল ২০.৩ শতাংশ ও শহরাঞ্চল ২৫ শতাংশ) অন্যতম।

৩.৪ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ

জরিপে বিভিন্ন সেবা গ্রহণের সময় ঘুষের শিকার খানাগুলোকে সার্বিকভাবে গড়ে ৫ হাজার ১২৪ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে (সারণি ৩.৩)। খাতভেদে গড় ঘুষের পরিমাণ বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিচারসংশ্লিষ্ট সেবায় সেবাহীতা খানাকে গড়ে ২৪ হাজার ৬৯১ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে। এর পরে রয়েছে ব্যাংকিং সেবা (খানাপ্রতি গড়ে ১৯,৩২২ টাকা) এবং ভূমি সেবা (খানাপ্রতি গড়ে ১১,৩১১ টাকা)। অন্যদিকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মত গুরুত্বপূর্ণ সেবাখাতে খানাগুলো যথাক্রমে গড়ে ১ হাজার ৪৯ টাকা ও ২৫৮ টাকা নিয়মবহির্ভূত দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।

সারণি ৩.৩: খাত* এবং অঞ্চলভেদে গড় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ** (টাকা)

সেবাখাত***	জাতীয়	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
সকল খাত বিবেচনায় খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ	৫,১২৪	৪,৮৬৪	৫,৭৫৭
বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা	২৪,৬৯১	২৩,১০৩	২৮,৪৩০
ব্যাংকিং	১৯,৩২২	১৮,৯৫৪	২০,৮৬৫
ভূমি	১১,৩১১	১০,৫০১	১৩,৩৩৬
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৭,৪০৭	৬,৭৯৪	৮,৭৩৬
বিআরটিএ	৬,৯২৩	৫,৯৭২	৮,১৩০
পাসপোর্ট	৪,৫৩২	৪,৯৯১	৩,৫৭৩
বিদ্যুৎ	২,২৬১	২,২৩৮	২,৩০৮
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)	১,৯৩৫	১,৭৫০	২,২২০
কৃষি	১,৪০২	১,৩৭৫	১,৫৪২
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	১,২৩৩	১,৩৭৩	৭৭২
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	১,০৪৯	৯১৩	১,৪২৬
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৯২৩	৯৩৯	৮৮১
স্বাস্থ্য (সরকারি)	২৫৮	২৪৭	২৮২
অন্যান্য (ওয়াসা, বিআরডিবি, রেলওয়ে সেবা ইত্যাদি)	৩,১৪৬	১,৮৫৪	৫,০২৩

*একাদিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।

**ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

***এনজিও, বীমা, গ্যাস, কর ও শুল্ক, নমুনা সংখ্যা কম হওয়ায় বিশ্লেষণ করা হয়নি।

৩.৫ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ

বিভিন্ন সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার পেছনে সেবাহীতা খানাগুলো এক বা একাধিক কারণ উল্লেখ করেছে, যেগুলোকে মোটাদাগে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় – যোগসাজশমূলক (collusive) এবং বাধ্যতামূলক (coercive)। এই শ্রেণিবিন্যাস দুর্নীতির প্রকৃতি বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা দেয়। যোগসাজশমূলক দুর্নীতি (collusive corruption) সাধারণত এমন পরিস্থিতিতে ঘটে যেখানে সেবাহীতা ও সেবাদাতা পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে নিয়মিত বা নির্ধারিত প্রক্রিয়া এড়িয়ে অবৈধ সুবিধা অর্জনের উদ্দেশ্যে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেনে যুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ, দ্রুত সেবা পাওয়া, নির্দিষ্ট শর্ত শিথিল করা বা অন্যদের তুলনায় অগ্রাধিকার লাভের জন্য সেবাহীতা স্বেচ্ছায় ঘুষ দিতে পারে। এ ধরনের দুর্নীতিতে উভয় পক্ষই প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হয় এবং এটি অনেক সময় ‘পারস্পরিকভাবে লাভজনক দুর্নীতি’ (mutually beneficial corruption) হিসেবেও বিবেচিত।^{১৫}

অন্যদিকে, জবরদস্তিমূলক দুর্নীতি (coercive corruption) অধিকতর বিস্তৃত ও উদ্বেগজনক, যেখানে সেবাহীতা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘুষ দিতে বাধ্য হয়। এই পরিস্থিতিতে সেবাদাতা তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে সেবা প্রদানে বিলম্ব, অযৌক্তিক জটিলতা সৃষ্টি বা

^{১৫} Klitgaard, R. (1988). *Controlling Corruption*. University of California Press. Link:

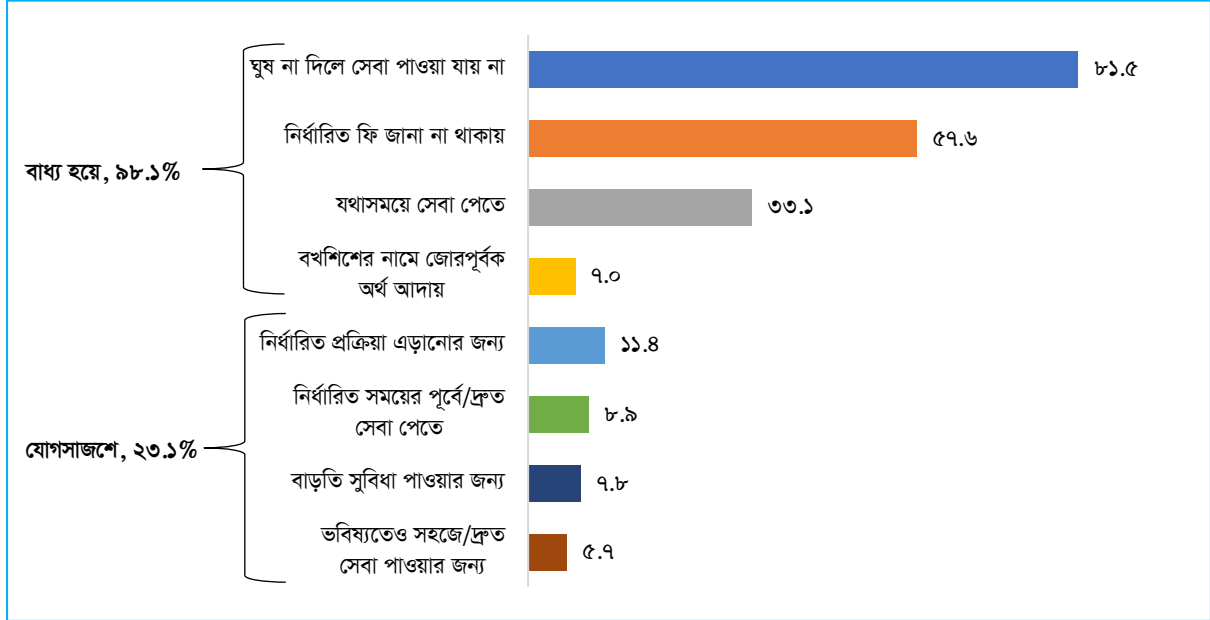
<https://www.ucpress.edu/books/controlling-corruption/paper>.

Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge University Press.

সরাসরি সেবা প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে ঘুষ আদায় করে। অনেক ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতা নির্ধারিত ফি সম্পর্কে অবগত না থাকায় বা তথ্যের অস্বচ্ছতার কারণে অতিরিক্ত অর্থ দিতে বাধ্য হয়। আবার কখনো সরাসরি চাপ প্রয়োগ বা হয়রানির মাধ্যমে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় করা হয়। এটি নাগরিকদের জন্য বিশেষভাবে ক্ষতিকর, কারণ এতে সেবা প্রাপ্তির অধিকার বাধাগ্রস্ত হয়।^{১৬}

জরিপের ফলাফলে প্রতীয়মান হয়, যদিও কিছু ক্ষেত্রে যোগসাজশমূলক দুর্নীতি (২৩.১ শতাংশ) বিদ্যমান, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতারা বাধ্যতামূলক বা জবরদস্তিমূলক (৯৮.১ শতাংশ) পরিস্থিতিতে যেমন সেবাপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা, সময়মতো সেবা না পাওয়া বা অযথা হয়রানি এড়ানোর জন্য তারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘুষ দিতে বাধ্য হয়।

চিত্র ৩.২: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ* দেওয়ার কারণ** (%)



*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।

**ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের শিকার খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

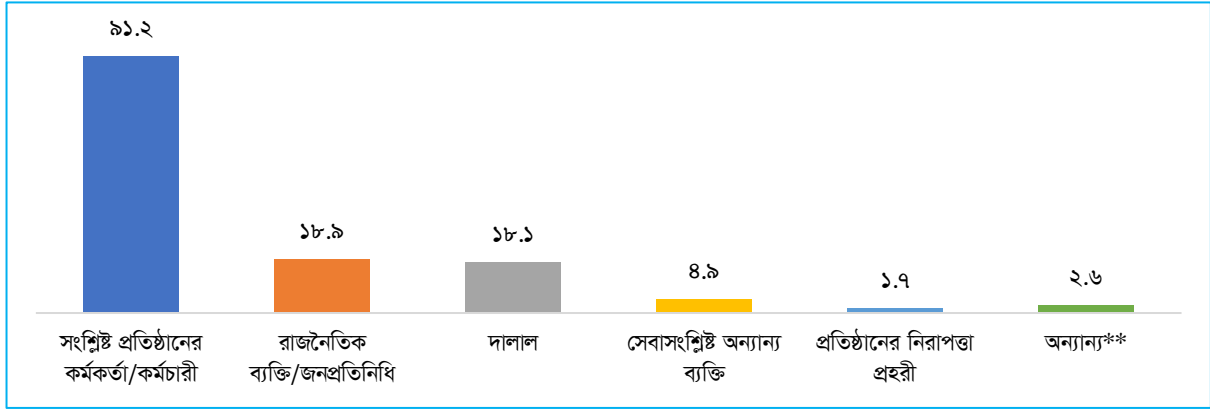
জরিপে যোগসাজশমূলক ঘুষ দেওয়ার কারণের মধ্যে সর্বাধিক ১১ দশমিক ৮ শতাংশ খানা নির্ধারিত প্রক্রিয়া এড়ানোর জন্য, ৮ দশমিক ৯ শতাংশ খানা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে এবং ৭ দশমিক ৮ শতাংশ খানা বাড়তি সুবিধা পাওয়ার জন্য ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে। অপরদিকে বাধ্যতামূলক ঘুষ লেনদেনের কারণের মধ্যে সর্বাধিক ৮১ দশমিক ৫ শতাংশ খানা 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না' বলে ঘুষ দিতে বাধ্য হয়েছে। এছাড়া ৫৭ দশমিক ৬ শতাংশ খানা নির্ধারিত ফি জানা না থাকায়, ৩৩ দশমিক ১ শতাংশ যথাসময়ে সেবা পেতে এবং ৭ শতাংশ খানার কাছ থেকে বখশিশের নামে জোরপূর্বক আদায় করা হয়েছে (চিত্র ৩.২)।

৩.৬ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়কারী ব্যক্তি

বিভিন্ন সেবাখাত বা প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত ঘুষ, নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়, আত্মসাৎ ও প্রতারণার ঘটনায় প্রধানত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পৃক্ততা লক্ষণীয় (চিত্র ৩.৩)। জরিপে, ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদানকারী খানার ৯১ দশমিক ২ শতাংশ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের জন্য দায়ী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এছাড়া রাজনৈতিক ব্যক্তি বা জনপ্রতিনিধি (১৮.৯ শতাংশ) এবং দালাল (১৮.১ শতাংশ) যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্বাধিক ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়কারী হিসেবে উঠে এসেছে, যা সেবাখাতে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির পাশাপাশি প্রভাবশালী ব্যক্তি ও মধ্যস্বত্বভোগী চক্রের সক্রিয় উপস্থিতির ইঙ্গিত দেয়।

^{১৬} World Bank (2020). *Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against Corruption*. Link: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/709171468743399124/pdf/multi-page.pdf>.

চিত্র ৩.৩: ঘুষ আদায়কারী ব্যক্তি* (%)



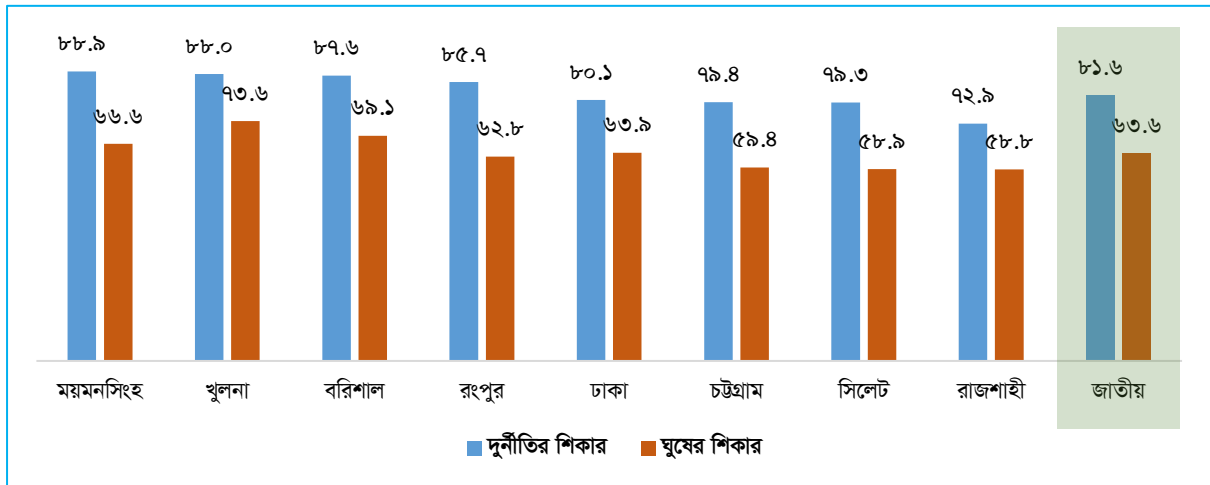
*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।

**আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশি/বন্ধু ইত্যাদি।

৩.৭ বিভাগভেদে দুর্নীতি এবং ঘুষের শিকার

বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার ময়মনসিংহ বিভাগে সবচেয়ে বেশি (৮৮.৯ শতাংশ)। তবে ঘুষের শিকার হওয়ার হার খুলনা বিভাগে সবচেয়ে বেশি, যা ৭৩ দশমিক ৬ শতাংশ। অন্যদিকে সিলেট ও রাজশাহী বিভাগের খানাগুলো তুলনামূলকভাবে কম দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হয়েছে। রাজশাহী বিভাগে দুর্নীতির ও ঘুষের শিকার খানার হার যথাক্রমে ৭২ দশমিক ৯ শতাংশ ও ৫৮ দশমিক ৮ শতাংশ এবং সিলেট বিভাগে যথাক্রমে ৭৯ দশমিক ৩ শতাংশ ও ৫৮ দশমিক ৯ শতাংশ (চিত্র ৩.৪)।

চিত্র ৩.৪: বিভাগভেদে দুর্নীতি এবং ঘুষের শিকার খানা (%)



৩.৮ জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ

জরিপে অন্তর্ভুক্ত সেবাপ্রার্থীরা খানাগুলো নভেম্বর ২০২৪ থেকে অক্টোবর ২০২৫ সময়কালে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে তার মোট পরিমাণ জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলন করা হয়েছে। এই প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২২ সালের জনশুমারি ও গৃহগণনার^{১৭} তথ্য এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এর ভিত্তিতে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত দেশের মোট খানার প্রাক্কলিত সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৪ কোটি ৭৫ লাখ। এই হিসাবে জরিপের নির্ধারিত সময়ে বাংলাদেশের খানাগুলো বিভিন্ন সেবাখাতে যে পরিমাণ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত দিয়েছে তার মোট প্রাক্কলিত পরিমাণ প্রায় ১২ হাজার ৬৩৩ কোটি ২০ লাখ টাকা (সারণি ৩.৪), যা চলতি বাজারমূল্যে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি)^{১৮} প্রায় শূন্য দশমিক ২৩ শতাংশ এবং জাতীয় বাজেটের (সংশোধিত)^{১৯} প্রায় ১ দশমিক ৫৮ শতাংশের সমান। উল্লেখ্য,

^{১৭} বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (ইইব) (২০২৩) জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২: জাতীয় প্রতিবেদন। ঢাকা: পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

^{১৮} চলতি বাজার মূল্যে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জিডিপি'র আকার ৫৫ লক্ষ ৫২ হাজার ৭৫২ কোটি টাকা (সূত্র: জিডিপি ২০২৪-২৫, বিবিএস)।

^{১৯} ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জাতীয় বাজেট (সংশোধিত) ৭ লক্ষ ৯৭ হাজার কোটি টাকা (সূত্র: জাতীয় বাজেট ২০২৪-২৫)।

এই প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ কেবলমাত্র জরিপে অন্তর্ভুক্ত সেবাখাতসমূহের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি দেশের সব ধরনের সেবাখাতে সংঘটিত মোট দুর্নীতির আর্থিক পরিমাণকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত করে না, বরং নির্বাচিত খাতগুলোর একটি তথ্যভিত্তিক চিত্র উপস্থাপন করে।

সারণি ৩.৪: ২০২৫ সালে জাতীয় প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ* (কোটি টাকা)

সেবাখাত	জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষ (কোটি টাকা)
জরিপে অন্তর্ভুক্ত সকল সেবাখাত	১২,৬৩৩.২
ভূমি	৩,০৮১.২
বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা	২,০১২.৮
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	১,৫৯৯.০
পাসপোর্ট	১,০৮৩.২
কৃষি	৯১৮.৯
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৮০৪.৪
ব্যাংকিং	৬৭১.৯
বিআরটিএ	৬০৪.৬
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৫২৫.৯
বিদ্যুৎ	৪৩৫.৬
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)	২৩৯.১
স্বাস্থ্য (সরকারি)	১৮১.৭
বীমা	১৬০.৭
গ্যাস	১১০.০
অন্যান্য (এনজিও, কর ও শুল্ক, জলবায়ু, এমএফএস ইত্যাদি)	২০৪.২

*এনজিও, কর ও শুল্ক, জলবায়ু, এমএফএস খাতসমূহে নমুনা সংখ্যা কম হওয়ায় পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়নি।

খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাংলাদেশের খানাগুলো ভূমি খাতে সর্বাধিক ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, যার প্রাক্কলিত পরিমাণ প্রায় ৩ হাজার ৮১ কোটি ২০ লাখ টাকা। এর পরেই রয়েছে বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা, যেখানে এই অঙ্ক দাঁড়িয়েছে প্রায় ২ হাজার ১২ কোটি ৮০ লাখ টাকা। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, যেখানে ঘুষের পরিমাণ প্রায় ১ হাজার ৫৯৯ কোটি টাকা। অন্যদিকে গ্যাস, বীমা এবং সরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাতে প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ যথাক্রমে প্রায় ১১০ কোটি টাকা, ১৬০ কোটি ৭০ লাখ টাকা এবং ১৮১ কোটি ৭০ লাখ টাকা।

৩.৯ দুর্নীতির তুলনামূলক চিত্র: ২০২৩ বনাম ২০২৫

খানা জরিপ ২০২৩ ও ২০২৫-এর তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, খানা জরিপ ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৫ সালে দুর্নীতির হার বৃদ্ধি পেয়েছে^{২০}। কমপক্ষে একটি খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার ২০২৩ সালের ৭০ দশমিক ৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৫ সালে ৮১ দশমিক ৬ শতাংশে পৌঁছেছে (বৃদ্ধির হার ১৫.১ শতাংশ) (সারণি ৩.৫)। জরিপে অন্তর্ভুক্ত বেশিরভাগ খাতেই এই হার বৃদ্ধি পেয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে কৃষি, এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ), শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত), ব্যাংকিং, বীমা, বিদ্যুৎ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা, স্বাস্থ্য (সরকারি), ভূমি, জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি), বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সেবা। কৃষি খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার সবচেয়ে বেশি, প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে - ২০২৩ সালে এ হার ছিল ২৪ দশমিক ৫ শতাংশ, যা ২০২৫ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৪ দশমিক ৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

সারণি ৩.৫: বিভিন্ন সেবাখাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা* (%) : ২০২৩ ও ২০২৫-এর জরিপের তুলনা**

সেবাখাত	খানা জরিপ			হ্রস-বৃদ্ধির হার (%)
	২০২৩	২০২৫		
কমপক্ষে একটি খাতে দুর্নীতির শিকার	৭০.৯	৮১.৬	↑	১৫.১
কৃষি	২৪.৫	৬৪.৪	↑	১৬৩.০
এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	৬.৫	১৩.১	↑	১০২.০
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	২৬.০	৫২.৫	↑	১০১.৯
ব্যাংকিং	৯.০	১৬.৩	↑	৮১.১
বীমা	১৬.২	২৫.৬	↑	৫৮.০

^{২০} পরিবর্তনের হার (%) = ((বর্তমান মান - পূর্ববর্তী মান) / পূর্ববর্তী মান) x ১০০

সেবাখাত	খানা জরিপ			হ্রস-বৃদ্ধির হার (%)
	২০২৩	২০২৫		
বিদ্যুৎ	২৬.৪	৩৬.১	↑	৩৬.৭
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	৩১.৪	৪১.৩	↑	৩১.৫
স্বাস্থ্য (সরকারি)	৪৯.১	৬৪.৪	↑	৩১.২
ভূমি	৫১.০	৬৬.২	↑	২৯.৮
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)	৪১.০	৪৭.৪	↑	১৫.৬
বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা	৬২.৩	৭১.৩	↑	১৪.৪
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৪৪.২	৪৬.০	↑	৪.১
পাসপোর্ট	৮৬.০	৮৪.৪	↓	-১.৯
বিআরটিএ	৮৫.১	৭৯.২	↓	-৬.৯
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৭৪.৫	৬৯.৪	↓	-৬.৮
গ্যাস	৩৭.৭	২৫.৪	↓	-৩২.৬
কর ও শুল্ক	১৭.৯	১১.৬	↓	-৩৫.২
অন্যান্য (এমএফএস, ওয়াসা, বিআরডিবি, রেল সেবা ইত্যাদি)	১১.১	৮.৫	↓	-২৩.৪

*সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

**একই নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অন্যদিকে পাসপোর্ট, বিআরটিএ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, গ্যাস এবং কর ও শুল্ক সংক্রান্ত সেবায় দুর্নীতির হার হ্রাস পেয়েছে। সবচেয়ে বেশি কমেছে কর ও শুল্ক সংক্রান্ত সেবায়, ২০২৩ সালে যেখানে ১৭ দশমিক ৯ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে ২০২৫ সালের জরিপে তা কমে দাঁড়ায় ১১ দশমিক ৬ শতাংশ (হ্রাসের হার ৩৫.২ শতাংশ)।

২০২৩ ও ২০২৫ সালে ঘুমের শিকার হওয়া খানার তুলনামূলক চিত্রে দেখা যায়, অন্তত একটি সেবাখাতে ঘুম দেওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে, এমন খানার হার ২০২৩ সালের ৫০ দশমিক ৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫ সালে ৬৩ দশমিক ৬ শতাংশে পৌঁছেছে (বৃদ্ধির হার ২৫.২ শতাংশ) (সারণি-৩.৬)। কৃষি, শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত), বীমা, এনজিও, ব্যাংকিং, স্বাস্থ্য (সরকারি), জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা, ভূমি, জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি), বিদ্যুৎ, বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা এবং পাসপোর্ট সেবায় ঘুমের শিকার হওয়ার হার বেড়েছে। কৃষি খাতে ঘুমের শিকার হওয়ার হার সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে - ২০২৩ সালে কৃষি খাতে ঘুমের অভিজ্ঞতা ছিল ৭ দশমিক ১ শতাংশ খানার, যা ২০২৫ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৯ দশমিক ৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ, এ খাতে ঘুমের শিকার হওয়ার হার প্রায় ৫৯৪ দশমিক ৪ শতাংশ (প্রায় ৬ গুণ) বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষা খাতেও ঘুমের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। সরকারি ও এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঘুমের শিকার হওয়া খানার হার ১৪ দশমিক ৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪ দশমিক ৮ শতাংশে পৌঁছেছে (বৃদ্ধির হার ১৩৫.১ শতাংশ)।

সারণি ৩.৬: বিভিন্ন সেবাখাতে ঘুমের শিকার হওয়া খানা* (%) : ২০২৩ ও ২০২৫ এর জরিপের তুলনা**

সেবাখাত	খানা জরিপ			হ্রস-বৃদ্ধির হার (%)
	২০২৩	২০২৫		
কমপক্ষে একটি খাতে ঘুমের শিকার	৫০.৮	৬৩.৬	↑	২৫.২
কৃষি	৭.১	৪৯.৩	↑	৫৯৪.৪
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	১৪.৮	৩৪.৮	↑	১৩৫.১
বীমা	১.২	২.৭	↑	১২৫.০
এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	০.৫	১.১	↑	১২০.০
ব্যাংকিং	০.৭	১.৪	↑	১০০.০
স্বাস্থ্য (সরকারি)	১৯.১	২৯.৭	↑	৫৫.৫
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	৮.৩	১২.৫	↑	৫০.৬
ভূমি	৩২.৩	৪৭.৬	↑	৪৭.৪
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)	১৬.১	২১.৯	↑	৩৬.০
বিদ্যুৎ	৫.৮	৬.৮	↑	১৭.২
বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা	৩৪.১	৩৯.৬	↑	১৬.১
পাসপোর্ট	৭৪.৮	৭৬.৬	↑	২.৪
কর ও শুল্ক	২.৩	২.৮	↑	২১.৭
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	২৯.৭	২৭.৭	↓	-৬.৭

সেবাখাত	খানা জরিপ			হ্রস-বৃদ্ধির হার (%)
	২০২৩	২০২৫		
বিআরটিএ	৭১.৯	৬৩.৬	↓	-১১.৫
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৫৮.৩	৪৯.৩	↓	-১৫.৪
গ্যাস	১৬.৭	৬.০	↓	-৬৪.১
অন্যান্য (এমএফএস, ওয়াসা, বিআরডিবি, রেল সেবা ইত্যাদি)	১.৮	১.৩	↓	-২৭.৮

*সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

**একই নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অন্যদিকে, যেসব খাতে ২০২৩-এর তুলনায় ২০২৫-এ ঘুমের শিকার হওয়ার হার হ্রাস পেয়েছে সেগুলো হচ্ছে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, বিআরটিএ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা এবং গ্যাস। ২০২৩ সালের তুলনায় ঘুমের শিকার হওয়া খানার হারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কমেছে গ্যাস খাতে, যেখানে ২০২৩ সালের ১৬ দশমিক ৭ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২৫ সালে ৬ শতাংশ হয়েছে (হ্রাসের হার ৬৪.১ শতাংশ)। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কমেছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, ২০২৩ সালের ৫৮ দশমিক ৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২৫ সালে ৪৯ দশমিক ৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

তবে ঘুমের পরিমাণের ক্ষেত্রে সকল খাত বিবেচনায় খানাপ্রতি গড় ঘুমের পরিমাণ প্রায় ৯ দশমিক ৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে - ২০২৩ সালে ঘুমের শিকার খানাপ্রতি গড়ে ৫ হাজার ৬৮০ টাকা থেকে ২০২৫ সালে কমে ৫ হাজার ১২৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে (সারণি-৩.৭)। ব্যাংকিং খাতে ঘুম বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩ সালে এ খাতে গড় ঘুমের পরিমাণ ছিল ৬ হাজার ৬৮১ টাকা, যা ২০২৫ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯ হাজার ৩২২ টাকায় দাঁড়িয়েছে (বৃদ্ধির হার ১৮৯.২ শতাংশ)। অন্যান্য যেসব খাতে ঘুমের পরিমাণ বেড়েছে সেগুলো হচ্ছে শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত), আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং বিআরটিএ অন্যতম। উল্লেখ্য, সরকারি ও এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গড় ঘুমের পরিমাণ ৭১১ টাকা থেকে বেড়ে ১ হাজার ৪৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে (বৃদ্ধির হার ৪৭.৫ শতাংশ)। এছাড়া আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সেবায় গড় ঘুমের পরিমাণ ৫ হাজার ২২১ টাকা থেকে বেড়ে ৭ হাজার ৪০৭ টাকা হয়েছে (বৃদ্ধির হার ৪১.৯ শতাংশ)।

সারণি ৩.৭: বিভিন্ন সেবাখাতে ঘুম বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ* (টাকা): ২০২৩ ও ২০২৫ এর জরিপের তুলনা**

সেবাখাত	খানা জরিপ			হ্রস-বৃদ্ধির হার (%)
	২০২৩	২০২৫		
সকল খাত বিবেচনায় খানাপ্রতি গড় ঘুমের পরিমাণ	৫,৬৮০	৫,১২৪	↓	-৯.৮
ব্যাংকিং	৬,৬৮১	১৯,৩২২	↑	১৮৯.২
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৭১১	১,০৪৯	↑	৪৭.৫
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৫,২২১	৭,৪০৭	↑	৪১.৯
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৮৮৪	৯২৩	↑	৪.৪
বিআরটিএ	৬,৬৫৪	৬,৯২৩	↑	৪.০
ভূমি	১১,৭৭৬	১১,৩১০	↓	-৪.০
বিদ্যুৎ	২,৪৩১	২,২৬১	↓	-৭.০
পাসপোর্ট	৪,৮৭৯	৪,৫৩২	↓	-৭.১
কৃষি	১,৭১৩	১,৪০২	↓	-১৮.২
বিচারিক সেবা	৩০,৯৭২	২৪,৬৯১	↓	-২০.৩
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)	৩,০৫১	১,৯৩৫	↓	-৩৬.৬
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	২,৬৫৬	১,২৩৩	↓	-৫৩.৬
স্বাস্থ্য (সরকারি)	৬০০	২৫৮	↓	-৫৭.০
অন্যান্য (এমএফএস, ওয়াসা, বিআরডিবি, রেলওয়ে সেবা ইত্যাদি)	২,৫৭৮	৩,১৪৬	↑	২২.০

*ঘুম বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

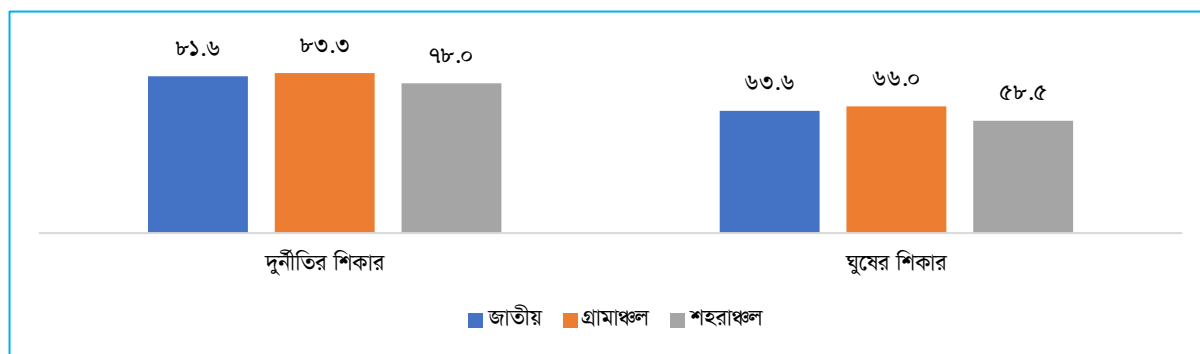
**নমুনা সংখ্যা কম হওয়ায় কিছু খাতে ঘুমের পরিমাণ বিশ্লেষণ করা হয়নি

অন্যদিকে, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে ঘুমের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ভূমি, বিদ্যুৎ, পাসপোর্ট, কৃষি, বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা, জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি), জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা এবং স্বাস্থ্যসেবা (সরকারি)। সরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাতে ঘুমের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি হ্রাস পেয়েছে - এ খাতে খানাপ্রতি গড় ঘুমের পরিমাণ ৫৭ শতাংশ কমে ২৫৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে (২০২৩ সালে ছিল ৬০০ টাকা)। তাছাড়া বিচার সংশ্লিষ্ট সেবা, কৃষি ও পাসপোর্ট সেবায় খানাপ্রতি গড় ঘুমের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে।

৩.১০ অবস্থান, খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা এবং আয়ের শ্রেণি ও লিঙ্গভেদে পার্থক্য

অঞ্চলভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, গ্রাম ও শহরাঞ্চলের খানাপ্রধানের মধ্যে সেবাখাতে দুর্নীতির শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান (চিত্র ৩.৫)। গ্রামাঞ্চলে ৮৩ দশমিক ৩ শতাংশ খানা অন্তর্গত একটি সেবাখাতে কোনো না কোনো ধরনের দুর্নীতির অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছে, যেখানে শহরাঞ্চলে এ হার ৭৮ শতাংশ। এই ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হয়, গ্রামাঞ্চলের জনগণ তুলনামূলকভাবে বেশি মাত্রায় দুর্নীতি ও অনিয়মের সম্মুখীন হচ্ছে। একইভাবে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রেও গ্রামাঞ্চলের হার শহরাঞ্চলের তুলনায় বেশি। জরিপে, গ্রামাঞ্চলের ৬৬ শতাংশ খানা সেবা গ্রহণের সময় ঘুষ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, যেখানে শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে এই হার ৫৮ দশমিক ৫ শতাংশ।

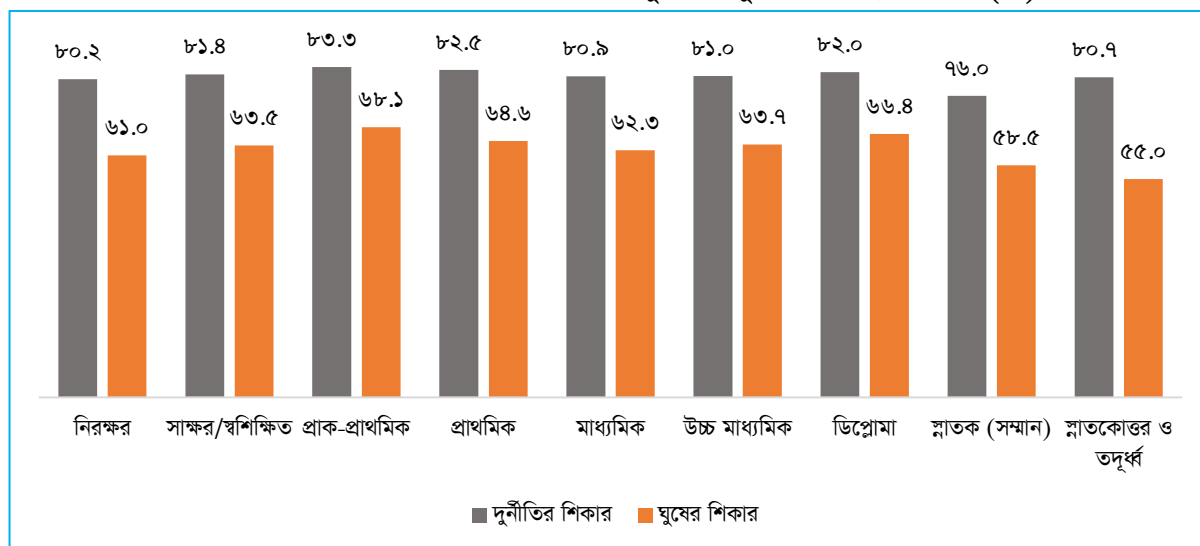
চিত্র ৩.৫: অঞ্চলভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানা* (%)



*সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতাভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হারে খুব বেশি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি (চিত্র ৩.৬)। নিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন খানাপ্রধানের তুলনায় উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন খানাপ্রধানের মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার তুলনামূলকভাবে কম লক্ষ করা যায়। শিক্ষার স্তরভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার সর্বোচ্চ ছিল যেসব খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রাক-প্রাথমিক (৮৩.৩ শতাংশ), এরপর প্রাথমিক (৮২.৫ শতাংশ)। অন্যদিকে, সর্বনিম্ন হার পরিলক্ষিত হয় স্নাতক (সম্মান) বা সমমান পর্যায়ে পড়াশুনা করা খানাপ্রধানের ক্ষেত্রে (৭৬ শতাংশ)। ঘুষের শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ হার ছিল প্রাক-প্রাথমিক স্তরে (৬৮.১ শতাংশ) এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ হার ডিপ্লোমা স্তরে (৬৬.৮ শতাংশ)। বিপরীতে, সর্বনিম্ন হার দেখা যায় স্নাতকোত্তর ও তদুর্ধ্ব স্তরে (৫৫ শতাংশ) এবং দ্বিতীয় সর্বনিম্ন হার স্নাতক (সম্মান) স্তরে (৫৮.৫ শতাংশ)।

চিত্র ৩.৬: খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতাভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানা* (%)

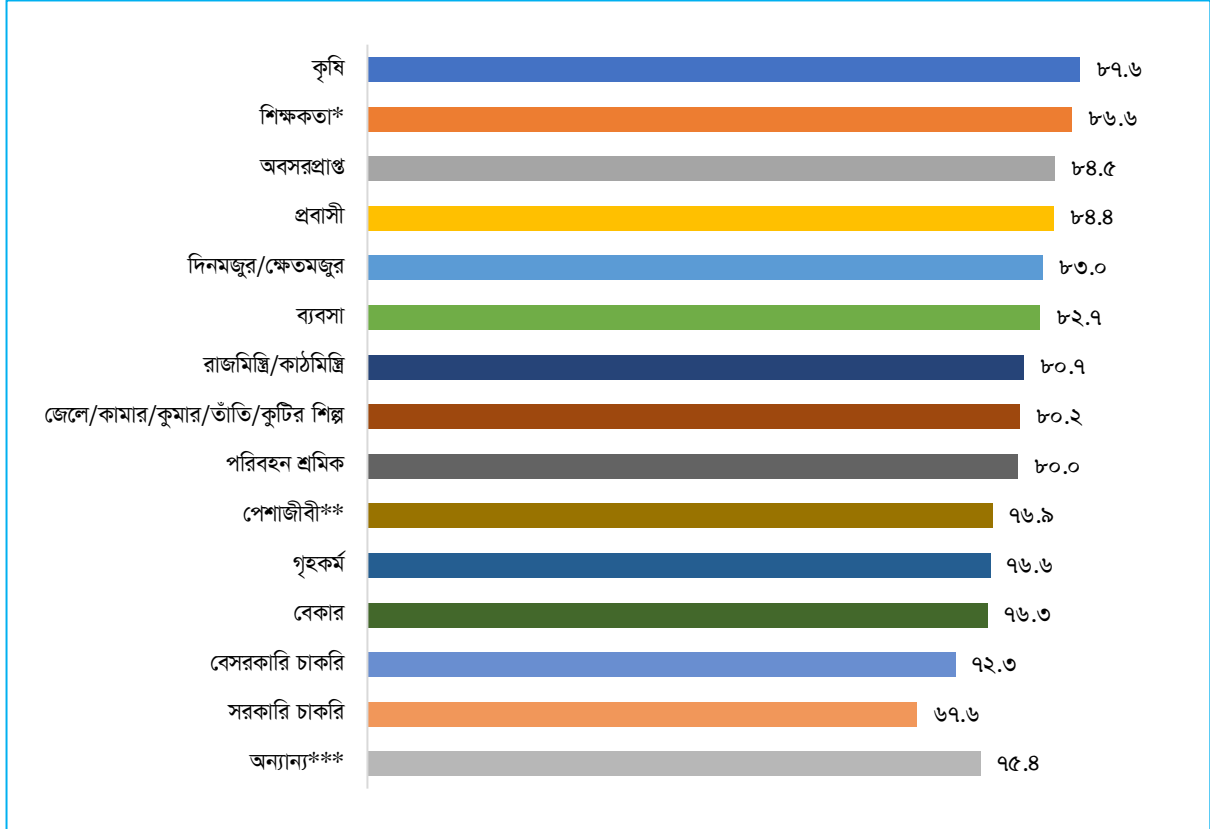


*সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেবাপ্রক্রিয়া, নাগরিক অধিকার ও সরকারি নিয়মকানুন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ঘুষের শিকার হওয়ার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে কমে আসে। পাশাপাশি উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের তথ্যপ্রাপ্তি, বিকল্প সেবা গ্রহণের সক্ষমতা এবং প্রশাসনিক প্রক্রিয়া মোকাবিলায় দক্ষতা বেশি থাকায় তারা অনেক ক্ষেত্রে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার চাপ এড়াতে বেশি সক্ষম।

জরিপে খানাপ্রধানের পেশার ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার হওয়ার চিত্রে দেখা যায় কৃষিকাজে (কৃষিকর্ম, মৎস্যচাষ, খামারি, পশুপালন ইত্যাদি) নিয়োজিত খানাগুলোর মধ্যে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার সবচেয়ে বেশি, যা ৮৭ দশমিক ৬ শতাংশ (চিত্র ৩.৭)। এছাড়া যেসব খানার খানাপ্রধান শিক্ষকতা, অবসরপ্রাপ্ত, শ্রমজীবী, দিনমজুর বা ক্ষেতমজুর ইত্যাদি খানাগুলোর মধ্যেও দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার তুলনামূলকভাবে বেশি, তাদের ৮০ শতাংশের অধিক খানা সেবাহ্রহণে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। অন্যদিকে সরকারি চাকরিজীবী খানাগুলোর মধ্যে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার সবচেয়ে কম, যা ৬৭ দশমিক ৬ শতাংশ। এছাড়া বেসরকারি চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে এ হার ৭২ দশমিক ৩ শতাংশ এবং যেসকল খানার খানাপ্রধান পেশাজীবী (আইনজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি) সেসকল খানার দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার ৭৬ দশমিক ৯ শতাংশ। সার্বিকভাবে প্রায় সব পেশার খানাই উল্লেখযোগ্য মাত্রায় দুর্নীতির অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে, তবে কৃষিনির্ভর পেশা, শ্রমজীবী ও অনানুষ্ঠানিক খাতের পেশাসমূহে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার অন্যান্য পেশার তুলনায় বেশি।

চিত্র ৩.৭: খানাপ্রধানের পেশাভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%)



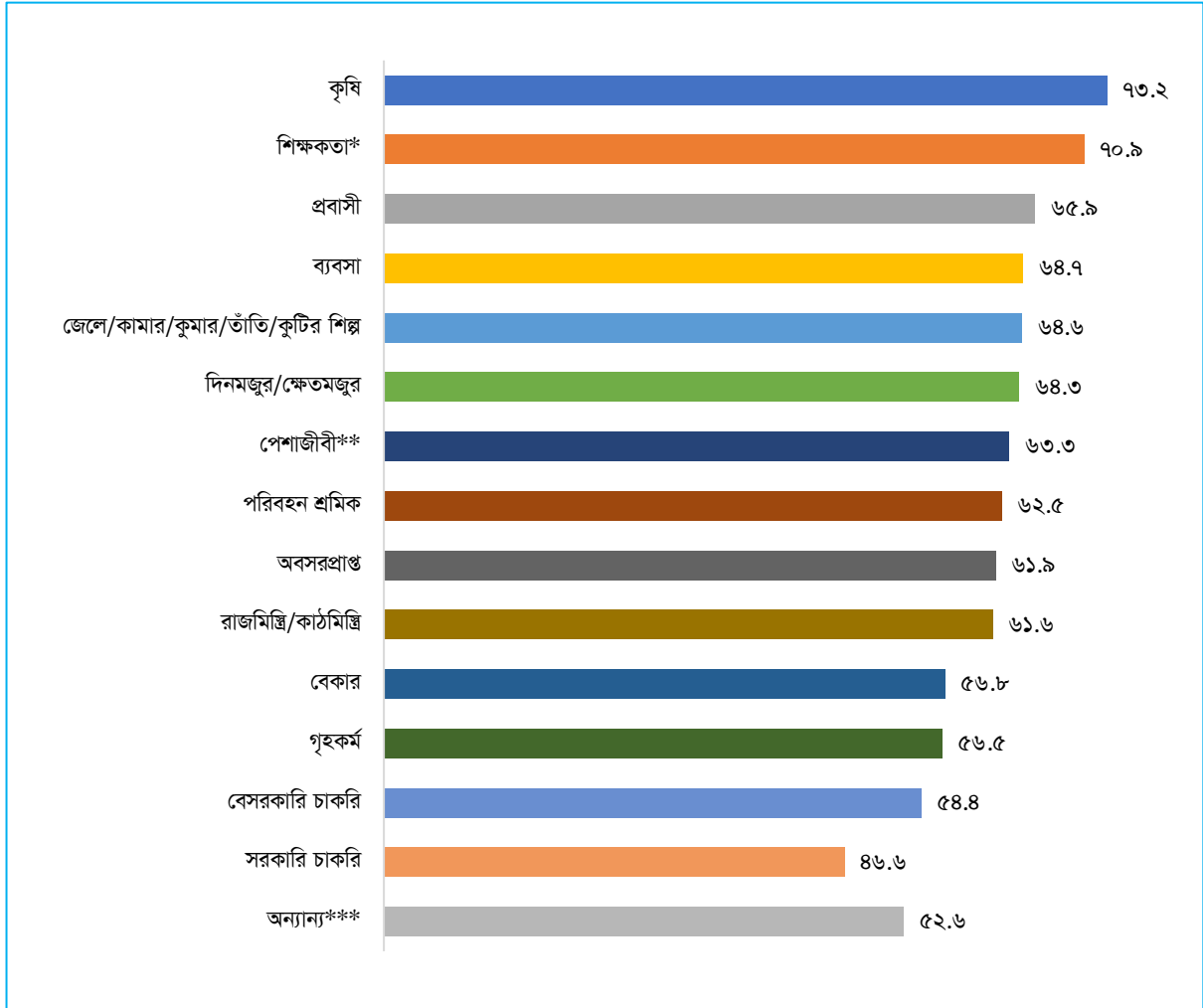
*সরকারি ও বেসরকারি।

**ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার/আইনজীবী।

***দর্জি, বাবুর্চি, জনপ্রতিনিধি, ইমাম/পুরোহিত/ধর্মগুরু/যাজক/নান ইত্যাদি।

অন্যদিকে কৃষিনির্ভর ও নিম্নআয়ের পেশাজীবী শ্রেণির মধ্যে ঘুষের শিকার হওয়ার প্রবণতা সরকারি ও বেসরকারি চাকরিজীবী এবং অপেক্ষাকৃত সংগঠিত পেশার চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি (চিত্র ৩.৮)। খানাপ্রধান কৃষিকাজে (কৃষি, মৎস্যচাষ, খামারি, পশুপালন ইত্যাদি) নিয়োজিত রয়েছে এমন খানাগুলোর মধ্যে ঘুষের শিকার হওয়ার হার সর্বোচ্চ, যা ৭৩ দশমিক ২ শতাংশ। এছাড়া যেসব খানার খানাপ্রধানের পেশা শিক্ষকতা সেসব খানার ক্ষেত্রে এ হার ৭০ দশমিক ৯ শতাংশ, যা জাতীয় গড়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে বেশি। এছাড়াও যেসব খানাপ্রধান প্রবাসী, ব্যবসার (ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ) সঙ্গে সম্পৃক্ত, জেলে, কামার, কুমার, তাঁতি, কুটিরশিল্প ও মৃৎশিল্প পেশায় নিয়োজিত তাদের ৬৫ শতাংশ খানা সেবাহ্রহণে ঘুষের শিকার হয়েছে। অন্যদিকে যেসব খানার খানাপ্রধান সরকারি চাকরিজীবী সেসব খানার ঘুষের শিকার হওয়ার হার অন্যান্য পেশা ও জাতীয় গড়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে কম, যা ৪৬ দশমিক ৬ শতাংশ।

চিত্র ৩.৮: খানাপ্রধানের পেশাভেদে ঘুষের শিকার হওয়া খানা (%)



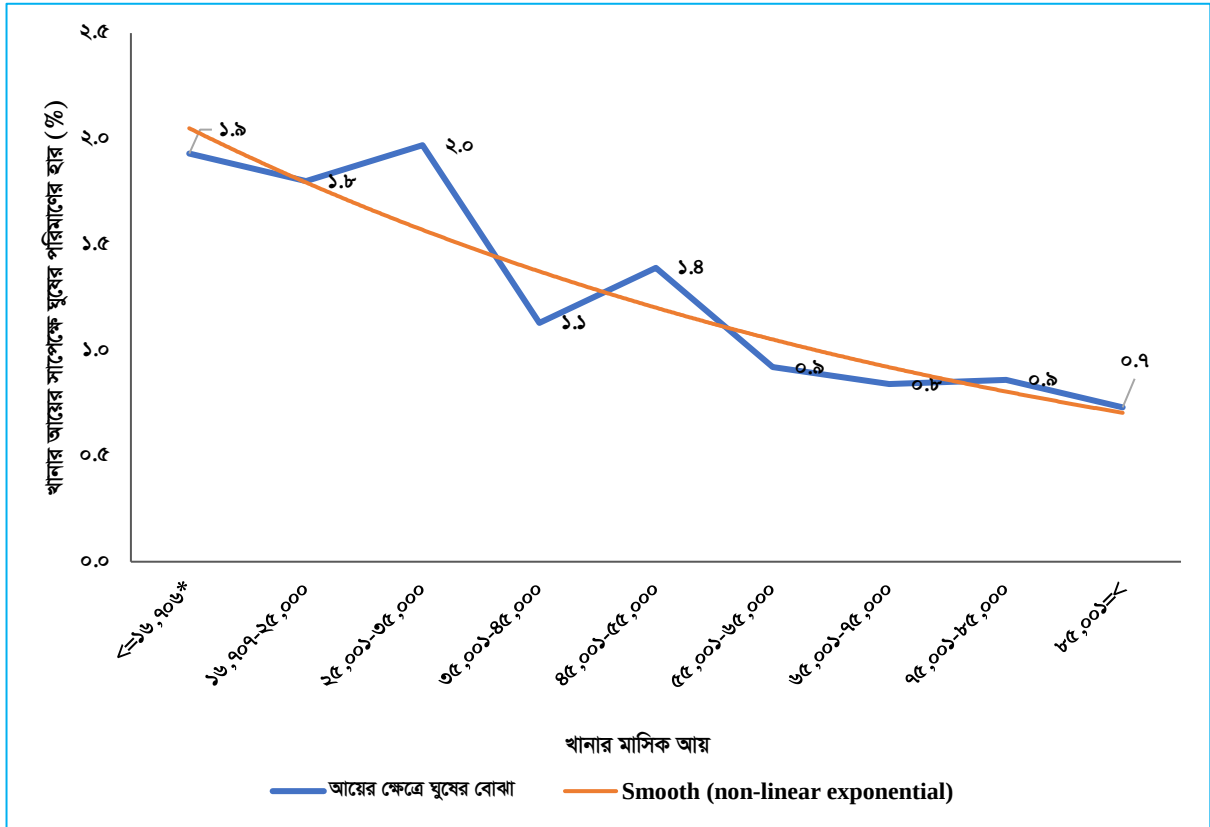
*সরকারি ও বেসরকারি।

**ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার/আইনজীবী।

***দর্জি, বাবুর্চি, জনপ্রতিনিধি, ইমাম/পুরোহিত/ধর্মগুরু/যাজক/নান ইত্যাদি

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের আপেক্ষিক বোঝা (relative cost of corruption) দরিদ্র খানাগুলোর ওপর বেশি। জরিপে নয়টি ভিন্ন ভিন্ন আয়ের শ্রেণিতে খানাগুলোর ঘুষের পরিমাণ বিশ্লেষণে দেখা যায়, যেসব খানার মাসিক আয় ১৬ হাজার ৭০৭ টাকার কম (নিম্ন দারিদ্র্যসীমা) তাদের তুলনায় যেসব খানার মাসিক আয় ৮৫ হাজার টাকার বেশি তাদের ওপর ঘুষের বোঝা কম, অর্থাৎ নিম্ন আয়ের খানার ওপর ঘুষের ভার বা বোঝা উচ্চ আয়ের খানার তুলনায় বেশি (চিত্র ৩.৯)। জরিপের তথ্য অনুযায়ী যেসব খানার মাসিক আয় ১৬ হাজার ৭০৭ টাকার নিচে সেসব খানা বছরে মোট যে পরিমাণ অর্থ ঘুষ হিসেবে দেয় তা তাদের মোট মাসিক আয়ের ১ দশমিক ৯ শতাংশ। অন্যদিকে যেসব খানার মাসিক আয় ৮৫ হাজার টাকার উর্ধ্বে তাদের মোট মাসিক আয়ের শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ করে ঘুষ হিসাবে দিতে হয়েছে।

চিত্র ৩.৯: খানার আয়ের তুলনায় ঘুষের বোঝা



*মূল্যস্ফীতি বিবেচনা করে বিবিএস ২০২২-এর উচ্চ দারিদ্র্যসীমার প্রাক্কলিত পরিমাণ ২০২৫ সালে ১৬,৭০৬ টাকা হয়েছে।

৩.১১ খানার পক্ষে সেবা গ্রহণকারীর লিঙ্গ ও বয়সভেদে দুর্নীতি ও ঘুষ

সেবা গ্রহণকারীর দুর্নীতির শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে লিঙ্গভেদে পরিসংখ্যানগতভাবে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য (statistically significant) লক্ষ্য করা যায়। জরিপে খানার পক্ষে নারী সেবা গ্রহণকারীদের হার (৪৫.২ শতাংশ) পুরুষ (৫৪.৮ শতাংশ) সেবা গ্রহণকারীদের হারের তুলনায় কম হলেও শিক্ষা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা, বীমা ইত্যাদি খাতে নারীদের অংশগ্রহণ পুরুষদের তুলনায় বেশি। অপরদিকে, পুরুষ সেবা গ্রহণকারীরা কৃষি, ভূমি, পাসপোর্ট, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, পাসপোর্ট ইত্যাদি তুলনামূলক বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত খাত থেকে সেবা নেয়, তাই পুরুষদের দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার নারীদের তুলনায় বেশি। জরিপে নারী সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার ৪৭ দশমিক ৩ শতাংশ, যেখানে পুরুষ সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে এ হার ৬০ দশমিক ২ শতাংশ (সারণি ৩.৮)। একইভাবে সেবাগ্রহীতাদের ঘুষের শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নারী সেবাগ্রহীতাদের ২৪ দশমিক ৩ শতাংশ ঘুষের শিকার হয়েছে, এ হার পুরুষ সেবাগ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ৪০.৮ শতাংশ।

সারণি ৩.৮: খাতভেদে সেবাগ্রহীতা নারী-পুরুষের দুর্নীতির শিকার হওয়া* (%)

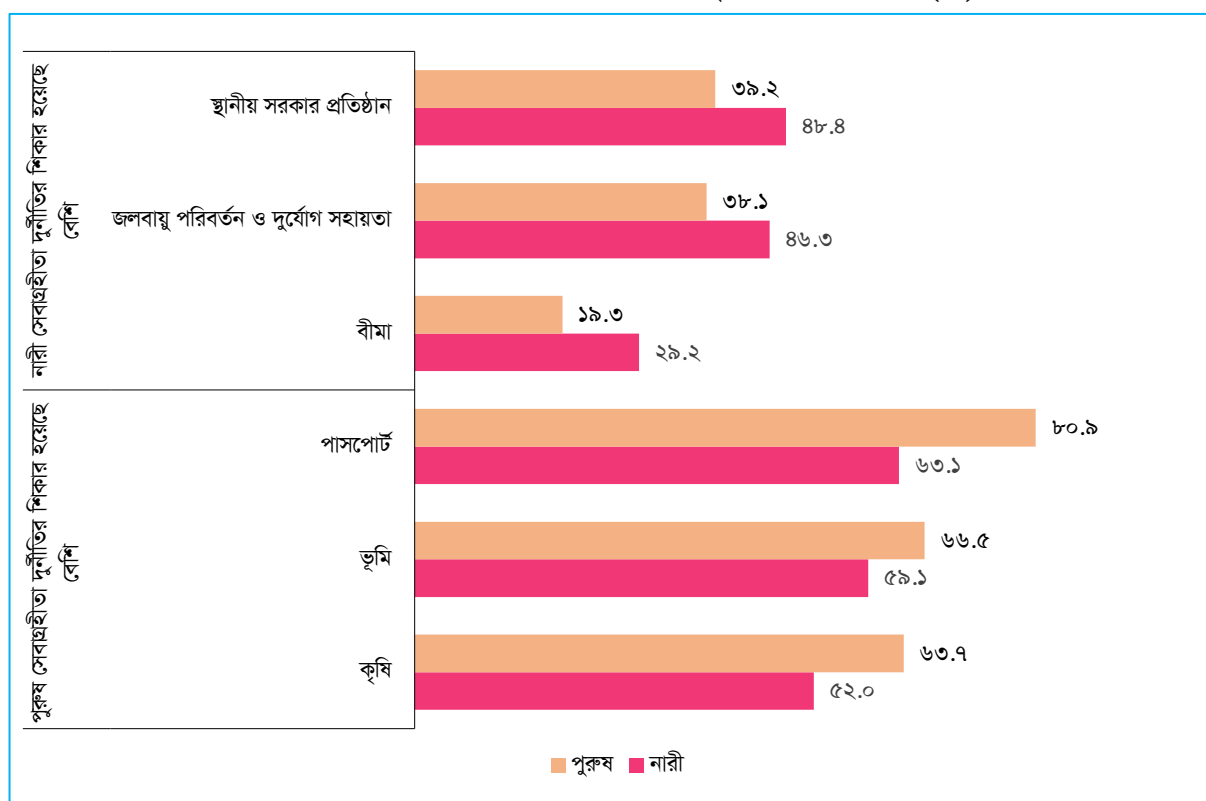
সেবাখাত	দুর্নীতির শিকার			ঘুষের শিকার		
	জাতীয়	নারী	পুরুষ	জাতীয়	নারী	পুরুষ
কমপক্ষে একটি খাতে দুর্নীতির শিকার	৫৪.৩	৪৭.৩	৬০.২	৩৩.২	২৪.৩	৪০.৮
পাসপোর্ট	৭৮.৮	৬৩.১	৮০.৯	৭০.৭	৫৮.৬	৭২.৪
বিআরটিএ	৭৮.৮	৫১.১	৭৯.১	৬৩.০	৫১.১	৬৩
বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা	৭১.১	৬৯.১	৭১.৫	৩৯.৪	৪০.১	৩৯.৩
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৬৯.০	৬৫.৭	৬৯.৫	৪৯.৪	৪১.৬	৫০.৫
ভূমি	৬৫.৮	৫৯.১	৬৬.৫	৪৭.০	৩৭.৯	৪৭.৯
কৃষি	৬৩.২	৫২.০	৬৩.৭	৪৮.১	৩২.৬	৪৮.৮
স্বাস্থ্য (সরকারি)	৫৮.৪	৫৭.৪	৫৯.৮	২৫.২	২৩.৪	২৮.১
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)	৪৩.৮	৪২.৫	৪৫	২০.০	১৮.৩	২১.৬
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৪২.১	৪২.৬	৪১.৫	২৫.৪	২৫.৬	২৫.২

সেবাখাত	দুর্নীতির শিকার			ঘুষের শিকার		
	জাতীয়	নারী	পুরুষ	জাতীয়	নারী	পুরুষ
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৪১.৮	৪৮.৪	৩৯.২	২৪.০	২৬.৫	২৩
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	৪১.২	৪৬.৩	৩৮.১	১২.৫	৭.২	১৫.৫
বিদ্যুৎ	৩৫.৭	৩৫.৫	৩৫.৭	৬.৬	৫.৯	৬.৮
গ্যাস	২৫.৯	৩৫.২	২৪.১	৬.৬	১১.৩	৫.৭
বীমা	২৫.৪	২৯.২	১৯.৩	২.৫	৩.৪	১.৩
ব্যাংকিং	১৫.১	১৬.৪	১৪.৪	১.২	০.৮	১.৪
এনজিও	১৩.২	১৩.৩	১৩.৬	১.৩	১.৩	১.৪
কর ও শুল্ক	১১.২	১০.৬	১১.৩	২.৭	৪.৬	২.৫
অন্যান্য (এমএফএস, ওয়াসা, বিআরডিবি, রেলওয়ে সেবা ইত্যাদি)	৭.৮	১০.৫	৬.৯	১.৩	১.৮	১.১

*সেবাগ্রহীতার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

জরিপে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (নারী ৪৮.৪ শতাংশ এবং পুরুষ ৩৯.২ শতাংশ), জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা (নারী ৪৬.৩ শতাংশ এবং পুরুষ ৩৮.১ শতাংশ) এবং বীমা (নারী ২৯.২ শতাংশ এবং পুরুষ ১৯.৩ শতাংশ) সংক্রান্ত সেবা নিতে গিয়ে পুরুষদের তুলনায় নারীরা বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে যা পরিসংখ্যানগতভাবে উল্লেখযোগ্য (চিত্র ৩.১০)। তবে পাসপোর্ট (নারী ৬৩.১ শতাংশ এবং পুরুষ ৮০.৯ শতাংশ), ভূমি (নারী ৫৯.১ শতাংশ এবং পুরুষ ৬৬.৫ শতাংশ) এবং কৃষি (নারী ৫২ শতাংশ এবং পুরুষ ৬৩.৭ শতাংশ) সেবা গ্রহণে নারীদের তুলনায় পুরুষ সেবা গ্রহণকারীরা অধিক হারে দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

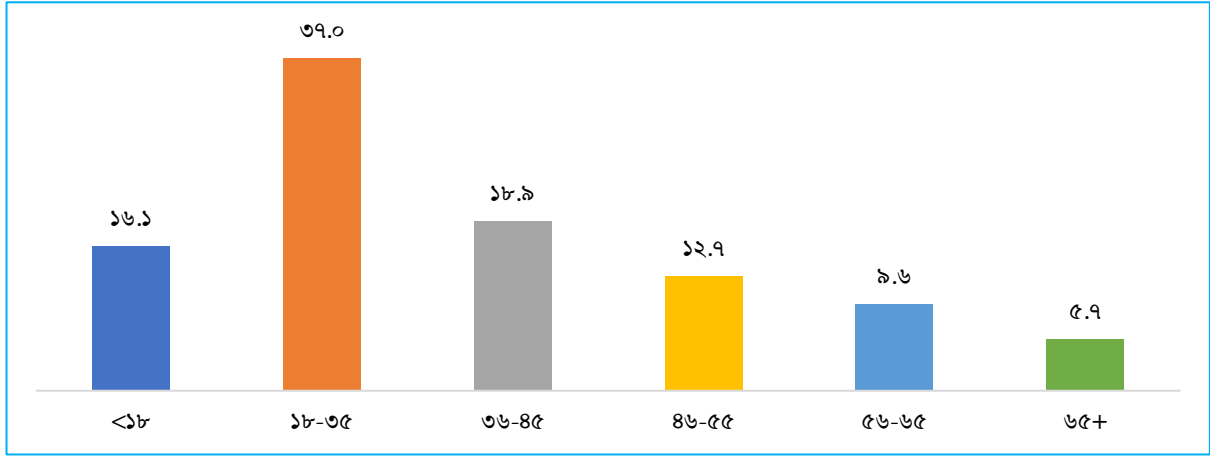
চিত্র ৩.১০: খানার পক্ষে সেবাগ্রহীতার লিঙ্গভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া* (%)



* 'Chi-square test' অনুযায়ী সার্বিকভাবে ও উপরোক্ত খাতগুলোতে নারী-পুরুষের দুর্নীতির শিকার হওয়ার হারে তারতম্য লক্ষ করা যায় ($p < 0.05$)

অপরদিকে, খানার পক্ষে সেবা গ্রহণকারীর বয়সভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় ১৮-৩৫ বছর বয়সের সেবাগ্রহীতারা অন্যান্য বয়স শ্রেণির তুলনায় বেশি দুর্নীতির শিকার (৩৭ শতাংশ) হয়েছে এবং সবচেয়ে কম দুর্নীতির শিকার (৫.৭ শতাংশ) হয়েছে ৬৫ বছরের বেশি বয়স্ক সেবাগ্রহীতারা (চিত্র ৩.১১)।

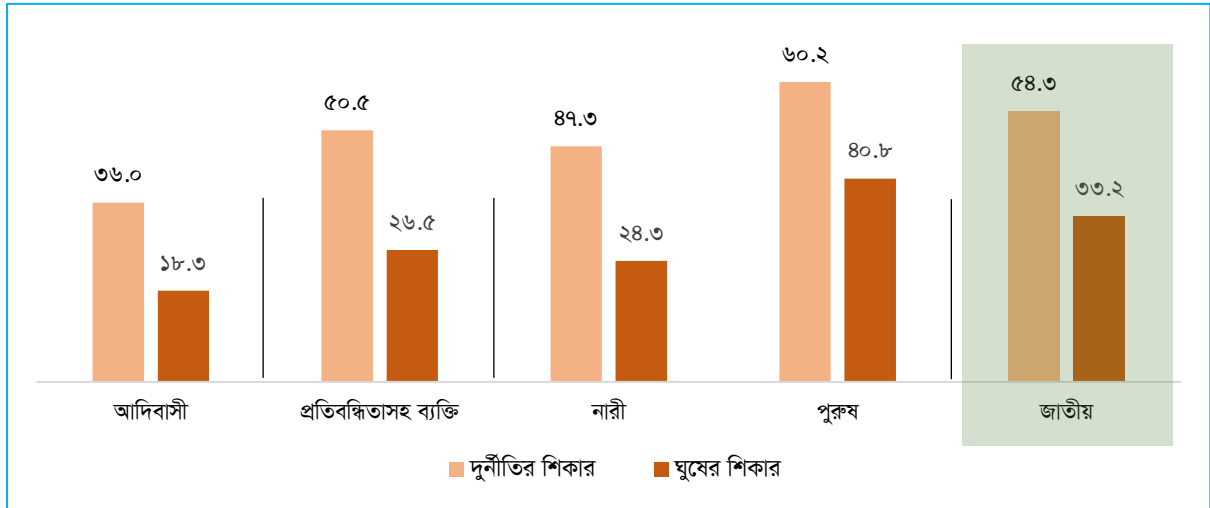
চিত্র ৩.১১: সেবা গ্রহণকারীর বয়সভেদে দুর্নীতির শিকার* (%)



৩.১২ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সেবাখাতে দুর্নীতি, বৈষম্য ও হয়রানির তুলনামূলক বেশি ঝুঁকির মধ্যে থাকে। তথ্যপ্রাপ্তির সীমাবদ্ধতা, ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা, সামাজিক বৈষম্য এবং সেবাপ্রাপ্তিতে অন্যের ওপর নির্ভরশীলতার কারণে তারা অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়, যা তাদের সেবাপ্রাপ্তির বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাকে আরও জটিল করে তোলে। বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য সেবাখাতে বিদ্যমান দুর্নীতি ও অনিয়ম তাদের নাগরিক অধিকার ও সমতাভিত্তিক সেবা প্রাপ্তির পথে অন্যদের তুলনায় অতিরিক্ত বাধা সৃষ্টি করে। জরিপে অংশগ্রহণকারী আদিবাসী সেবাগ্রহীতাদের ৩৬ শতাংশ সেবা নিতে গিয়ে কমপক্ষে একবার দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। এ চিত্র প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য অধিকতর চ্যালেঞ্জিং। জরিপে বিভিন্ন সেবাখাতে সেবা নিতে গিয়ে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের মধ্যে ৫০ দশমিক ৫ শতাংশ দুর্নীতির এবং ২৬ দশমিক ৫ শতাংশ ঘুষের শিকার হয়েছে (চিত্র ৩.১২)।

চিত্র ৩.১২: আদিবাসী, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি ও লিঙ্গভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার সেবাগ্রহীতা (%)

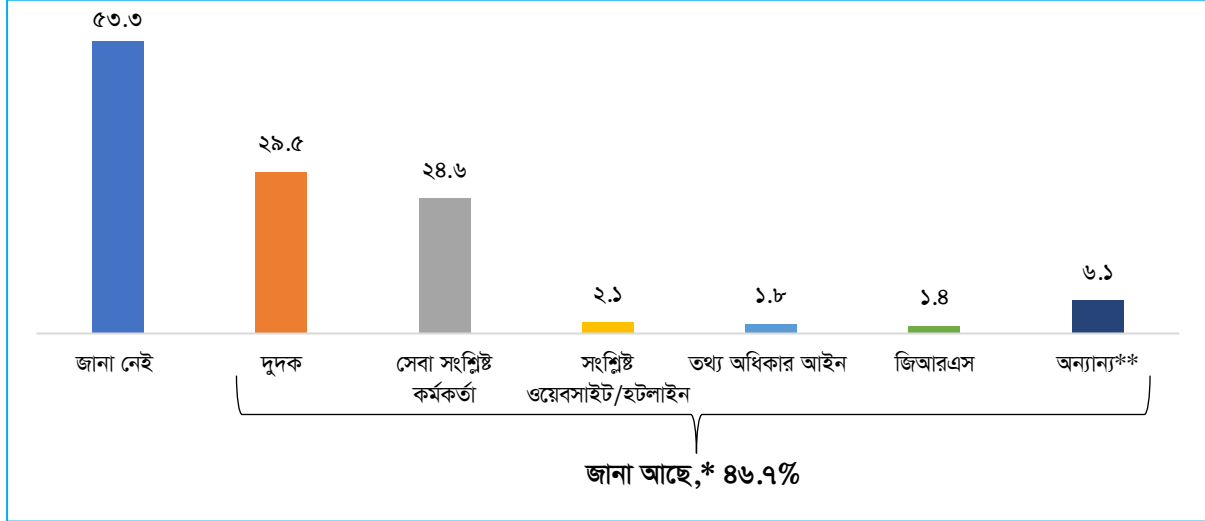


৩.১৩ দুর্নীতির অভিযোগ প্রতিকার

দুর্নীতির অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার কার্যকরতা সুশাসন ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত ব্যবস্থা থাকলেও বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ এসব ব্যবস্থা সম্পর্কে পর্যাপ্ত অবগত নয় অথবা কার্যকর প্রতিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে আস্থাহীনতায় ভোগে। অভিযোগ দাখিলের পর যথাসময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা, জটিল প্রশাসনিক প্রক্রিয়া, প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ এবং অভিযোগকারীর নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার ঘাটতির কারণে বেশিরভাগ সেবাগ্রহীতা দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে নিরুৎসাহিত হয়। এছাড়া প্রত্যন্ত অঞ্চল, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য অভিযোগ দাখিল ও অনুসরণ প্রক্রিয়া আরও কঠিন হয়ে পড়ে।

দুর্নীতির শিকার হলে কোথায় অভিযোগ জানাতে হবে সে সম্পর্কে জরিপে অংশগ্রহণকারী ৫৩ দশমিক ৩ শতাংশ খানার কোনো ধারণা নেই এবং ৪৬ দশমিক ৭ শতাংশ খানা অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত আছে (চিত্র ৩.১৩)। জরিপে ২৯ দশমিক ৫ শতাংশ খানা দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), ২৪ দশমিক ৬ শতাংশ সেবা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং ২ দশমিক ১ শতাংশ সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট/হটলাইন সম্পর্কে অবগত আছে। তবে, অভিযোগ জানানোর জন্য সরকারের ডিজিটাল ব্যবস্থা বা জিআরএস (গ্রিভেন্স রিডারেসাল সিস্টেম)^{**} সম্পর্কে জরিপে অংশগ্রহণকারী খানার মাত্র ১ দশমিক ৪ শতাংশ অবগত, যা দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারের সদিচ্ছার ঘাটতির বহিঃপ্রকাশ।

চিত্র ৩.১৩: দুর্নীতির অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা (%)

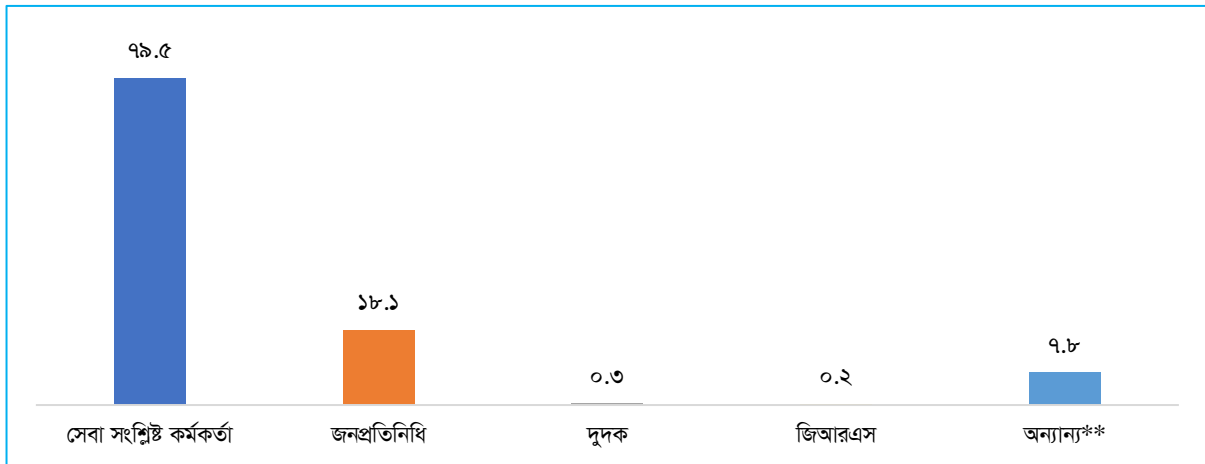


*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।

**জনপ্রতিনিধি, সেবা সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট, অভিযোগ বাক্স, ইউএনও ইত্যাদি।

জরিপে প্রায় অর্ধেক খানা অভিযোগ করার ব্যবস্থা সম্পর্কে জানলেও দুর্নীতির শিকার হয়ে মাত্র ১০ দশমিক ৩ শতাংশ খানা বিভিন্ন মাধ্যমে তাদের অভিযোগ দায়ের করেছে বা দায়েরের চেষ্টা করেছে। অভিযোগ দায়েরকারী বেশিরভাগ খানা (৭৯.৫ শতাংশ) সেবা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ দায়ের করেছে এবং মাত্র শূন্য দশমিক ২ শতাংশ জিআরএস-এর মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করেছে। যারা অভিযোগ করার ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত আছে, তাদের অধিকাংশ দুদক সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও অভিযোগ দায়ের করা খানার মাত্র শূন্য দশমিক ৩ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়ে দুদকে অভিযোগ করেছে (চিত্র ৩.১৪)।

চিত্র ৩.১৪: দুর্নীতির শিকার হয়ে অভিযোগ দায়েরের মাধ্যম* (%)

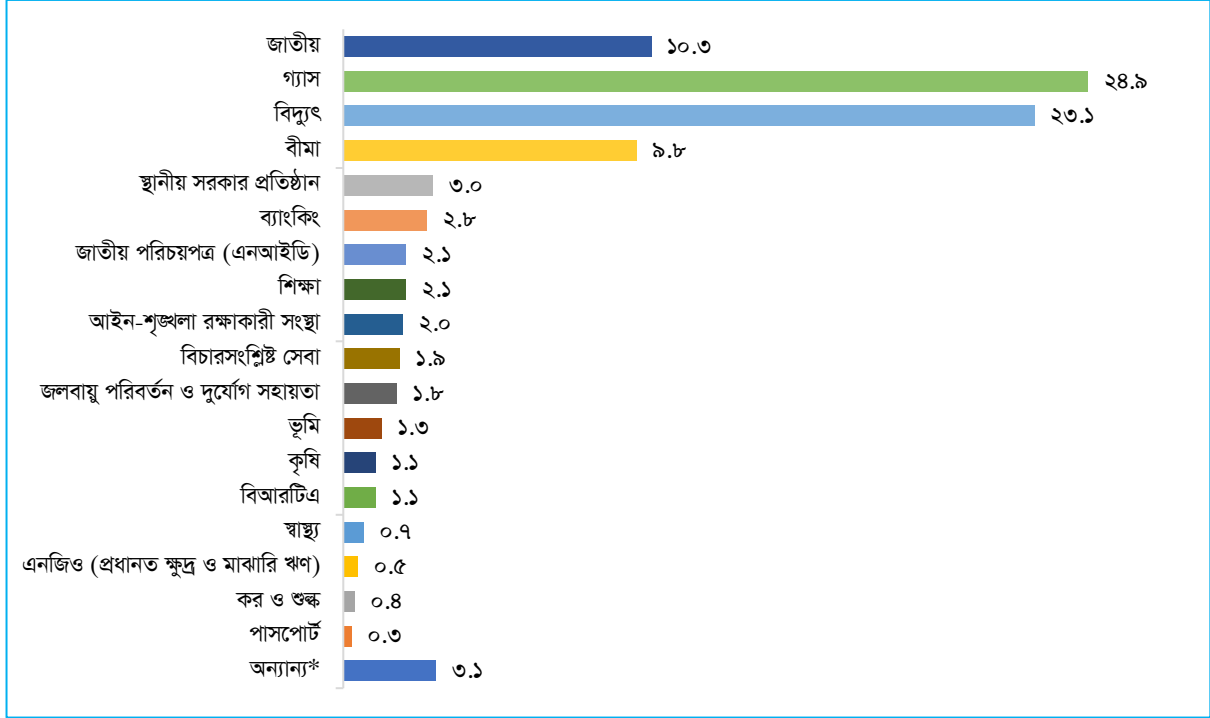


*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।

**ইউএনও, ডিসি ইত্যাদি।

দুর্নীতি-অনিয়মের শিকার হয়ে যেসব খানা অভিযোগ করেছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ দায়ের করেছে গ্যাস (২৪.৯ শতাংশ) সেবায় দুর্নীতির শিকার হয়ে (চিত্র ৩.১৫)। এছাড়া বিদ্যুৎ, বীমা, এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সেবার ক্ষেত্রে যথাক্রমে ২৩ দশমিক ১ শতাংশ, ৯ দশমিক ৮ শতাংশ এবং ৩ শতাংশ খানা দুর্নীতি-অনিয়মের শিকার হয়ে অভিযোগ দায়ের করেছে বা চেষ্টা করেছে।

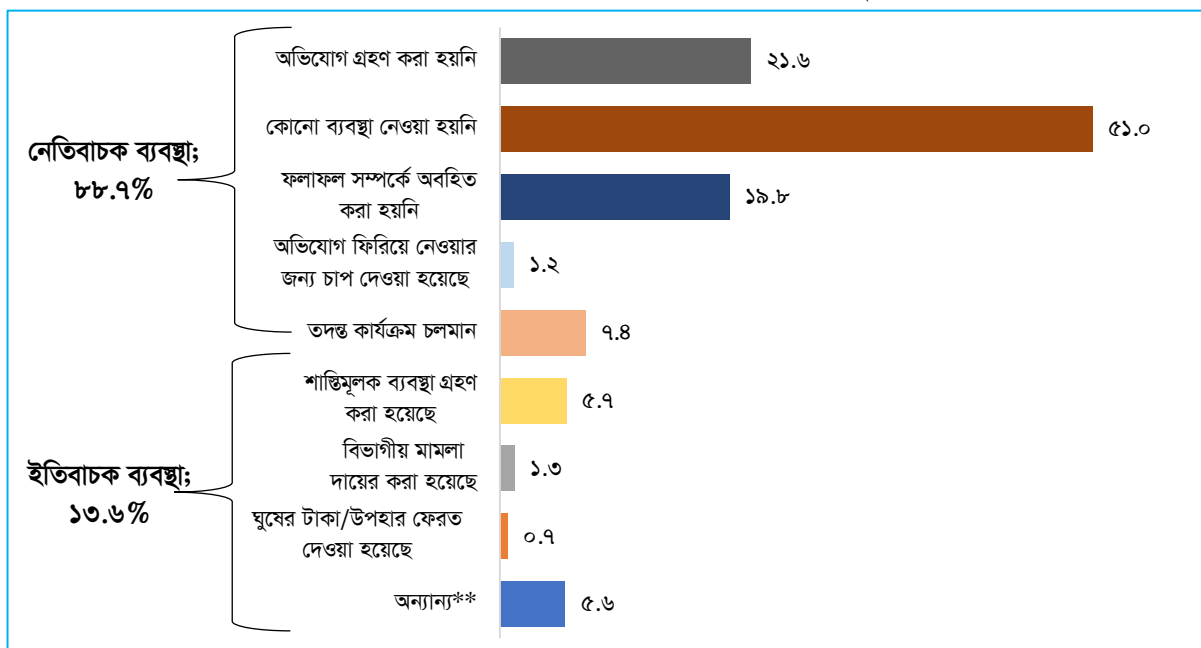
চিত্র ৩.১৫: খাতভিত্তিক দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার অভিযোগ দায়ের (%)



*এমএফএস, ওয়াসা, বিআরডিবি, রেলওয়ে সেবা ইত্যাদি।

যেসব খানা অভিযোগ করেছে তাদের অভিযোগ দায়েরের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপকে নেতিবাচক ও ইতিবাচক এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। গৃহীত পদক্ষেপের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ৮৮ দশমিক ৭ শতাংশ ক্ষেত্রে নেতিবাচক ও ১৩ দশমিক ৬ শতাংশ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ইতিবাচক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। নেতিবাচক ব্যবস্থার মধ্যে জরিপে অংশগ্রহণকারী দুর্নীতির শিকার খানার ২১ দশমিক ৬ শতাংশ অভিযোগ দায়েরের চেষ্টা করলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাদের অভিযোগ গ্রহণ করেনি এবং ৫১ শতাংশ খানার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি (চিত্র ৩.১৬)। অন্যদিকে দুর্নীতির শিকার হয়ে অভিযোগ দায়ের করা ৭ দশমিক ৪ শতাংশ খানার দায়েকৃত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং ৫ দশমিক ৭ শতাংশ খানার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

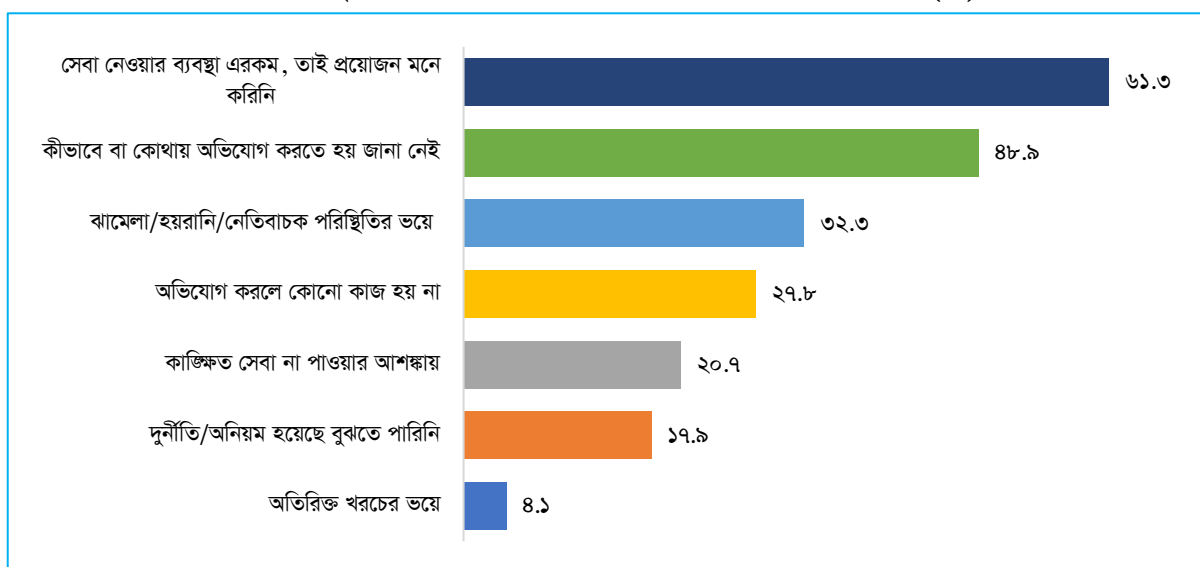
চিত্র ৩.১৬: দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার অভিযোগ দায়েরের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত পদক্ষেপ* (%)



*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।

অপরদিকে, যেসব খানা অভিযোগ করেনি, তারা দুর্নীতির শিকার হয়েও অভিযোগ দায়ের না করার একাধিক কারণ উল্লেখ করেছে (চিত্র ৩.১৭)। এর মধ্যে সর্বাধিক খানা 'সেবা নেওয়ার ব্যবস্থাই দুর্নীতিগ্রস্ত, তাই অভিযোগ করার প্রয়োজন মনে করেনি' (৬১.৩ শতাংশ), ৪৮ দশমিক ৯ শতাংশ খানা কীভাবে বা কোথায় অভিযোগ করতে তা জানা না থাকায় অভিযোগ করেনি এবং ৩২ দশমিক ৩ শতাংশ খানা বামেলা, হয়রানি বা নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে দুর্নীতির শিকার হয়েও অভিযোগ করেনি। এছাড়া ১৭ দশমিক ৯ শতাংশ খানা দুর্নীতি বা অনিয়মের শিকার হয়েছে তা বুঝতে পারেনি।

চিত্র ৩.১৭: দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার অভিযোগ দায়ের না করার কারণ* (%)

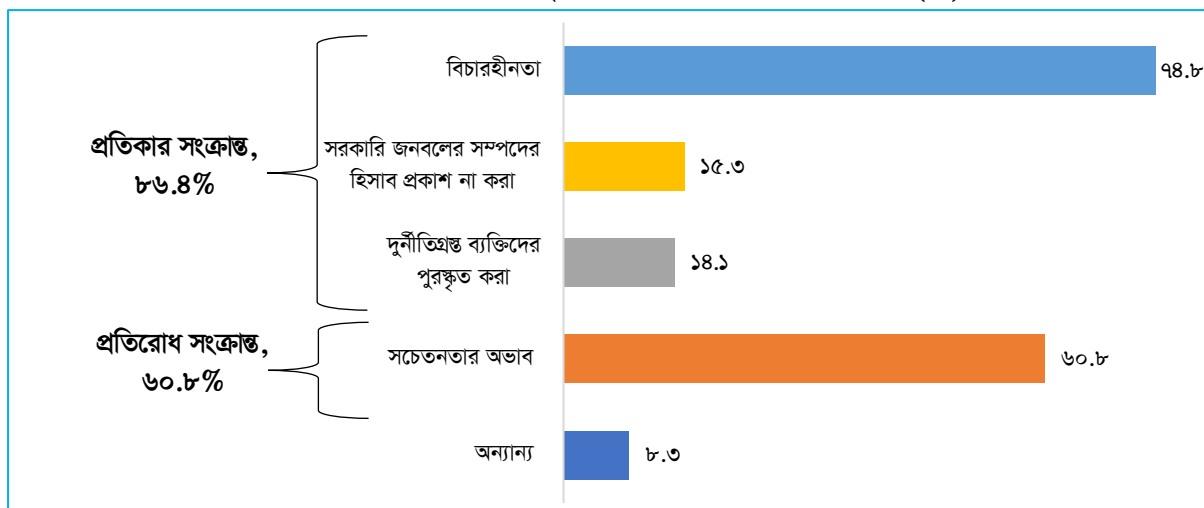


* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।

৩.১৪ দুর্নীতির কারণ এবং প্রতিরোধে খানার মতামত

জরিপে দুর্নীতির কারণ ও প্রতিরোধে অংশগ্রহণকারী খানার মতামত জানতে চাওয়া হয়, যেখানে অংশগ্রহণকারী খানাগুলো দুই ধরনের ঘাটতি চিহ্নিত করেছে-প্রতিরোধমূলক (৮৬.৪ শতাংশ) এবং প্রতিকারমূলক (৬০.৮ শতাংশ) ঘাটতি। প্রতিরোধমূলক ঘাটতির মধ্যে ৭৪ দশমিক ৮ শতাংশ খানা বিচারহীনতার সংস্কৃতিকে দুর্নীতি সংঘটিত হওয়া প্রধানতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে (চিত্র ৩.১৮)। এছাড়া প্রতিকারমূলক ঘাটতির মধ্যে জনসচেতনতার ঘাটতিকে (৬০.৮ শতাংশ) জরিপে সর্বাধিক কথ্যদাতা চিহ্নিত করেছে।

চিত্র ৩.১৮: উত্তরদাতার মতে দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার সম্ভাব্য কারণ* (%)



* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।

জরিপে অংশগ্রহণকারী খানাগুলো দুর্নীতি প্রতিরোধে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তা যথাযথভাবে প্রতিপালন করার (৮৪.১ শতাংশ) ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে (সারণি ৩.৯)। এছাড়া ৪৫ দশমিক ২ শতাংশ খানা দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা, ৩০ দশমিক ৪ শতাংশ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তদারকি জোরদার করা এবং ২৪ দশমিক ২ শতাংশ অভিযোগের ব্যবস্থা সম্পর্কে জানানো এবং তা কার্যকর করার ওপর মতামত দেন।

সারণি ৩.৯: দুর্নীতি প্রতিরোধে খানার মতামত* (%)

মতামত	জাতীয়	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ	৮৪.১	৮৩.৮	৮৪.৮
দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা	৪৫.২	৪৫.৫	৪৪.৭
তদারকি জোরদার করা	৩০.৪	২৯.৬	৩১.৯
অভিযোগের ব্যবস্থা সম্পর্কে জানানো এবং কার্যকর করা	২৪.২	২৫.২	২২.৩
সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রকাশ করা	১০.৪	১০.৭	৯.৯
নিয়মিত গণশুনানির আয়োজন করা	৫.৬	৫.৯	৫.০
নিরুত্তর	৩.৯	৩.৫	৪.৯

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।

১. পাসপোর্ট

গত কয়েক দশকে কর্মসংস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, হজ পালন ও ভ্রমণের উদ্দেশ্যে মানুষের বিদেশ গমন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় পাসপোর্টের চাহিদাও দ্রুত বেড়েছে। এই বাড়তি চাহিদা মোকাবিলায় সরকার পাসপোর্ট ব্যবস্থাকে আধুনিকায়নের উদ্যোগ নেয়। মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) চালুর পর ধাপে ধাপে ই-পাসপোর্ট চালু করা হয়। পাশাপাশি অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া প্রচলন, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের (এমএফএস) মাধ্যমে ফি প্রদান, পুলিশ ভেরিফিকেশন বাতিল, আবেদন ট্র্যাকিং সুবিধা, দ্রুত ডেলিভারি এবং বিদেশে বাংলাদেশ মিশনে ই-পাসপোর্ট সেবা সম্প্রসারণের মতো বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এসব উদ্যোগের ফলে পাসপোর্ট প্রাপ্তির প্রক্রিয়া আগের তুলনায় সহজ ও দ্রুত হলেও এখনো পাসপোর্ট খাত সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসেবে বিভিন্ন গবেষণা ও জরিপে উঠে এসেছে। বর্তমান খানা জরিপে অংশগ্রহণকারী খানার ৮ দশমিক ৫ শতাংশ পাসপোর্ট সেবা গ্রহণ করেছে (শহরাঞ্চলে ৯.১ শতাংশ ও গ্রামাঞ্চলে ৮.১ শতাংশ)। অধিকাংশ মানুষ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস থেকে সেবা গ্রহণ করেছে (৮৮.৯ শতাংশ)। আবেদনের ধরনের ভিত্তিতে নতুন ই-পাসপোর্ট গ্রহণকারীর হার সবচেয়ে বেশি, যা পাসপোর্টের মোট সেবাহীতার ৮৭ দশমিক ৩ শতাংশ। বেশিরভাগ (৯১.৪ শতাংশ) আবেদন ছিল সাধারণ শ্রেণির (১৫ কর্মদিবসের মধ্যে সরবরাহযোগ্য পাসপোর্টের জন্য) – জরুরি ও অতিজরুরি আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

সেবার মানোন্নয়নের পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষ নানা উদ্যোগ নিলেও পাসপোর্ট সেবায় দুর্নীতি ও অনিয়মের উদ্বেগজনক চিত্র এই জরিপে উঠে এসেছে। জরিপে পাসপোর্ট সেবাহীতা খানার ৮৪ দশমিক ৪ শতাংশ কোনো না কোনো ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যা গ্রামাঞ্চলের (৮৭ শতাংশ) তুলনায় শহরাঞ্চলে (৭৯.৪ শতাংশ) বেশি। পাসপোর্ট সেবা নিতে গিয়ে প্রায় ৭৬ দশমিক ৬ শতাংশ খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে। এছাড়া দুর্নীতির অন্যান্য ধরনের মধ্যে দায়িত্ব পালনে অবহেলা (৭২.২ শতাংশ), দালালের মাধ্যমে হযরানি (৩৯.৭ শতাংশ), এবং সেবাদাতা কর্তৃক হযরানি ও দুর্ব্যবহার (৩২.৫ শতাংশ) অন্যতম। পাসপোর্ট সেবা নিতে গিয়ে যেসব খানা ঘুষের শিকার হয়েছে, তাদের গড়ে ৪ হাজার ৫৩২ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূতভাবে দিতে হয়েছে – গ্রামাঞ্চলে (খানাপ্রতি গড়ে ৪ হাজার ৯৯১ টাকা) ঘুষের পরিমাণ শহরাঞ্চলের (খানাপ্রতি গড়ে ৩ হাজার ৫৭৩ টাকা) তুলনায় বেশি।

বিশ্লেষণে দেখা যায়, পাসপোর্ট সেবার বিভিন্ন স্তরে অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান। আবেদনপত্র পূরণ ও জমা দেওয়ার পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হয়। এ পর্যায়ে প্রায় ৭৬ দশমিক ৮ শতাংশ সেবাহীতা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। বায়োমেট্রিক তথ্য প্রদান ও পাসপোর্ট গ্রহণের সময়ও অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিশেষ করে বায়োমেট্রিক ধাপে খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি (খানাপ্রতি গড়ে ৬ হাজার ৬৮০ টাকা)। পাসপোর্টের ধরনভেদেও দুর্নীতির মাত্রার ভিন্নতা দেখা গেছে। নতুন ই-পাসপোর্টের জন্য আবেদনকারীরা সবচেয়ে বেশি (৮৪.৩ শতাংশ) দুর্নীতির শিকার হয়েছে। অন্যদিকে এমআরপি রি-ইস্যুর ক্ষেত্রে ঘুষের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি (খানাপ্রতি গড়ে ১২ হাজার ৪৪৪ টাকা)। একইভাবে সাধারণ শ্রেণির আবেদনকারীরা (৮৪.৪ শতাংশ) জরুরি (৮০.২ শতাংশ) ও অতীব জরুরি (৭৭.৫ শতাংশ) আবেদনকারীদের তুলনায় বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। এছাড়া ৬৪ পৃষ্ঠার ১০ বছর মেয়াদি পাসপোর্ট আবেদনকারীদের মধ্যেও দুর্নীতির হার তুলনামূলক বেশি (৮৮.৪ শতাংশ)। দুর্নীতির শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে বরিশাল বিভাগের হার সর্বোচ্চ, যেখানে মোট ৯৩ দশমিক ৩ শতাংশ সেবা গ্রহণকারী খানা কোনো না কোনো ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে; এ বিভাগের গ্রামাঞ্চলে এ হার আরও বেশি (৯৬.৩ শতাংশ)। একইভাবে সিলেট বিভাগেও দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার উদ্বেগজনক পর্যায়ে (৯১.৭ শতাংশ)।

২. বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)

বাংলাদেশে সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা এবং এ সংক্রান্ত শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাসহ মোটরযান সংশ্লিষ্ট সকল সেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)। এই প্রতিষ্ঠানের আওতাভুক্ত সেবাগুলোর মধ্যে রয়েছে মোটরযান নিবন্ধন, মোটরযান চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স, ইন্সট্রাক্টর লাইসেন্স, ট্যাক্স টোকেন, ফিটনেস সনদ, রাইডশেয়ারিং তালিকাভুক্তকরণ, রুট পারমিট সনদ ইস্যু ও নবায়ন, মোটরযানের মালিকানা বদল, ড্রাইভিং স্কুল নিবন্ধন ইত্যাদি। পাশাপাশি এটি সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে পত্রিকা ও টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন প্রচার করার মাধ্যমে গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ প্রতিষ্ঠান প্রতিবছর ড্রাইভিং লাইসেন্স, মোটরযানের করসহ বিভিন্ন ফি আদায় বাবদ বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেয়। তবে সেবা কার্যক্রমকে ঘিরে বিআরটিএ'র কর্মী, মোটরযান শ্রমিক ও মালিক সংগঠন (ট্রেড ইউনিয়ন), স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের একাংশের মধ্যে সৃষ্ট সিডিকেট, রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ইত্যাদির কারণে দুর্নীতি ও গ্রাহক সেবা বিঘ্নিত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ৩ দশমিক ৫ শতাংশ বিআরটিএ হতে সেবা গ্রহণ করেছে (শহরাঞ্চলে ৪.৬ শতাংশ এবং গ্রামাঞ্চলে ২.৯ শতাংশ)। এর মধ্যে মোটরযান চালক হিসেবে ৭১ দশমিক ২ শতাংশ এবং মোটরযান মালিক হিসেবে সেবা গ্রহণ করেছে ৩৩ দশমিক ৭ শতাংশ খানা। সেবাহীতা খানাগুলোর গৃহীত সেবার মধ্যে নতুন ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু (৩৪.৩ শতাংশ), ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন (৩২ শতাংশ), শিক্ষানবীশ ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু (২৬.৩ শতাংশ), মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন/নিবন্ধন (১৩.১

শতাংশ), ট্যাক্স টোকেন সংগ্রহ/নবায়ন (৮.৩ শতাংশ), ফিটনেস সনদ (৩.৮ শতাংশ), নম্বর প্লেট সংগ্রহ (৩.৮ শতাংশ), ডোপটেষ্ট সংক্রান্ত (২.৮ শতাংশ) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বিআরটিএ হতে সেবা গ্রহণকারী খানার ৭৯ দশমিক ৩ শতাংশ কোনো না কোনো সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার হয়েছে – শহরাঞ্চল (৭৭.৭ শতাংশ) অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলের (৮০.৪ শতাংশ) সেবাগ্রহীতা খানাগুলো বেশি দুর্নীতির শিকার। অন্যদিকে মোটরযান মালিক (৬৯.৫ শতাংশ) অপেক্ষা মোটরযান চালকদের গৃহীত সেবায় (৮২.৭ শতাংশ) দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার বেশি। সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর ৬৩ দশমিক ৫ শতাংশ সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে; ঘুষ ছাড়া অন্যান্য দুর্নীতির মধ্যে দায়িত্বে অবহেলা (৩৯.৭ শতাংশ), দালাল কর্তৃক হয়রানি (২১.১ শতাংশ), এবং হয়রানি (২১ শতাংশ) উল্লেখযোগ্য।

বিআরটিএ হতে সেবা নিতে গিয়ে যেসব খানা ঘুষ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে তারা গড়ে ৬ হাজার ৯২৩ টাকা দিয়েছে। খানাগুলো সবচেয়ে বেশি হারে (৮২.৪ শতাংশ) দুর্নীতির শিকার হয়েছে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করতে গিয়ে। এই সেবাটি পেতে ঘুষের শিকার হয়েছে ৬৪ দশমিক ৯ শতাংশ খানা, যারা গড়ে ৫ হাজার ৬৪৩ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। এছাড়াও নতুন ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু করার ক্ষেত্রে ৭৮ দশমিক ৯ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং ঘুষের শিকার হয়েছে ৬২ দশমিক ৭ শতাংশ খানা, যারা গড়ে ৫ হাজার ৮৫৮ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।

৩. বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য দেশে বিভিন্ন পর্যায়ের আদালত (হাই কোর্ট, অধস্তন আদালত, ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদি) বিদ্যমান। বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধ বা অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে দায়েরকৃত মামলা পরিচালনা ও ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য দেশের জনগণকে এই আদালতগুলোতে এবং মামলা পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট আইনি সেবা প্রদানকারী ব্যক্তিদের কাছে যেতে হয়। তবে মামলা পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে বিচারপ্রার্থীদের নানা ধরনের হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার হতে হয় বলে বিভিন্ন গবেষণা ও জরিপে উঠে এসেছে।

জরিপের অন্তর্ভুক্ত খানার ৭ দশমিক ৬ শতাংশ বিভিন্ন মামলার বিচার সংক্রান্ত কাজে বিভিন্ন পর্যায়ের আদালতে বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা নিয়েছে (শহরাঞ্চলে ৭.৬ শতাংশ ও গ্রামাঞ্চলে ৭.৫ শতাংশ)। বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণকারী খানার মামলাগুলো দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের আদালতে বিচারাধীন রয়েছে, যার মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক খানা (৬১ শতাংশ) দেশের বিভিন্ন জজ কোর্ট বা দেওয়ানি আদালত থেকে বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণ করেছে। এছাড়া ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট বা ফৌজদারি আদালত থেকে সেবা নেওয়া খানার হার ২৮ দশমিক ২ শতাংশ এবং বিশেষ আদালত ও ট্রাইব্যুনাল থেকে সেবা নেওয়া খানার হার ১২ দশমিক ৯ শতাংশ। এসব খানার বিচারাধীন মামলাগুলোর মধ্যে জমি বা সম্পত্তি বিষয়ক মামলার হার সবচেয়ে বেশি (৬০.২ শতাংশ)। এছাড়া বেআইনি সমাবেশ/দাঙ্গা/মারামারি (৮.২ শতাংশ), নারী ও শিশু নির্যাতন (৫.৮ শতাংশ), অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ (৪.২ শতাংশ), পারিবারিক সহিংসতা (৩.৯ শতাংশ), হত্যা (৩.৯ শতাংশ), মাদক সংক্রান্ত (৩.২ শতাংশ) মামলা দেশের বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন।

বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণ করা খানার ৭১ দশমিক ৩ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি বা অনিয়মের শিকার হয়েছে, এবং ৩৯ দশমিক ৬ শতাংশ গড়ে ২৪ হাজার ৬৯১ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। অন্যান্য দুর্নীতি ও অনিয়মের মধ্যে রয়েছে সেবাদাতা কর্তৃক হয়রানি/দুর্ব্যবহার (৩৯.৮ শতাংশ), অবহেলা (৩৫.৫ শতাংশ), সামাজিক/রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার (৯.৪ শতাংশ), পরিচিত ব্যক্তির মাধ্যমে সেবা গ্রহণে বাধ্য হওয়া (৪.৬ শতাংশ), এবং স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার হওয়া (২.৫ শতাংশ)। জেলা জজ কোর্ট/দেওয়ানি আদালতে বিচারাধীন মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি খানা (৭৪.৪ শতাংশ) দুর্নীতির শিকার হয়েছে; এর পরে রয়েছে বিশেষ আদালত ও ট্রাইব্যুনাল (৬৯ শতাংশ), ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট/জেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকায় ফৌজদারি আদালত (৬৭.১ শতাংশ)।

বিচারসংশ্লিষ্ট সেবাগ্রহণকারী খানাগুলো সবচেয়ে বেশি ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে জজ কোর্ট বা দেওয়ানি আদালতে (৪১.২ শতাংশ), যার গড় পরিমাণ ২০ হাজার ১৯৪ টাকা। দুর্নীতির শিকার হওয়া খানাগুলো গড়ে সর্বোচ্চ ৩৯ হাজার ৭১১ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট/জেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকার ফৌজদারি আদালত থেকে সেবা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে। এছাড়া বিশেষ আদালত ও ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলায় বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে ৪৪ শতাংশ খানা গড়ে ১৫ হাজার ১৭১ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।

৪. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, যেমন থানা পুলিশ, র‍্যাব, ট্রাফিক পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ, ডিবি, এসবি, সিআইডি এবং আনসার বাহিনী দেশের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, অপরাধ প্রতিরোধ ও দমন, জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অপরাধ শনাক্তকরণ, অপরাধীদের আইনের আওতায় আনা, সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং জরুরি

পরিস্থিতিতে জনগণকে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে এসব প্রতিষ্ঠান নাগরিক সেবার একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে কাজ করে। তবে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক সেবাগ্রহীতা প্রক্রিয়াগত জটিলতা, দীর্ঘসূত্রতা, হয়রানি, ঘুষ, দাপ্তরিক অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মতো নানা সমস্যার সম্মুখীন হন।

জরিপে ৯ দশমিক ৪ শতাংশ খানা বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছ থেকে সেবা গ্রহণ করেছে (গ্রামাঞ্চলে ৮.৯ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে ১০.৪ শতাংশ)। এ খাতে সেবা গ্রহণকারী খানাগুলো সবচেয়ে বেশি (৭০.৯ শতাংশ) সেবা নিয়েছে থানা পুলিশের কাছ থেকে; এরপরেই রয়েছে স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি) (১৫.১ শতাংশ), ট্রাফিক পুলিশ (১১.৫ শতাংশ) ও হাইওয়ে পুলিশ (২.২ শতাংশ)।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছ থেকে সেবা নিতে গিয়ে ৬৯ দশমিক ৪ শতাংশ খানা কোনো না কোনো ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়েছে (গ্রামাঞ্চলে ৬৯.৭ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৬৮.৮ শতাংশ)। এ খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার ৪৯ দশমিক ৩ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। এছাড়া সেবা গ্রহণকারী খানাগুলো অবহেলা (৩২.১ শতাংশ), হয়রানি (২৯.৩ শতাংশ), সেবার জন্য পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণে বাধ্য হওয়া (৪.৪ শতাংশ), স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বসহ (৩.১ শতাংশ) অন্যান্য অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। পুলিশ ভেরিফিকেশনের (পাসপোর্ট) জন্য সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা (৮০.৭ শতাংশ) দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এরপরে রয়েছে এফআইআর/কেস ফাইল সংক্রান্ত (৭৫.৬ শতাংশ) সেবা, গ্রেফতার সংক্রান্ত (৭৪.৭ শতাংশ) সেবা। সেবা গ্রহণকারী খানাগুলো সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে এসবি এবং ট্রাফিক পুলিশ (৭২.৭ শতাংশ) থেকে সেবা নিতে গিয়ে। এছাড়া থানা পুলিশ হতে সেবা নিতে গিয়ে ৬৭ দশমিক ৯ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা ঘুষের শিকার হয়েছে এসবি থেকে সেবা নিতে গিয়ে (৬৬.১ শতাংশ), যার পরেই রয়েছে ট্রাফিক পুলিশ (৫৭.৬ শতাংশ)। সেবার ধরনের ক্ষেত্রে পুলিশ ভেরিফিকেশন (পাসপোর্ট) সেবা নেওয়া খানাগুলো সবচেয়ে বেশি ঘুষের শিকার হয়েছে (৭৭.৫ শতাংশ) এবং সবচেয়ে কম ঘুষের শিকার হয়েছে জিডি করার ক্ষেত্রে (৩৮.৯ শতাংশ)।

বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা থেকে সেবা নিতে গিয়ে খানাগুলোকে গড়ে ৭ হাজার ৪০৭ টাকা দিতে হয়েছে। সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ঘুষ দিতে হয়েছে থানা পুলিশকে (খানাপ্রতি গড়ে ৯ হাজার ৯৫১ টাকা); দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে হাইওয়ে পুলিশ (খানাপ্রতি গড়ে ৭ হাজার ৩১৫ টাকা)। সবচেয়ে কম ঘুষ দিতে হয়েছে এসবিকে (খানাপ্রতি গড়ে ১ হাজার ৬৪৩ টাকা)। সেবার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ঘুষ দিতে হয়েছে গ্রেফতার সংক্রান্ত সেবার জন্য (খানাপ্রতি গড়ে ২২ হাজার ১৬৩ টাকা), এবং সবচেয়ে কম ঘুষ দিতে হয়েছে পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের জন্য (খানাপ্রতি গড়ে ১ হাজার ২৭৯ টাকা)।

৫. ভূমি

মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারণ, সামাজিক রীতিনীতি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে ভূমি নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। সরকারি এবং বেসরকারি মালিকানাধীন ভূমির ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে ভূমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পাদন, রেজিস্ট্রেশন, ভূমি জরিপ, রেকর্ড ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ ইত্যাদি কারণে ভূমি প্রশাসনের সেবা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মার্চ পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যালয় যেমন ইউনিয়ন ভূমি অফিস/তহশিল অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস, উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এলএ শাখা, এসএ শাখা, ভিপি শাখা এবং জেলা রেকর্ডরুম ভূমি সংক্রান্ত নানা ধরনের সেবা দিয়ে থাকে। সম্প্রতি ভূমি সংক্রান্ত বেশ কিছু সেবার ডিজিটাইজেশন হলেও বাংলাদেশের খানাগুলো ভূমি প্রশাসনে সেবা নিতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়।

জরিপে ১৭ শতাংশ খানা ভূমি সেবা গ্রহণ করেছে (গ্রামাঞ্চলে ১৭.৫ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ১৫.৮ শতাংশ)। প্রতিষ্ঠান হিসেবে সবচেয়ে বেশি (৫৬.৯ শতাংশ) খানা ভূমি সেবা গ্রহণ করেছে ইউনিয়ন ভূমি অফিস থেকে। সেবাভেদে দেখা যায়, সেবা গ্রহণকারী খানাগুলো সবচেয়ে বেশি নিয়েছে ভূমি উন্নয়ন কর বা খাজনা সংক্রান্ত সেবা (৫২.৫ শতাংশ)। ভূমি সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ৬৬ দশমিক ৩ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে (গ্রামাঞ্চলে ৬৭.২ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৬৪.১ শতাংশ)। এছাড়া ভূমি সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর ৪৭ দশমিক ৬ শতাংশ খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে (গ্রামাঞ্চলে ৪৮.৬ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৪৫.২ শতাংশ)। এছাড়া এ খাতে অন্যান্য দুর্নীতির মধ্যে দায়িত্ব পালনে অবহেলার শিকার (৩৪.৬ শতাংশ), হয়রানি বা দুর্ব্যবহারের শিকার (২৫.১ শতাংশ), এবং দালালের মাধ্যমে সেবা নিতে বাধ্য হওয়া (১০.৯ শতাংশ) উল্লেখযোগ্য। ভূমি সেবা নিতে গিয়ে যেসব খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ১১ হাজার ৩১০ টাকা দিতে হয়েছে (গ্রামাঞ্চলে খানাপ্রতি গড়ে ১০ হাজার ৫০১ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ১৩ হাজার ৩৩৫ টাকা)।

বিভিন্ন ভূমি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেবা গ্রহণের সময় সবচেয়ে বেশি খানা (৮৭.৭ শতাংশ) জেলা রেকর্ড রুম থেকে সেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এছাড়া উপজেলা ভূমি অফিসে সেবা নিতে গিয়ে ৭১ দশমিক ৪ শতাংশ, উপজেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিসে ৭০ দশমিক ৯ শতাংশ এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিসে ৫৯ দশমিক ৭ শতাংশ খানা সেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। জেলা রেকর্ড রুম (৬৬.৭ শতাংশ) থেকে সেবা নিতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে; এর পরেই রয়েছে উপজেলা ভূমি অফিস (৫৪.৯ শতাংশ), উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস (৫১.৮ শতাংশ), এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিস (৩৯

শতাংশ)। উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস থেকে সেবা নিতে গিয়ে খানাপ্রতি গড়ে ১৯ হাজার ৬২৬ টাকা এবং উপজেলা ভূমি অফিস থেকে সেবা নিতে গিয়ে খানাপ্রতি গড়ে ৯ হাজার ৬৮৬ টাকা দিতে হয়েছে।

নামজারিতে (মিউটেশন) সর্বাধিক (৮৮.৯ শতাংশ) খানা অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এছাড়া ডকুমেন্ট উত্তোলন ও তল্লাশির ক্ষেত্রে ৭৩ দশমিক ১ শতাংশ, দলিল রেজিস্ট্রেশনে (সাব কাবলা, আম মোজারনামা, হেবা/উইল/দানপত্র) ৬৩ দশমিক ২ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। অপরদিকে নামজারি ও ভূমি অধিগ্রহণ সেবা গ্রহণে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা (৭৫.৯ শতাংশ) ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। এছাড়া ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধে ২২ দশমিক ৬ শতাংশ খানা ঘুষ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। ঘুষের শিকার খানাকে সবচেয়ে বেশি ঘুষ দিতে হয়েছে দলিল রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সেবায়, যার পরিমাণ খানাপ্রতি গড়ে ৩৩ হাজার ৭৮২ টাকা। তাছাড়া নামজারি (মিউটেশন) এর কাজে গড়ে ৯ হাজার ৬৬২ টাকা, ভূমি উন্নয়ন কর/খাজনা/দাখিলা সেবায় ২ হাজার ৭০০ টাকা এবং ডকুমেন্ট উত্তোলন ও তল্লাশি সেবায় খানাপ্রতি গড়ে ২ হাজার ৬৬২ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।

৬. স্বাস্থ্য

জনগণের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ সাধনের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে সরকার। প্রাথমিক পর্যায়ে আছে কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ইউএসসি), ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (ইউএইচএফড্রিউসি) এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে রয়েছে জেলা সদর হাসপাতাল। তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে ইতোমধ্যে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। তবে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের একাংশের দুর্নীতি, অনিয়ম ও দায়িত্বে অবহেলার জন্য জনগণ অনেকাংশে কাক্ষিক্ষিত সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির বাস্তবায়নও ব্যাহত হচ্ছে।

জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ৮৯ শতাংশ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছে (গ্রামাঞ্চলে ৮৮.৫ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৯০ শতাংশ)। স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে ৬১ দশমিক ৯ শতাংশ সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিয়েছে। সরকারি স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করতে গিয়ে ডাক্তার দেখানো/স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ গ্রহণ করেছে ৮৬ শতাংশ খানা। এছাড়া অন্যান্য সেবার মধ্যে টিকিট সংগ্রহ বা নিবন্ধন (৮৮.৮ শতাংশ), ওষুধ (৭১.৮ শতাংশ) এবং রোগ নির্ণয় (২৩.৬ শতাংশ) উল্লেখযোগ্য।

সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান হতে সেবা নিতে গিয়ে ৬৪ দশমিক ৪ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া বা দিতে বাধ্য হওয়া (২৯.৭ শতাংশ), সরবরাহ থাকা সত্ত্বেও ওষুধ না পাওয়া (২৮.৫ শতাংশ), চিকিৎসায় অবহেলা ও হরারানির শিকার হওয়া (২৬.৯ শতাংশ), এবং অসদাচরণ বা দুর্ব্যবহারের শিকার (১৪ শতাংশ) খানা। যেসব খানা স্বাস্থ্যসেবা নিতে গিয়ে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদেরকে গড়ে ২৫৮ টাকা দিতে হয়েছে (গ্রামাঞ্চলে খানাপ্রতি গড়ে ২৪৭ টাকা এবং শহরাঞ্চলে খানাপ্রতি গড়ে ২৮২ টাকা)। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা (৬৮.২ শতাংশ) দুর্নীতির শিকার হয়েছে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেবা নিতে গিয়ে। তবে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার সর্বাধিক ছিল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে (৩৭.৪ শতাংশ)। সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ঘুষ দিতে হয়েছে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/বিশ্ববিদ্যালয় হতে সেবাগ্রহীতা খানাকে (খানাপ্রতি গড়ে ৯২২ টাকা)। এ হার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সর্বনিম্ন (খানাপ্রতি গড়ে ৬৪ টাকা)।

বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবার ধরনের ক্ষেত্রে ট্রলি/হুইল চেয়ার ব্যবহারে সেবা গ্রহণকারীদের দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার সর্বাধিক (৭০.৩ শতাংশ)। অন্যান্য সেবার ক্ষেত্রে দুর্নীতির মধ্যে রয়েছে রোগ নির্ণয় (৪৮.১ শতাংশ), পথ্য (৪৪.৫ শতাংশ), সেলাই/ব্যান্ডেজ/ড্রেসিং (৪৩.৬ শতাংশ), টিকিট সংগ্রহ (৪২.৮ শতাংশ), ওষুধ (৪১.১ শতাংশ), প্রসূতি বা সিজারিয়ান (৩৩.৮ শতাংশ), অপারেশন (৩৪.৪ শতাংশ), এবং শয্যা (৩১.২ শতাংশ)। অপরদিকে, ঘুষের শিকার বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার সর্বাধিক ছিল ট্রলি/হুইল চেয়ার সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর ক্ষেত্রে (৬২.৬ শতাংশ) এবং এক্ষেত্রে খানাপ্রতি গড় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ ৪৪০ টাকা। এছাড়া সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর ৩০ দশমিক ৬ শতাংশ সেলাই বা ব্যান্ডেজ (খানাপ্রতি গড় ঘুষ ৭৮৩ টাকা), এবং ১৭ দশমিক ৫ শতাংশ প্রসূতি সেবা বা সিজারিয়ান সেবা পেতে (খানাপ্রতি গড় ঘুষ ১ হাজার ৯৩৮ টাকা) ঘুষের শিকার হয়।

৭. কৃষি

কৃষি খাত বাংলাদেশের অর্থনীতি ও খাদ্য নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং বিপুল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের উৎস হিসেবে কাজ করে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষকের কল্যাণে সরকার ভর্তুকি, কৃষিক্ষণ, সার ও বীজ সরবরাহ, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ এবং কৃষি সম্প্রসারণ সেবাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। পাশাপাশি কৃষিপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে সেবাপ্রদান ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা, কৃষিক্ষণে সীমিত প্রবেশাধিকার, ফসল-পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি এবং দুর্নীতি ও অপব্যবস্থাপনা এখনো কৃষি খাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিদ্যমান।

এ জরিপে ৩৬ শতাংশ খানা কৃষি সংক্রান্ত সেবা নিয়েছে (গ্রামাঞ্চলে ৪৪ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ১৮.৬ শতাংশ)। এর মধ্যে সরকার অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতার কাছ থেকে সর্বোচ্চ কৃষি সেবা গ্রহণ করেছে ৫১ দশমিক ১ শতাংশ খানা, এবং সর্বাধিক ৩৩ দশমিক ৫ শতাংশ খানা সার সংক্রান্ত সেবা নিয়েছে।

কৃষি খাতে সেবা নেওয়া খানাগুলোর ৬৪ দশমিক ৪ শতাংশ কোনো না কোনো ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং ৪৯ দশমিক ৩ শতাংশ খানাকে সেবা পেতে গিয়ে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে। কৃষি সেবায় যেসব খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদেরকে খানাপ্রতি গড়ে ১ হাজার ৪০২ টাকা দিতে হয়েছে; এর পরিমাণ শহরাঞ্চলে খানাপ্রতি গড়ে ১ হাজার ৫৪২ টাকা এবং গ্রামাঞ্চলে খানাপ্রতি গড়ে ১ হাজার ৩৭৫ টাকা। দুর্নীতির অন্যান্য ধরনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা অবহেলার শিকার হয়েছে (৮৪.৮ শতাংশ); এর পরেই রয়েছে হয়রানি/দুর্য্যবহার (২৩.৪ শতাংশ), অপরিপূর্ণ তথ্য সরবরাহ (১৭.৫ শতাংশ), স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার (৭.৩ শতাংশ), এবং পরিচিত ব্যক্তির মাধ্যমে সেবা গ্রহণে বাধ্য হওয়া (৬.৬ শতাংশ)।

দেখা যায়, যেসব খানা সরকার অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতার মাধ্যমে কৃষি সেবা নিয়েছে তারা দুর্নীতির শিকার হয়েছে সবচেয়ে বেশি (৫৯.৩ শতাংশ)। একইভাবে সবচেয়ে বেশি খানা নিয়মবহির্ভূত/অতিরিক্ত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে সরকার অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতার কাছ থেকে সেবা নিতে গিয়ে (৪৭.৪ শতাংশ), এবং তাদেরকে গড়ে ১ হাজার ২৩৩ টাকা সরকার নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত দিতে হয়েছে। সেবার ধরনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক খানা সার সেবা পেতে দুর্নীতি (৬১.৩ শতাংশ) এবং ঘুষের শিকার (৪৯.৪ শতাংশ) হয়েছে। এছাড়া বীজ পাওয়ার জন্য ৫ দশমিক ৩ শতাংশ খানাকে নিয়মবহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে। সবচেয়ে বেশি পরিমাণ নিয়মবহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে ভর্তুকি সেবায় (খানাপ্রতি গড়ে ২ হাজার ২৬৫ টাকা)।

৮. শিক্ষা

মানবসম্পদ উন্নয়ন, আর্থসামাজিক অগ্রগতি এবং টেকসই উন্নয়নের অন্যতম প্রধান ভিত্তি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা। স্বাধীনতার পর থেকে সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, নারী শিক্ষার অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, ডিজিটাল শিক্ষা কার্যক্রম, উপবৃত্তি কর্মসূচি এবং নতুন কারিকুলাম প্রবর্তনের মতো বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে। তবে এসব অগ্রগতির পাশাপাশি শিক্ষা খাতে দুর্নীতি, অনিয়ম, অতিরিক্ত অর্থ আদায়, কোচিং নির্ভরতা, প্রশাসনিক দুর্বলতা এবং জবাবদিহির অভাব এখনো বড় চ্যালেঞ্জ।

জরিপে ৬৫ দশমিক ৭ শতাংশ খানা কোনো না কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (সরকারি, এমপিওভুক্ত, ব্যক্তিমালিকানাধীন, স্বায়ত্তশাসিত ও এনজিও) সেবা গ্রহণ করেছে। তবে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সরকারি, এমপিওভুক্ত ও স্বায়ত্তশাসিত) থেকে শিক্ষা সেবা গ্রহণ করেছে ৬১ দশমিক ৭ শতাংশ খানা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরনভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, এমপিওভুক্ত, ব্যক্তিমালিকানাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত ব্যতীত শুধুমাত্র সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা সেবা গ্রহণ করেছে ৪৩ দশমিক ৬ শতাংশ খানা। এমপিওভুক্ত বেসরকারি বা ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণ করেছে ২৮ দশমিক ৯ শতাংশ খানা এবং নন-এমপিওভুক্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণ করেছে ৫২ দশমিক ২ শতাংশ খানা। শিক্ষার স্তরভেদে দেখা যায়, ৬৩ দশমিক ৮ শতাংশ খানা শিক্ষার প্রাথমিক/সমমান স্তরের শিক্ষা সেবা গ্রহণ করেছে। মাধ্যমিক স্তরে এ হার ৪১ দশমিক ৬ শতাংশ, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ১৩ দশমিক ৪ শতাংশ এবং স্নাতক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ে ১১ শতাংশ। উল্লেখ্য, শিক্ষা সেবা খাতের দুর্নীতি বিশ্লেষণে নন-এমপিওভুক্ত বেসরকারি/ব্যক্তিমালিকানাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও হতে শিক্ষা সেবাগ্রহীতা খানাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

সরকারি, এমপিওভুক্ত ও স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর ৫২ দশমিক ৫ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে (গ্রামাঞ্চলে ৫৩.২ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৫০.৮ শতাংশ)। দুর্নীতির শিকার খানাগুলোর ৩৪ দশমিক ৮ শতাংশ সেবা গ্রহণে নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে (গ্রামাঞ্চলে ৩৫.২ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৩৩.৫ শতাংশ)। এছাড়া অন্যান্য ধরনের দুর্নীতির মধ্যে নিয়মিত ক্লাস অনুষ্ঠিত না হওয়া (২০.৮ শতাংশ), সম্পূর্ণ ক্লাস নেওয়া না হওয়া (১৭.১ শতাংশ), সময়ক্ষেপণের শিকার (১২.৭ শতাংশ), শিক্ষার্থীকে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের কাছেই কোচিং বা প্রাইভেট পড়তে বাধ্য করা (৭.৭ শতাংশ), এবং কোচিং না করলে ইচ্ছাকৃতভাবে কম নম্বর দেওয়া (৬.৬ শতাংশ) উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা সেবা নিতে গিয়ে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হওয়া খানাগুলোকে গড়ে ১ হাজার ৪৯ টাকা দিতে হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে দুর্নীতির মাত্রায় উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায়। এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির হার সবচেয়ে বেশি, যেখানে ৫৫ দশমিক ৭ শতাংশ সেবাগ্রহীতা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ হার ৪৫ দশমিক ৩ শতাংশ এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে ১৪ দশমিক ৯ শতাংশ। অপরদিকে শিক্ষার স্তরভেদে দুর্নীতির চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, মাধ্যমিক/সমমান স্তরে দুর্নীতির হার সবচেয়ে বেশি – এ স্তরের ৫৭ দশমিক ৩ শতাংশ সেবাগ্রহীতা দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং ৩৭ দশমিক ৬ শতাংশ খানা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে। প্রাথমিক/সমমান স্তরে দুর্নীতির হার ৪৫ দশমিক ৪ শতাংশ এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৪০ দশমিক ৭ শতাংশ। এছাড়া পাঠ্যক্রমভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, মাদ্রাসা পাঠ্যক্রমে দুর্নীতির হার সবচেয়ে বেশি (৪৯.৬ শতাংশ) এবং নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণও বেশি (খানাপ্রতি ১ হাজার ৪৯ টাকা)।

শিক্ষা সেবার ধরনভেদে দেখা যায়, কোচিং বা প্রাইভেট টিউশন-সংক্রান্ত সেবায় দুর্নীতির হার সর্বোচ্চ (৫০.৭ শতাংশ); এর পরেই রয়েছে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণসংক্রান্ত সেবা (৩৮.৮ শতাংশ), নিবন্ধন বা রেজিস্ট্রেশন (৩৬.২ শতাংশ),

এবং সার্টিফিকেট বা মার্কশিট উত্তোলন (৩৫.৭ শতাংশ)। নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের হার রেজিস্ট্রেশন সেবায় সবচেয়ে বেশি (৩০.৮ শতাংশ); এর পরেই রয়েছে সার্টিফিকেট বা মার্কশিট উত্তোলন (২৯.৪ শতাংশ) এবং সহশিক্ষা কার্যক্রম (২৭.৮ শতাংশ)। অপরদিকে কোচিং বা প্রাইভেট টিউশন-সংক্রান্ত সেবায় সেবাগ্রহীতা খানাকে গড়ে সবচেয়ে বেশি নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে (খানাপ্রতি গড়ে ৪ হাজার ১০৭ টাকা)।

৯. জাতীয় পরিচয়পত্র সেবা (এনআইডি)

বাংলাদেশের নাগরিকদের দৈনন্দিন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের জন্য বাধ্যতামূলক একটি নথি জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)। জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন ও বিতরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া যা ২০০৮ সাল থেকে সরবরাহ করা হচ্ছে। জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত সেবাগুলো হলো, নতুন আইডি কার্ড তৈরি, রি-ইস্যু, তথ্য পরিবর্তন (যেমন নাম, জন্ম তারিখ, বৈবাহিক অবস্থা ও ঠিকানা পরিবর্তন) ইত্যাদি। ২০১৬ সাল থেকে জাতীয় পরিচয়পত্র সেবায় নতুন সংযোজন হয় ইলেকট্রনিক চিপযুক্ত স্মার্ট এনআইডি কার্ড। এর ধারাবাহিকতায় ২০২০ সাল থেকে জাতীয় পরিচয়পত্রের বিভিন্ন সেবা অনলাইনের মাধ্যমে প্রদান করা শুরু হয়। তবে এসব উদ্যোগ সত্ত্বেও একজন ব্যক্তির একাধিক এনআইডি থাকা, বিভিন্ন ফর্ম পূরণের নামে অতিরিক্ত অর্থ আদায়, সার্ভারের ধীরগতি, প্রয়োজনীয় নথি সরবরাহের পরেও কাক্ষিত সেবা না পাওয়ার মত অনিয়ম এবং দুর্নীতি বিদ্যমান। বর্তমান জরিপে ১৫ দশমিক ৮ শতাংশ খানা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জাতীয় পরিচয়পত্র সেবা নিয়েছে (গ্রামাঞ্চলে ১৫.১ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ১৭.৫ শতাংশ)। জাতীয় পরিচয়পত্র গ্রহণকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা (৫২ শতাংশ) নতুন এনআইডি কার্ড করা সংক্রান্ত সেবা নিয়েছে।

এনআইডি সেবায় অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে ৪৭ দশমিক ৪ শতাংশ খানা (গ্রামাঞ্চলে ৪৫.৯ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৫০.১ শতাংশ), যাদের ২১ দশমিক ৯ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। এছাড়া সেবা গ্রহণে হয়রানি/দুর্ব্যবহারের শিকার (৩৮.৫ শতাংশ), দালাল/উমেদার কর্তৃক হয়রানি (৪.৭ শতাংশ), অনলাইনে সেবা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা না পাওয়া (২ শতাংশ), পরিচিত ব্যক্তির মাধ্যমে সেবা গ্রহণে বাধ্য হওয়া (১.৮ শতাংশ), এবং স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার (১.৭ শতাংশ) খানা। যেসব খানা এনআইডি সেবায় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদেরকে গড়ে ১ হাজার ৯৩৫ টাকা দিতে হয়েছে। সেবার ধরনভেদে তথ্য পরিবর্তন সেবার ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতা খানাগুলো সবচেয়ে বেশি (৭৫.৫ শতাংশ) দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এছাড়া নতুন আইডি কার্ড করার ক্ষেত্রে ৩৯ দশমিক ৮ শতাংশ এবং স্মার্ট কার্ড সংগ্রহে ৩৬ দশমিক ৬ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। অপরদিকে সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে তথ্য পরিবর্তন সেবা গ্রহণকারী খানাগুলো সবচেয়ে বেশি (৪৬.৬ শতাংশ) ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে নতুন আইডি কার্ড করা সেবাগ্রহীতা খানাকে (খানাপ্রতি গড়ে ২ হাজার ৩৪২ টাকা)।

১০. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান

প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ, অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের মৌলিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় থেকে নানা সংস্কার ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিকশিত হয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে সরকার নানাবিধ ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তবে এসব ইতিবাচক পদক্ষেপ সত্ত্বেও এখনো এসব প্রতিষ্ঠানের সেবা কার্যক্রমে প্রশাসনিক অদক্ষতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান যা এই প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকারিতা ও সামগ্রিক সাফল্যকে ব্যাহত করে।

জরিপে ৭৬ দশমিক ৫ শতাংশ খানা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণ করেছে (গ্রামাঞ্চলে ৮০.৭ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৬৭.৫ শতাংশ)। প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ৮৪.৬ শতাংশ, পৌরসভা থেকে ১১.৫ শতাংশ, সিটি কর্পোরেশন থেকে ৪.৫ শতাংশ এবং উপজেলা পরিষদ থেকে শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ খানা সেবা গ্রহণ করেছে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ৪৬ শতাংশ দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে – এ হার গ্রামাঞ্চলে ৪৫ দশমিক ৭ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে ৪৬ দশমিক ৭ শতাংশ। এর মধ্যে ২৭ দশমিক ৭ শতাংশ খানা সেবা গ্রহণে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে (গ্রামাঞ্চলে ২৭.৪ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ২৮.৬ শতাংশ)। ঘুষ ছাড়া অন্যান্য ধরনের দুর্নীতির মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর দায়িত্বে অবহেলা (২২.৮ শতাংশ), হয়রানি/অসদাচরণ (১৫.৭ শতাংশ), দালালের দৌরাত্ম্য (২.৯ শতাংশ), স্বজনপ্রীতি (২.৮ শতাংশ) এবং অর্থ আত্মসাত (৬.১ শতাংশ)। উল্লেখ্য, এ খাতে সেবা গ্রহণের সময় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূতভাবে দেওয়া গড় অর্থের পরিমাণ ৯২৩ টাকা – এর পরিমাণ গ্রামাঞ্চলে ৯৩৯ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ৮৮১ টাকা।

প্রতিষ্ঠানভেদে বিশ্লেষণে দেখা যায়, সিটি কর্পোরেশন থেকে সেবা নিতে গিয়ে সর্বাধিক খানা দুর্নীতি (৫০.৩ শতাংশ) ও ঘুষের শিকার (৩১.১ শতাংশ) হয়েছে। এছাড়া সিটি কর্পোরেশন থেকে সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোকে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে খানাপ্রতি গড়ে ১ হাজার ৪৯২ টাকা। এছাড়া পৌরসভা থেকে সেবা নিতে গিয়ে ২৫ দশমিক ৪ শতাংশ, ইউনিয়ন পরিষদ ২৭ দশমিক ৭ শতাংশ খানাকে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে। অপরদিকে, সেবাভেদে বিশ্লেষণে সবচেয়ে বেশি সেবা গ্রহণকারী খানা বিভিন্ন ধরনের সনদ সংগ্রহে দুর্নীতি (৭৩.২ শতাংশ) এবং ঘুষের শিকার (৬০.২ শতাংশ) হয়েছে। এরপরে বিচার ও সালিশে ৫৯ দশমিক ৭ শতাংশ দুর্নীতির শিকার এবং ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে ২৪ দশমিক ৪ শতাংশ খানা।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন ধরনের সনদ সংশোধনে ৮৩ দশমিক ৪ শতাংশ, জন্ম নিবন্ধন সনদে ৭৮ দশমিক ১ শতাংশ, মৃত্যু নিবন্ধন সনদে ৬৮ শতাংশ, ওয়ারিশ সনদে ৫৬ শতাংশ, নাগরিকত্ব সনদে ৪৩ দশমিক ২ শতাংশ এবং চারিত্রিক সনদে ২৭ দশমিক ২ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। জন্ম নিবন্ধন সনদ সংগ্রহে সর্বাধিক খানা ঘুষের শিকার হয়েছে (৬৬.৪ শতাংশ) এবং তাদেরকে খানাপ্রতি গড়ে ৪৮০ টাকা দিতে হয়েছে। সবচেয়ে বেশি টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে ওয়ারিশ সনদের জন্য (খানাপ্রতি গড়ে ৮০৫ টাকা); এর পরেই রয়েছে সনদ সংশোধন (খানাপ্রতি গড়ে ৬৪৭ টাকা)। ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য দুর্নীতির মধ্যে দায়িত্বে অবহেলা (৩৮.১ শতাংশ), হয়রানি/অসদাচরণ (২৪.৮ শতাংশ), পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণে বাধ্য হওয়া (৫.৮ শতাংশ), দালালের দৌরাভ্য (৫ শতাংশ), এবং আত্মসাৎ (৪.৮ শতাংশ) উল্লেখযোগ্য।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবাগ্রহীতা খানার ৩৬ দশমিক ৪ শতাংশ সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির সেবা গ্রহণ করেছে এবং তাদের ৪৪ দশমিক ৩ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে মাতৃত্বকালীন ভাতা গ্রহণে (৬৭.৪ শতাংশ); এর পরেই রয়েছে ভিজিএফ (৫৫.৬ শতাংশ), ভিজিডি (৫২.২ শতাংশ), খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি (৪৩.৯ শতাংশ), বিধবা ভাতা (৩৫.২ শতাংশ), বয়স্ক ভাতা (৩০.১ শতাংশ), এবং প্রতিবন্ধি ভাতা (২৫.৫ শতাংশ)। সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতায় আসতে ১০ দশমিক ৭ শতাংশ খানাকে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে (খানাপ্রতি গড়ে ১ হাজার ৫৮২ টাকা)।

অপরদিকে, বিচার ও সালিশ সংক্রান্ত সেবার মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তিকালে ৫৯ দশমিক ৭ শতাংশ খানা বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অনিয়মের ধরনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি হয়রানি/অসদাচরণের শিকার (৪০.৯ শতাংশ); এরপর রয়েছে দায়িত্বে অবহেলা (৩২.১ শতাংশ), স্বজনপ্রীতি (২৩.৭ শতাংশ), প্রভাবশালীর হস্তক্ষেপ (২০.৮ শতাংশ), এবং সেবার জন্য পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণে বাধ্য হওয়া (৯.৫ শতাংশ)। এছাড়া হোল্ডিং কর বা চৌকিদারি কর সংক্রান্ত সেবা গ্রহণকারী খানার ১০ দশমিক ৮ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ খানাকে গড়ে ৩৬৭ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে। নতুন ট্রেড লাইসেন্স করা বা নবায়নে ৩৮ দশমিক ৭ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে – যার মধ্যে নতুন ট্রেড লাইসেন্স করতে ৫৬ দশমিক ৮ শতাংশ এবং লাইসেন্স নবায়ন করতে ৩২ দশমিক ৩ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। ট্রেড লাইসেন্স করার জন্য ১৬ দশমিক ৪ শতাংশ খানাকে গড়ে ১ হাজার ৬৩৮ টাকা করে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে।

১১. জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা

বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী ক্রান্তীয় অবস্থান এবং বৃহৎ তিনটি নদীর অববাহিকায় অবস্থিত হওয়ায় বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ। গত কয়েক দশক ধরে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগের মাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুর্যোগ-পূর্ববর্তী প্রস্তুতি, জরুরি সাড়া প্রদান এবং দুর্যোগ-পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য করণীয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আইন, নীতিমালা ও আদেশ/দিক-নির্দেশনা সত্ত্বেও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সাম্প্রতিক বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলায় সুশাসনের ঘাটতি চিহ্নিত হয়েছে। জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ২ শতাংশ জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা সেবা গ্রহণ করেছে (গ্রামাঞ্চলে ২.৩ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ১.৩ শতাংশ)। এ খাতে সেবাগ্রহণকারী খানার ৪৯ দশমিক ৯ শতাংশ উপজেলা প্রশাসন, ১৩ দশমিক ৫ শতাংশ উপজেলা/জেলা খাদ্য অফিস, ১৩ দশমিক ৪ শতাংশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর হতে সেবা গ্রহণ করেছে।

এ খাতে সেবাগ্রহীতা খানার ৪১ দশমিক ৩ শতাংশ দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে (গ্রামাঞ্চলে ৩৯.৭ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে ৪৭.৯ শতাংশ), যার ১২ দশমিক ৫ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে (গ্রামাঞ্চলে ১২.১ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ১৪.২ শতাংশ)। অন্যান্য দুর্নীতির মধ্যে রয়েছে প্রতারণা (যেমন ত্রাণের পণ্য পরিমাণে কম পাওয়া) (১৫.৯ শতাংশ) এবং পরিচিত ব্যক্তির মাধ্যমে সেবা গ্রহণে বাধ্য হওয়া (১৩.৭ শতাংশ)। সেবা গ্রহণের সময় যেসব খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদেরকে গড়ে ১ হাজার ২৩৩ টাকা দিতে হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানভেদে দেখা যায়, উপজেলা প্রশাসন হতে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা সেবা গ্রহণকারী খানা সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে (৪৩.৬ শতাংশ)। এছাড়া সেবাভেদে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সহায়তা (নলকূপ, পয়ঃনিষ্কাশন সামগ্রী, খাবার পানি, পানি শোধনকারী ওষুধ/প্রযুক্তি, দুর্যোগকালীন জরুরি ওষুধ সেবা ইত্যাদি) নিতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা (৭১.৩ শতাংশ) দুর্নীতির শিকার হয়েছে। অপরদিকে ত্রাণ সেবা (দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য সহায়তা, অর্থ সহায়তা এবং গৃহনির্মাণ সহায়তা) নিতে গিয়ে ৩১ দশমিক ৭ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

১২. বিদ্যুৎ

বিদ্যুৎ দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রম ও উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি এবং গৃহস্থালীসহ সকল ক্ষেত্রে বিদ্যুতের গুরুত্ব অপরিসীম। বিদ্যুৎ সেবাপ্রদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন সংযোগ, মিটার, বিল পরিশোধ, সংযোগ মেরামত ও অন্যান্য সেবা প্রদান করা হয়। তবে এসব সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতার বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির সম্মুখীন হন।

জরিপে ৫৮ দশমিক ৯ শতাংশ খানা কোনো না কোনো বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থার সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৮২ দশমিক ৬ শতাংশ খানা পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বা এর আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি থেকে সেবা গ্রহণ করেছে; এর পরেই রয়েছে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) (১০ শতাংশ), ওজোপাড়িকো (২.৩ শতাংশ) এবং নেসকো (২.২ শতাংশ)। গ্রাহকের ধরনভেদে ৯৯ দশমিক ৭ শতাংশ আবাসিক এবং শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ খানা বাণিজ্যিক গ্রাহক হিসেবে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাগুলো থেকে বিদ্যুৎ সেবা গ্রহণ করেছে। সেবার ধরনভেদে খানাগুলো মিটার রিডিং, বিল সংক্রান্ত সেবা (৯১.৭ শতাংশ), নতুন সংযোগ/পুনঃসংযোগ/রক্ষণাবেক্ষণ/উপকরণ পরিবর্তন ও ক্রয় (১৪.৮ শতাংশ), মিটার সংযোগ/পরিবর্তন (৫.৭ শতাংশ), বৈদ্যুতিক উপকরণ পরিবর্তন/সরবরাহ/মিটার মেরামত (৩.২ শতাংশ), নতুন সংযোগ গ্রহণ (২.৩ শতাংশ), এবং পুনঃসংযোগ (১.৬ শতাংশ) সেবা গ্রহণ করেছে।

বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা থেকে সেবা নিতে গিয়ে ৩৬ দশমিক ১ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার এবং ৬ দশমিক ৮ শতাংশ ঘুষের শিকার হয়েছে। অন্যান্য দুর্নীতির মধ্যে দায়িত্ব অবহেলা (২৪.৮ শতাংশ) এবং হয়রানি/দুর্ব্যবহার (২৪.৮ শতাংশ) উল্লেখযোগ্য। এ খাতে ঘুষের শিকার খানাগুলোকে গড়ে ২ হাজার ২৬১ টাকা করে দিতে হয়েছে। প্রতিষ্ঠানভেদে দেখা যায়, ওজোপাড়িকো থেকে সেবাগ্রহীতা খানাগুলো সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে (৪৯.৯ শতাংশ), যার পরেই রয়েছে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) (৪০.৯ শতাংশ)। বিপিডিবি থেকে সেবাগ্রহীতা খানার ১৩ দশমিক ৯ শতাংশ এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড/পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি থেকে ৫ দশমিক ৮ শতাংশ সেবা নিতে গিয়ে ঘুষের শিকার হয়েছে। সেবা নিতে গিয়ে ঘুষের শিকার হয়েছে এমন খানাগুলো বিপিডিবি হতে গড়ে ১ হাজার ৯৪৩ টাকা এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ক্ষেত্রে গড়ে ২ হাজার ১৮৮ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।

সেবার ধরনভেদে দেখা যায়, বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়েছে, বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন করেছে কিংবা বৈদ্যুতিক উপকরণ পরিবর্তন বা সংযোজন করেছে এমন খানাগুলোর মধ্যে ৬৪ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার, এবং ৪৭ দশমিক ২ শতাংশ খানা ঘুষের শিকার হয়েছে। এছাড়া মিটার রিডিং, বিল ও অন্যান্য সংক্রান্ত সেবা নিয়েছে এমন খানার ৩১ দশমিক ১ শতাংশ দুর্নীতির শিকার এবং শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ খানা ঘুষের শিকার হয়েছে। যেসব খানা সংযোগ সম্পর্কিত সেবা গ্রহণ করতে ঘুষের শিকার হয়েছে তাদেরকে গড়ে ২ হাজার ২৭৫ টাকা, এবং মিটার সম্পর্কিত সেবা গ্রহণ করতে গড়ে ১ হাজার ৮২৪ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে।

১৩. বীমা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারে বীমা খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সরকারি ও বেসরকারি ৮২টি (জীবন বীমা ৩৬টি এবং সাধারণ বীমা ৪৬টি) বীমা কোম্পানি মোট ৮ হাজার ৩১৪টি (জীবন বীমা ৬ হাজার ৮০৯টি এবং সাধারণ বীমা ১ হাজার ৫০৫টি) শাখা কার্যালয় এবং ৪ লক্ষ ৮১ হাজার ২৬৭টি এজেন্টের মাধ্যমে সারাদেশে বীমা সংক্রান্ত সেবা প্রদান করছে। বীমা খাতের সার্বিক উন্নয়ন ও এ খাতকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করায় কিছুক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসলেও সেবা গ্রহণকারীদের এখনো অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হতে হয়।

জরিপে ৮ দশমিক ৮ শতাংশ খানা বীমা সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করেছে (গ্রামাঞ্চলে ৮.৭ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৯.২ শতাংশ)। বীমা সেবা গ্রহণকারী খানার ৯ শতাংশ সরকারি বীমা কোম্পানি, ৯০ দশমিক ৪ শতাংশ বেসরকারি বীমা কোম্পানি এবং ১ দশমিক ২ শতাংশ বিদেশি বীমা কোম্পানি হতে সেবা নিয়েছে। ক্ষিমে ধরনভেদে দেখা যায়, জীবন বীমা সংক্রান্ত সেবা নিয়েছে ৫৯ দশমিক ১ শতাংশ খানা, সঞ্চয় বীমা ৩৮ শতাংশ খানা, স্বাস্থ্য বীমা ২ দশমিক ৩ শতাংশ, শিক্ষা বীমা ১ দশমিক ১ শতাংশ এবং মোটরযান বীমা সংক্রান্ত সেবা নিয়েছে শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ খানা।

বীমা খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার ২৫ দশমিক ৬ শতাংশ কোনো না কোনো ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে (গ্রামাঞ্চলে ২৬.৪ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ২৪ শতাংশ)। বীমার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে ৭০ দশমিক ১ শতাংশ এবং মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে ৬৮ দশমিক ১ শতাংশ খানা প্রতারণা বা অনিয়মের শিকার হয়েছে। এছাড়া কিস্তির টাকা জমা দেওয়ার সময় ১১ শতাংশ খানা বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির সম্মুখীন হয়েছে। সেবাগ্রহীতা খানার ২ দশমিক ৭ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদান করেছে অথবা আত্মসাৎ ও প্রতারণার শিকার হয়েছে (গ্রামাঞ্চলে ২.৮ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ২.৩ শতাংশ)। ঘুষ এবং/অথবা আত্মসাতের শিকার হওয়া খানাগুলোকে গড়ে ১৫ হাজার ৩৪০ টাকার আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। এছাড়া বীমা খাতে দুর্নীতির অন্যান্য ধরনের মধ্যে দায়িত্ব পালনে অবহেলা (১৭.৯ শতাংশ), হয়রানি (১২.৫ শতাংশ), কিস্তির টাকা বা বীমার অর্থ আত্মসাৎ (৭.৭ শতাংশ) এবং প্রতারণা (৪.১ শতাংশ) উল্লেখযোগ্য।

বেসরকারি বীমা কোম্পানি হতে সেবাগ্রহণকারী খানার ২৬ দশমিক ৮ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যেখানে সরকারি বীমা কোম্পানির থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ক্ষেত্রে এ হার ১৮ দশমিক ৬ শতাংশ। এছাড়া বেসরকারি বীমা কোম্পানি হতে সেবাগ্রহণকারী খানাগুলো গড়ে ১৫ হাজার ১৪২ টাকা ঘুষ বা অর্থ আত্মসাতের শিকার হয়। বীমার ধরনভেদে দেখা যায়, ২৪ শতাংশ খানা জীবন বীমা সেবায় এবং ৩০ দশমিক ৮ শতাংশ খানা সঞ্চয় বীমা সেবায় দুর্নীতির শিকার হয়েছে। অপরদিকে সেবা গ্রহণকারী খানার ২ দশমিক ৫ শতাংশ জীবন বীমা এবং ৩ দশমিক ১ শতাংশ সঞ্চয় বীমায় ঘুষ বা অর্থ আত্মসাতের শিকার হয়েছে।

তবে জীবন বীমায় ঘুষ বা অর্থ আত্মসাতের পরিমাণ গড়ে ১১ হাজার ৯১ টাকা হলেও সঞ্চয় বীমার ক্ষেত্রে এর পরিমাণ গড়ে ২০ হাজার ৭১ টাকা।

১৪. গ্যাস

গ্যাস শিল্প উৎপাদন ও গৃহস্থালি কর্মকাণ্ডে একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে জ্বালানি হিসেবে এককভাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর নির্ভরশীলতা অত্যন্ত বেশি। বর্তমানে গৃহস্থালীতে নতুন সংযোগ বন্ধ থাকলেও খানা পর্যায়ে পুনঃসংযোগ, সংযোগ মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ, বিভিন্ন ফি ও বিল প্রদান ইত্যাদি সেবা চলমান রয়েছে। এসব সেবা কার্যক্রম স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং গ্রাহক-বান্ধব করার অভিপ্রায়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইন, বিধি, নিয়মাবলী প্রণয়ন করা হলেও এসব সেবা নিতে গিয়ে সেবাগ্রহীতাদের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হতে হয়।

জরিপের ২ দশমিক ৪ শতাংশ খানা গ্যাস বিপণন ও বিতরণ প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিয়েছে (গ্রামাঞ্চলে ০.৭ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৬ শতাংশ)। গ্যাস সেবা গ্রহণকারী খানার ২৫ দশমিক ৪ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে (গ্রামাঞ্চলে ২৬.৫ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ২৫.১ শতাংশ)। এ খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার ৬ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে (গ্রামাঞ্চলে ১০.৯ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৪.৮ শতাংশ)। প্রতিষ্ঠানভেদে দেখা যায়, তিতাস গ্যাস কোম্পানি লি. থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ৩৪ দশমিক ২ শতাংশ এবং কর্নফুলী গ্যাস ডিস্ট্রি. কোম্পানি লি. থেকে সেবা নিতে গিয়ে ৭ দশমিক ৪ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এই দুটি গ্যাস কোম্পানি থেকে সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর যথাক্রমে ৭ দশমিক ৯ শতাংশ ও ১ দশমিক ১ শতাংশ খানা ঘুষ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।

১৫. ব্যাংকিং (সরকারি ও বেসরকারি)

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিনিয়োগ, সঞ্চয় এবং আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশে তফসিলি ও অ-তফসিলি মিলিয়ে বিভিন্ন ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ এবং ব্যক্তি, ব্যবসা, কৃষি ও আবাসন খাতে ঋণ প্রদান করে। পাশাপাশি হিসাব খোলা, এলসি, রেমিট্যান্স গ্রহণ, পে-অর্ডার ও ব্যাংক ড্রাফট, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির ভাতা, বেতন ও পেনশন উত্তোলনসহ নানা ধরনের আর্থিক সেবা প্রদান করে। তবে ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের একটি অংশকে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম, হয়রানি, অতিরিক্ত ব্যয়, সেবায় বিলম্ব এবং দুর্নীতির অভিযোগ করতে দেখা যায়।

জরিপে ৫৭ দশমিক ১ শতাংশ খানা দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক থেকে সেবা গ্রহণ করেছে (গ্রামাঞ্চলে ৫৫.৬ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৬০.১ শতাংশ)। ব্যাংকিং সেবা গ্রহণকারী খানাগুলো বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক (৫৩.৭ শতাংশ), রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক (৪৫.৮ শতাংশ), কৃষি ব্যাংক/রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (৯.৯ শতাংশ), এবং গ্রামীণ ব্যাংক (৫.৩ শতাংশ) থেকে সেবা গ্রহণ করেছে। ব্যাংকিং সেবা গ্রহণকারী খানার ৪২ দশমিক ৪ শতাংশ বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, ৩৯ দশমিক ৯ শতাংশ টাকা উত্তোলন, ৩০ দশমিক ৩ শতাংশ টাকা জমা, ১০ দশমিক ৩ শতাংশ ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণ, ৯ দশমিক ৬ শতাংশ বেতন ও ভাতা উত্তোলন, ৯ দশমিক ৯ শতাংশ রেমিট্যান্স উত্তোলন, ৮ দশমিক ৭ শতাংশ ডিপিএস খোলা এবং ৭ শতাংশ নতুন ব্যাংক হিসাব খুলা সেবা গ্রহণ করেছে।

এ খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার ১৬ দশমিক ৩ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে (গ্রামাঞ্চলে ১৭.২ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে ১৪.৪ শতাংশ)। ব্যাংকিং সেবা গ্রহণকারী খানার ১ দশমিক ৪ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, এবং খানাপ্রতি গড়ে ১৯ হাজার ৩২২ টাকা দিতে হয়েছে। এছাড়া অবহেলা ১৪ দশমিক ৫ শতাংশ, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রতারণা ২ দশমিক ৮ শতাংশ, স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্ব ২ দশমিক ৭ শতাংশ হয়েছে এবং হয়রানি/দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছে ২ শতাংশ খানা।

প্রতিষ্ঠানভেদে দেখা যায়, ১৮ দশমিক ৪ শতাংশ খানা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক, ১৭ দশমিক ৭ শতাংশ খানা কৃষি ব্যাংক বা রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, ১২ দশমিক ৪ শতাংশ খানা বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে সেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। অপরদিকে কৃষি ব্যাংক/রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ৫ দশমিক ৩ শতাংশ এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে সেবা গ্রহণকারী ১ শতাংশ খানাকে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে। সেবা নিতে গিয়ে যেসব খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদেরকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে খানাপ্রতি গড়ে ১১ হাজার ১৬৭ টাকা এবং কৃষি ব্যাংক/রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের ক্ষেত্রে খানাপ্রতি গড়ে ৮ হাজার ৬৪৪ টাকা দিতে হয়েছে। সেবার ধরনভেদে দেখা যায়, সেবা গ্রহণকারী খানাগুলো সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে কৃষি ঋণ নিতে গিয়ে (২৯.৩ শতাংশ খানা)। এছাড়া ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণ (১৮.২ শতাংশ), হিসাব খোলা (১৫.২ শতাংশ), টাকা উত্তোলন (১৪.৪ শতাংশ), রেমিট্যান্স উত্তোলন (১৩.৩ শতাংশ), বেতন ও ভাতা উত্তোলন (১২.৬ শতাংশ), এবং বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ (১০.১ শতাংশ) সংক্রান্ত সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে খানাগুলো দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

১৬. এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)

দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক উন্নয়ন এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে এনজিওসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে দেশি ও বিদেশি নিবন্ধিত এনজিও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, গ্রামীণ উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, খাদ্য নিরাপত্তা এবং জীবিকা উন্নয়নে এসব প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

জরিপে ৪৮ দশমিক ৪ শতাংশ খানা বিভিন্ন এনজিও থেকে সেবা গ্রহণ করেছে (গ্রামাঞ্চলে ৪৯.৪ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৪৬.৩ শতাংশ)। সেবাপ্রাপ্তি খানার অধিকাংশই স্থানীয় পর্যায়ের এনজিও কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত (৯৩ শতাংশ), আর ৭ দশমিক ৭ শতাংশ খানা জাতীয় পর্যায়ের এনজিওর সেবা গ্রহণ করেছে। আরও দেখা যায়, এনজিও খাতে সেবাপ্রাপ্তি খানার প্রায় সবাই ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ এবং সঞ্চয় কর্মসূচির সুবিধা গ্রহণ করেছে (৯৮.২ শতাংশ)। পাশাপাশি একটি অংশ (১.৭ শতাংশ) আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম যেমন কৃষি, জীবন-জীবিকা, পোল্ট্রি, গবাদিপশু পালন ও মৌমাছি পালনসহ বিভিন্ন কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত।

এনজিও থেকে সেবা নিয়েছে এমন খানার ১৩ দশমিক ১ শতাংশ কোনো না কোনো ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে (গ্রামাঞ্চলে ১২.৪ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ১৪.৬ শতাংশ)। এনজিও থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ১ দশমিক ৪ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের শিকার হয়েছে (গ্রামাঞ্চলে ১.১ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ১.৮ শতাংশ)। যারা দুর্নীতির শিকার হয়েছে তাদের মধ্যে ৩৯ শতাংশ পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। এছাড়া অবহেলার শিকার ৩৬ দশমিক ৫ শতাংশ এবং হয়রানি/দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছে ২৩ দশমিক ৩ শতাংশ খানা। এনজিওর ধরনভেদে দেখা যায়, স্থানীয় পর্যায়ের এনজিও থেকে সেবা নিয়েছে এমন খানার ১৩ দশমিক ৫ শতাংশ এবং জাতীয় পর্যায়ের এনজিওর সাথে সম্পৃক্ত খানার ৬ দশমিক ৭ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে। স্থানীয় এনজিও থেকে সেবা নিতে গিয়ে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে এমন খানাগুলো গড়ে ১ হাজার ২ টাকা ঘুষ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।

১৭. কর ও শুল্ক

কর ও শুল্ক সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের অন্যতম প্রধান উৎস। আয়কর, মূসক, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক এবং অন্যান্য করের মাধ্যমে সরকার রাজস্ব আহরণ করে থাকে। কর ব্যবস্থাকে সহজ ও সেবাবান্ধব করতে সরকার অনলাইনে ই-টিআইএন নিবন্ধন, আয়কর রিটার্ন দাখিল, কর পরিশোধ, মূসক নিবন্ধন ও রিটার্ন জমাদানসহ বিভিন্ন ডিজিটাল সেবা চালু করেছে। এছাড়া কর-সংক্রান্ত তথ্য ও নির্দেশিকা জনগণের জন্য সহজলভ্য করা হয়েছে। তবে এসব উদ্যোগ সত্ত্বেও কর ও শুল্ক-সংক্রান্ত সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক সেবাপ্রাপ্তি এখনও বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম, জটিলতা ও দুর্নীতির সম্মুখীন হন।

জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ৩ দশমিক ২ শতাংশ কর ও শুল্ক সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা নিয়েছে (গ্রামাঞ্চলে ২.৪ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৪.৮ শতাংশ)। এসব খানার ৭৪ দশমিক ৯ শতাংশ ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং ২৭ দশমিক ৪ শতাংশ বাণিজ্যিক পর্যায়ে কর ও শুল্ক সংক্রান্ত সেবা নিয়েছে। কর ও শুল্ক সেবাপ্রাপ্তিকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা (৭৫.২ শতাংশ) আয়কর সেবা নিয়েছে।

কর ও শুল্ক সেবা গ্রহণকারী খানার ১১ দশমিক ২ শতাংশ কোনো না কোনো ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে (গ্রামাঞ্চলে ১২.৪ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ১১.২ শতাংশ)। এ খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার ২ দশমিক ৮ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে এবং তাদেরকে গড়ে ৩ হাজার ৮০৫ টাকা দিতে হয়েছে। কর ও শুল্ক সংক্রান্ত সেবার বিভিন্ন ধরনের মধ্যে ভ্যাট (মূল্য সংযোজন কর) সেবার ক্ষেত্রে সেবাপ্রাপ্তি খানাগুলো সবচেয়ে বেশি (১৮.৭ শতাংশ) দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা ঘুষের শিকার (৬.২ শতাংশ) হয়েছে।

১৮. অন্যান্য সেবাখাত/প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশে নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তুলনামূলকভাবে কম হারে সেবা নেওয়া হলেও সেগুলোর সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় খানা জরিপ ২০২৫-এ ‘অন্যান্য সেবাখাত/প্রতিষ্ঠান’ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

জরিপে ৭৭ দশমিক ৭ শতাংশ খানা অন্যান্য সেবাখাত বা প্রতিষ্ঠান থেকে অন্তত একটি সেবা গ্রহণ করেছে (গ্রামাঞ্চলে ৭৭.৬ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৭৮ শতাংশ)। সেবাখাত/প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, মোবাইল আর্থিক সেবা (এমএফএস) সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে – জরিপে সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর প্রায় ৮৩ শতাংশ এ সেবা গ্রহণ করেছে। এছাড়া ৭ শতাংশ খানা রেলওয়ে, ২ দশমিক ৬ শতাংশ সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং ১ দশমিক ৪ শতাংশ ওয়াসার সেবা গ্রহণ করেছে।

অন্যান্য সেবাখাতে দুর্নীতির চিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সেবা গ্রহণকারী মোট খানার ৮ দশমিক ৫ শতাংশ কোনো না কোনো ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে (গ্রামাঞ্চলে ৮.২ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৯.২ শতাংশ)। অন্যান্য সেবাখাতে মোট সেবা গ্রহণকারী খানার ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদানের হার ১ দশমিক ৩ শতাংশ (গ্রামাঞ্চলে ১.২ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ১.৭ শতাংশ)। অন্যান্য খাতে ঘুষের শিকার খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ ৩ হাজার ১৪৬ টাকা (গ্রামাঞ্চলে ১ হাজার ৮৫৪ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ৫ হাজার ২৩)। দুর্নীতির ধরন বিশ্লেষণে দেখা যায়, অন্যান্য সেবাখাতসমূহে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ ছিল দায়িত্ব পালনে অবহেলা সংক্রান্ত,

যা মোট সেবা গ্রহণকারী খানার ৪ দশমিক ৫ শতাংশ। এছাড়া হয়রানি বা অসদাচরণ বা দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছে ২ দশমিক ৩ শতাংশ, সেবা না পাওয়া বা চেষ্টা করেও কাজিফত সেবা পেতে ব্যর্থ হয়েছে ২ শতাংশ, এবং জালিয়াতি বা প্রতারণার শিকার হয়েছে ১ দশমিক ২ শতাংশ খানা।

প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বিশ্লেষণে নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত সেবায় দুর্নীতির হার সর্বোচ্চ, যেখানে ৩৭ দশমিক ৮ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। একই প্রতিষ্ঠানে ৯ দশমিক ৭ শতাংশ খানা ঘুষের শিকার হয়েছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সেবা নিতে গিয়ে ৩৭ দশমিক ৩ শতাংশ, এবং রেলওয়ে সেবায় ৩৪ দশমিক ৬ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর হতে সেবাগ্রহণকারী খানার ক্ষেত্রে দুর্নীতির হার ৩২ দশমিক ৮ শতাংশ এবং ঘুষের শিকার হওয়ার হার ৮ শতাংশ। অন্যদিকে মোবাইল আর্থিক সেবায় দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার তুলনামূলকভাবে কম হলেও যেসব ব্যক্তি প্রতারণা বা অনিয়মের শিকার হয়েছে তাদের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল বেশি – গড় নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ ৩ হাজার ২২৬ টাকা।

৫.১ জরিপে প্রাপ্ত তথ্য: সার্বিক পর্যবেক্ষণ

কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর ছাত্র-জনতার বৈষম্যহীন, সুশাসিত, দুর্নীতিমুক্ত, সম-অধিকারভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ‘নতুন বাংলাদেশ’ গড়ার প্রত্যাশার বিপরীত চিত্র লক্ষ করা যায় – ২০২৩-এর তুলনায় ২০২৫-এ জরিপের আওতাভুক্ত সেবাখাতে সার্বিকভাবে দুর্নীতি বেড়েছে। খানা জরিপ ২০২৩-এর তুলনায় ২০২৫-এ জাতীয়ভাবে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার বৃদ্ধি পেয়েছে (যথাক্রমে ১৫.১ শতাংশ ও ২৫.২ শতাংশ); ২০২৩ এর মতোই খানা জরিপ ২০২৫-এ সর্বোচ্চ দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার পাসপোর্ট ও বিআরটিএ থেকে সেবা নিতে গিয়ে। তবে ২০২৩-এর তুলনায় ২০২৫-এ খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ ৯.৮ শতাংশ কমেছে; খানা জরিপ ২০২৫-এ গড় ঘুষের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি যথাক্রমে বিচার সংশ্লিষ্ট সেবা, ব্যাংকিং ও ভূমি খাতে। অপরদিকে, খানা জরিপ ২০২৫-এ জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ ১২,৬৩৩.২ কোটি টাকা, যা ২০২৩-এর তুলনায় ১৫.৯ শতাংশ বেশি, এবং ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটের (সংশোধিত) ১.৫৮ শতাংশ।

জরিপে দেখা যায়, একদিকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ও বিচারিক সেবায় দুর্নীতি ও ঘুষের উচ্চ হার অব্যাহত রয়েছে, যা সাধারণ জনগণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বড় বাধা, অন্যদিকে কৃষি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ভূমি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পাসপোর্ট এবং বিআরটিএ’র মতো জনগুরুত্বপূর্ণ খাতে উচ্চ দুর্নীতি ও ঘুষ বৃদ্ধি পেয়েছে বা একইরকম রয়েছে, যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে স্বাভাবিক সেবাপ্রাপ্তির অধিকারকে বাধাগ্রস্ত করছে।

ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থানভেদে খানার দুর্নীতির শিকার হওয়ার হারের ক্ষেত্রে তারতম্য লক্ষণীয়। জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী খানার ঘুষের শিকার হওয়ার হার শহরাঞ্চলের তুলনায় বেশি (৬৬ শতাংশ বনাম ৫৮.৫ শতাংশ) হলেও গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলের খানাগুলোকে বেশি পরিমাণে ঘুষ দিতে হয়েছে (৪,৮৬৪ টাকা বনাম ৫,৭৫৭ টাকা)। সেবা নিতে গিয়ে উচ্চ আয়ের তুলনায় নিম্ন আয়ের খানা তাদের বার্ষিক আয়ের অপেক্ষাকৃত বেশি অংশ ঘুষ দিতে বাধ্য হয়, যা নিম্ন আয়ের খানার ওপর অতিরিক্ত বোঝার সৃষ্টি করছে। নারী, আদিবাসী এবং প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার অর্থ তাদের সীমিত আর্থ-সামাজিক সক্ষমতার ওপর অতিরিক্ত বোঝা তৈরি হওয়া যা তাদের প্রান্তিকতাকে আরও বৃদ্ধি করছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা, শিক্ষা ইত্যাদি খাতে নারী সেবাগ্রহীতাদের উল্লেখযোগ্য হারে দুর্নীতির শিকার হওয়া এসব খাতে নারীদের অংশগ্রহণকে নিরুৎসাহিত করছে, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীদের প্রত্যাশিত অগ্রগতিকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছে।

বিভিন্ন খাতে ডিজিটাল সেবা আংশিকভাবে চালু হলেও দুর্নীতি ও ঘুষের উচ্চ হার ইঙ্গিত করে যে এসব সেবা এখনো দুর্নীতিসহায়ক। একইসঙ্গে ডিজিটাইজেশন এমনভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে যে সেবাগ্রহীতাকে মিশ্র পদ্ধতি ও ক্ষেত্রবিশেষে দালালের ওপর নির্ভর করতে হয় এবং সেবাগ্রহীতা ঘুষ দিতে বাধ্য হয়।

দুর্নীতির কারণ হিসেবে বেশিরভাগ উত্তরদাতা বিচারহীনতা, সচেতনতার অভাব ও দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করাকে চিহ্নিত করেছেন। এছাড়া ঘুষ দিতে বাধ্য হওয়া বেশিরভাগ খানা (৮১.৫ শতাংশ) ঘুষ দেওয়ার কারণ হিসেবে ‘ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না’ উল্লেখ করেছে, যা ঘুষ আদায়ে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ অব্যাহত থাকাকে নির্দেশ করে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি/ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রায় অর্ধেক খানার কোনো ধারণা নেই; অন্যদিকে দুদক সম্পর্কে ২৯.৫ শতাংশ এবং জিআরএস সম্পর্কে ১.৪ শতাংশ খানার জানা থাকলেও এসব মাধ্যমে অভিযোগ দায়েরের হার খুব কম, যা এসব ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থাহীনতার প্রতিফলন। জরিপে প্রায় এক-পঞ্চমাংশের বেশি ক্ষেত্রে অভিযোগ গ্রহণ না করা এবং ৫১ শতাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করা দুর্নীতি প্রতিকারে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্তদের প্রবল অনীহা ও অব্যবস্থাপনাকে নির্দেশ করে। অধিকন্তু দুর্নীতির শিকার হওয়া বেশিরভাগ (৬১.৩ শতাংশ) খানার মতে ‘সেবা নেওয়ার ব্যবস্থা’ই দুর্নীতিগ্রস্ত, তাই অভিযোগ করা প্রয়োজন মনে করিনি’, যা দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারের ব্যর্থতা প্রমাণ করে।

৫.২ জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে টিআইবি’র সুপারিশ

১. দুর্নীতির প্রতিকার ও প্রতিরোধে বর্তমান সরকারের ৩১ দফাভিত্তিক রাষ্ট্র কাঠামো মেরামত রূপরেখা ও নির্বাচনী ইশতেহার, এবং জুলাই জাতীয় সনদের ওপর ভিত্তি করে সেবাখাতের জন্য একটি সমন্বিত কৌশল ও পথরেখা প্রণয়ন করতে হবে। একইসাথে বাস্তবায়নযোগ্য সকল কর্মপরিকল্পনার মূলধারায় সুশাসন ও দুর্নীতিবিরোধী উপাদান সক্রিয়ভাবে ও অবশ্য পালনীয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
২. বিভিন্ন সেবাখাতে দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩. সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি সেবা পুরোপুরি ডিজিটলাইজ করতে হবে যেন সেবাহীতার সাথে সেবাদাতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগের প্রয়োজন না হয়; অনলাইনে সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে যথাযথ প্রচারণার সাথে সাথে তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞান বা 'ডিজিটাল লিটারেসি' বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে।
৪. সেবাদানকারী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে সেবাদাতার জন্য যুগোপযোগী আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে, যেখানে কীভাবে ও কত সময়ের মধ্যে সেবা দিতে হবে, সেবাহীতার সাথে কী আচরণ করতে হবে ইত্যাদি উল্লেখ থাকবে। সেবা গ্রহণের পর মতামত নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, যা সেবাদাতার বার্ষিক মূল্যায়নের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।
৫. সেবাখাতে হয়রানি বন্ধ এবং অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থার অংশ হিসেবে -
 - 'গ্রিভেন্স রিড্রেস সিস্টেম'কে (জিআরএস) অধিকতর ব্যবহারবান্ধব করার পাশাপাশি পদ্ধতিটি সম্পর্কে যথাযথ প্রচারণা করতে হবে;
 - সংশ্লিষ্ট সকল সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন এবং এসএমএস, ইমেইল, ওয়েবসাইট ইত্যাদির মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে; সব প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ দায়েরের জন্য টোল-ফ্রি হটলাইন সুবিধা চালু ও কার্যকর করার পাশাপাশি এ সম্পর্কে যথাযথ প্রচারণা করতে হবে;
 - দুদককে কার্যকর করার জন্য প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; সকল সেবা প্রতিষ্ঠানে দুদকের হটলাইন (১০৬) সম্পর্কে অধিকতর প্রচারণা করতে হবে;
 - অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে; অভিযোগগুলো নিয়মিত পর্যালোচনা করে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
 - সেবাহীতাদের আস্থা অর্জনের জন্য জমাকৃত অভিযোগ নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপ ও ফলাফল সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য নিয়মিত ওয়েবসাইটে/নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ এবং অভিযোগকারীর ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বরে ক্ষুদ্রে বার্তার (এসএমএস) মাধ্যমে অবহিত করতে হবে;
 - সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণশুনানি ও সামাজিক নিরীক্ষার মতো জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনা করতে হবে।
৬. নাগরিকরা যাতে সহজেই বিভিন্ন সেবাপ্রাপ্তির বিষয়ে হালনাগাদ ও পরিপূর্ণ তথ্য জানতে পারে সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটকে অধিকতর কার্যকর করার উদ্যোগ নিতে হবে। সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কার্যকর করতে হবে, যেখানে সেবাহীতার সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে।
৭. সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহকে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অনুযায়ী স্বপ্রণোদিতভাবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়মিত প্রকাশ ও হালনাগাদ করতে হবে, যাতে নাগরিকেরা তথ্যের জন্য আবেদন না করেই প্রয়োজনীয় তথ্য সহজে পেতে পারেন।
৮. স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ভূমি ও কৃষিসহ যেসব খাতে জনবল, অবকাঠামো ও লজিস্টিকসের কারণে সেবাদান ব্যাহত হয় সেসব খাতে বিদ্যমান ঘাটতি দূর করতে হবে। কর্মীদের দক্ষতা বাড়াতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
৯. সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর সম্পদ বিবরণী বার্ষিক ভিত্তিতে বাধ্যতামূলকভাবে হালনাগাদ করে জমা দিতে হবে। দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণী সম্পর্কে কোনো অভিযোগ আসলে বা দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে কোনো প্রকার অসঙ্গতি পাওয়া গেলে তা যাচাইপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
১০. দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক আন্দোলন জোরদার করতে হবে।
